নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৬ এর পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

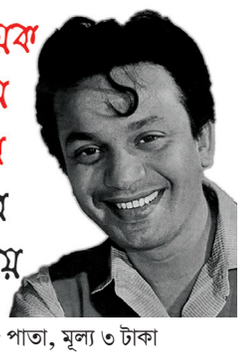

মহানায়ক উত্তম কুমার ৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ০৯ শ্রাবণ – ১৫ শ্রাবণ, ১৪৩২ ঃ ২৬ জুলাই – ০১ আগষ্ট, ২০২৫
Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 39, 26 July - 01 August, 2025
৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ২০২১ সালে বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার

খুনের মামলায় কলকাতা পুলিশের ২ অফিসার, ১ জন হোমগার্ড ও ১ অভিযুক্তকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠালো বিশেষ সিবিআই আদালত। এই মামলাতেই অভিযুক্ত বিধায়ক পরেশ পাল, কাউন্সিলার স্বপন সমাদ্দার ও পাপিয়া ঘোষ।

রবিবার : পাটনার এক হাসপাতালের আইসিইউতে ঢুকে

চন্দন মিশ্রকে যারা খুন করে বলে অভিযোগ তাদের ৫জনকে নিউটাউনের এক আবাসন থেকে গ্রেপ্তার করে বিহার পুলিশ ও রাজ্যের এসটিএফ। হাসপাতালের সিসি টিভির হাড়হিম করা ফুটেজ দেখে চিহ্নিত করা হয় দুষ্কৃতিদের।

সোমবার : বিরোধীদের দাবি মেনে বাদল অধিবেশনে অপারেশন

সিঁদুর নিয়ে সংসদে সব ধরনের আলোচনায় রাজি হল সরকার। সর্বদল বৈঠক শেষে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এই খবর দিয়ে জানান আলোচনায় উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মঙ্গলবার : এসএসসির নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০১৬ সালের

বিধি অনুযায়ী না হলেও স্থগিতদেশ দেয় নি হাইকোর্ট। তাই হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে স্পেশাল লিভ পিটিশন দাখিল করল বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরা। সেটাও খারিজ করে দিল সুপ্রীম কোর্ট।

বুধবার : অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের স্বার্থে আর্থিক ও

প্রশাসনিকভাবে স্বাধীন রাজ্য নির্বাচন দপ্তর গড়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। যেখানে থাকবে না রাজ্য সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ।

বৃহস্পতিবার: জগদীপ ধনখড়ের ইস্তফার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ভারতের

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বাকি থাকা ২ বছর নয়, ৫ বছরের জন্যই নির্বাচিত হবেন উপরাষ্ট্রপতি।

শুক্রবার: বাণিজ্য চুক্তিকে সামনে রেখে ব্রিটেন গিয়ে

সেখানকার প্রধানমন্ত্রী কিয়র স্টার্মারের সঙ্গে বৈঠকের পর নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, সন্ত্রাসের নামে কোনো দ্বিচারিতা করা চলে না বলে একমত হয়েছে ভারত ও ব্রিটেন।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

ভারতের অন্দরে প্রশ্নের মুখে সুরক্ষা

ওঙ্কার মিত্র

গত সংখ্যায় বাংলার দীর্ঘ ব্যর্থতার কথা তুলে ধরেছিলাম। এবার ভারতের অন্দরের দিকে তাকালে দেখা যায় সেখানে শুধুই আর্তনাদের ইতিহাস। কাঠগড়ায় কখনও বিদেশী আক্রমণ কখনও দেশীয় বিশ্বাসঘাত। কখনও বাইরে থেকে ভারত বিরোধী জঙ্গিরা এসে জনজীবন অস্থির করছে, কখনও জাতীয়তা বিরোধী ভ্রাতৃহত্যায় নিজেদের হাত রক্তাক্ত করছে ভারতবাসী। নিজেদের দেশের লোককে মারছে, মরছে। সাথ দিচ্ছে ভারত বিরোধী শক্তিকে।

নরসিম্হা–মনমোহন জুটির অর্থনীতির বিশ্বায়ন কিংবা নরেন্দ্র–অমিত জুটির অর্থনীতির রকেট গতি কোনোটাই ভারতের অন্দরে ভরসা জোগাতে পারে নি। পারার কথাও নয়। কারণ অর্থনৈতিক উন্নতি কখনও শান্তি আনতে পারে না, বরং অপরাধের জন্ম দেয়। দেশের অন্তরে শান্তি বজায় রাখতে চাই নির্ভেজাল জাতীয়তাবোধ। তার বদলে আমরা একদিকে গরিবী কাটিয়ে ভোগ বিলাসে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি আর অন্যদিকে জাল নোট, অনুপ্রবেশ, ধর্মীয় বিভেদ, জঙ্গীপনায় মদত, সন্ত্রাস, পাচার, নিষিদ্ধ নেশা সামগ্রীর নৈবেদ্য সাজিয়ে দেশবিরোধী পুজোর মন্ত্রচ্চারণ করে চলেছি। বিদেশী আক্রমণ ঠেকাতে আধুনিক অস্ত্র মজুত করছি, আর আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সংস্থাগুলোকে

রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট করে নিস্তেজ করে ফেলছি। ফলে বিএসএফ অনুপ্রবেশ আটকাতে পারছে না, সিবিআই, ইডি, এনআইএ সময়মতো তদন্ত শেষ করতে পারছে না বলে আদালতের ভর্ৎসনার মুখে পড়ছে, কর্মী ও পরিকাঠামোর অভাবে ফরেন্সিক ল্যাবরেটারিগুলো ধুঁকছে, পুলিশ আস্থা হারাচ্ছে। এই সুযোগে জঙ্গী ঢুকছে, অনুপ্রবেশ বাড়ছে, পাচার চলছে, জাল শিক্ষক, জাল ডাক্তার, জাল পুলিশ ধরা পড়ছে। অবাধে বানানো হচ্ছে জাল পাসপোর্ট, আধার–ভোটার– রেশন কার্ড। রূপ বদল করে চলছে ধর্মান্তর। ঘটছে বিস্ফোরণ, চলছে বেআইনি অস্ত্রের রমরমা কারবার। পরিস্থিতি এতটাই ভয়ঙ্কর যে গাজীয়াবাদে নাকি চলছে গোটা একটা জাল দূতাবাস। এসব আটকাতে চাই শাসক বিরোধী ঐক্য। ভারত ক্ষমতার লালসায় তা দূরন্ত। ফল যা হবার তাই হচ্ছে।

কেন্দ্র–রাজ্য কোনো সরকারই রাশ টানতে পারছে না অন্দরের দেশবিরোধী কর্যকলাপে। যাদের গাফিলতিতে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিও হচ্ছে না। দু তরফেই জাতীয়তা বোধের চরম অভাব স্পষ্ট। এ অভাব পূরণ না হলে অশান্তি চলবেই।

নির্বাচন কমিশন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সাঁড়াশি পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন সংঘটিত হতে চলেছে। বারবার রাজ্যের বিরোধীরা দাবি করেন যে এই রাজ্যে কোনদিনই অবাধ নির্বাচন সম্ভব নয়। কারণ এখানে প্রচুর ভুয়ো ভোটার আছে। ভোটার তালিকা নিবিড়ভাবে সংশোধন না হলে এখানে কোনভাবেই অবাধ নির্বাচন হবে না। পাশাপাশি রাজ্য নির্বাচন দপ্তর আছে তা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন থাকলেও পরিচালিত হয় রাজ্য সরকার দ্বারা। রাজ্য সরকার পরিচালিত মুখ্য নির্বাচনী দপ্তরের মাধ্যমে ভোট পরিচালিত হলে কখনোই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। পাশাপাশি গত ৪৯ বছর ধরে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এবং মায়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গাদের সংখ্যা এ রাজ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। তাদের চিহ্নিত করে ডিটেনশন ক্যাম্প বা বাংলাদেশ কিংবা মায়ানমারে না পাঠানো পর্যন্ত তারা এ রাজ্যে অবাধ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হতে দেবে না। এতদিন পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নিতে শুরু করল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর অনেক আগেই ৩০ দিনের টার্গেট বেঁধে দিয়েছিলেন প্রতিটি রাজ্য সরকারকে যে রাজ্যে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী এবং রোহিঙ্গাদের চিহ্নিত করে তাদের বাংলাদেশ কিংবা মায়ানমারে পাঠাতে হবে কিংবা ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখতে হবে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সেই কাজ শুরু করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর। এমনকি দিল্লি, পাঞ্জাব, কেরালা, তামিলনাড়ুতেও সেই কাজ চলছে জোর কদমে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনেকদিন আগেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এ ব্যাপারে চিঠি দিয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে আবারও চিঠি দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারকে। গত ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠানে সেই চিঠি জনসমক্ষে তুলে ধরেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

এরপর পাঁচের পাতায়

কমিশনের ঢিলেমি জন্ম দিচ্ছে বিতর্কের

শক্তি ধর

সুকুমার রায় ছায়াবাজি কবিতায় বলেছিলেন, 'আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা–/ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা।' বর্তমান ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে অনেকটা এরকমই চলছে। ভোটার তালিকা নির্মাণ ও পরিমার্জন সম্পর্কে যাদের সামান্য ধারণা আছে তারা জানে যে, ভারতীয় ভোট গণতন্ত্রে চিরকাল ভোটার তালিকা তৈরি ও পরিমার্জন হয়ে এসেছে। আগে ইনুমারেশন বা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরাসরি নাম লিখে এনে হত ইন্টেন্সিভ রিভিশন। তারপর কয়েক বছর

ধরে ফর্মের মাধ্যমে সামারি রিভিশন। তারপর ভোটের আগে ফের ইনসেনটিভ রিভিশন। কম্পিউটার আসার পর যখন স্থায়ী ডাটাবেস তৈরি সম্ভব হল তখন থেকে যুক্ত হয়েছে স্পেশাল টার্মটি। অর্থাৎ কম খরচে, কম খাটনিতে বাজিমাত করার চেষ্টা। ফর্মের মাধ্যমে বছরে একবার (এখন যা চারবার হয়েছে) কোনোরকমে সংযোজন, সংশোধন ও বিয়োজনের মাধ্যমে পরিমার্জন। এইসব রিভিশনে প্রশাসন থেকে ধার করা নির্বাচন কমিশনের অফিসার ও কর্মীরা খাটনি ও রাজনৈতিক বিতর্কের ভয়ে এড়িয়ে গিয়েছেন বাতিলের কাজ। কারো নামে আপত্তি জমা হলেও নানা তথ্যের অজুহাত তা এড়িয়ে যাওয়া হত।

এরপর পাঁচের পাতায়

ভগ্নপ্রায় গন্ধেশ্বরী ব্রিজে ঝুঁকির পারাপার

সুকান্ত কর্মকার

শুশুনিয়া নামটি পর্যটন মানচিত্রে উজ্জ্বল। এই শুশুনিয়া পাহাড়ে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের টানে সারাবছর ভিড় জমান দেশ–বিদেশের পর্যটকরা। এই শুশুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশে ছোট্ট গ্রাম শুশুনিয়া। তার শেষ প্রান্তে রয়েছে গন্ধেশ্বরী নদী। গন্ধেশ্বরী নদীর এক প্রান্তে শুশুনিয়া পাহাড় ও শুশুনিয়া গ্রাম অন্যপ্রান্তে প্রায় ১০টিরও বেশি গ্রাম। তাদের জীবন জীবিকা রুটিরুজি শুশুনিয়া পাহাড়কে কেন্দ্র করেই। তাই শুশুনিয়া পাহাড় সংলগ্ন অঞ্চলে আসতে হলে নদীর উপর বাম আমলে তৈরি হওয়া ভগ্নপ্রায় ব্রিজের উপর দিয়েই নিত্যদিন যাতায়াত করতে হয়। দীর্ঘদিনের পুরনো ব্রিজের উপরিভাগ সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে। প্রতিবছরই বর্ষায় ব্রীজের উপর দিয়ে বয়ে চলে জল। তখন সম্পূর্ণভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির। ব্রীজের বিভিন্ন অংশে ধরেছে ফাটল। প্রশাসনের তরফে ব্রিজের দুই প্রান্তে লাগানো হয়েছে সতর্কতার বিজ্ঞপ্তি। কিন্তু সেই নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চলছে ভারী যানবাহনের দেদার

যাতায়াত। একপ্রকার বাধ্য হয়েই সাধারণ মানুষকে বিপদজনক এই সেতুর উপর দিয়ে নিত্য যাতায়াত করতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীরা বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সবজি ব্যবসায়ী জানান, জীবনের ঝুঁকি নিয়েই আমাদের বর্ষার সময়ও যাতায়াত করতে হয় এই ব্রিজ দিয়ে, প্রশাসনের নজর দেওয়া প্রয়োজন। কতদিন এভাবে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকবে? শুশুনিয়া পাহাড়ের মত পর্যটনকেন্দ্রের গ্রামের প্রতি প্রশাসনের এই অবহেলা আর কতদিন? কতদিন আর এভাবেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হবে মানুষকে? কবে মেরামত হবে ব্রিজ? প্রশ্নের উত্তর নেই কারোর কাছেই। সমাধানের আশায় প্রহর গুনছেন শুশুনিয়া গ্রাম সহ পার্শ্ববর্তী ১০টি গ্রামের মানুষজন।

ইংরাজি মাধ্যমের চাপে দিশেহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়

অভীক মিত্র

কয়েকবছর ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে গ্রামের রাস্তাতেও ইংলিশ মিডিয়ামের শিশুদের নিয়ে যাওয়া আসা স্কুল ভ্যান বা টোটো। নার্সারি থেকে উচ্চ শিক্ষায় ভালো স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়ানোর আগ্রহ বাড়ছে, কমছে গ্রামের সরকারি স্কুলে পড়ুয়াদের সংখ্যা। ফলে পড়ুয়ার অভাবে ধুঁকছে বীরভূম জেলার বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়। এমনি অভিযোগ উঠছে। শহর থেকে গ্রামে সারা বাংলা জুড়ে ব্যাঙের ছাতার মত বেসরকারি স্কুলের রমরমা কারবার চলছে।

রাজ্যে সরকারি চাকরি নেই ফলে অনেক শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়ে চাকরি না পেয়ে এই পথ বেছে নিয়েছে। অনেক অভিভাবকের বক্তব্য, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ১৫ বছর আগে যেভাবে পঠনপাঠন চলতো এখন সেইভাবে চলে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি টিফিনে মিড–ডে–মিল খাওয়ার পর ছুটি হয়ে যায়। ফলে গ্রামের অনেক অভিভাবক বলছে সরকারি স্কুলে মিড–ডে–মিল খাওয়া ছাড়া পড়াশুনা হয় না, ফলে তাদের শিশুদের বেসরকারি নার্সারি ও প্রাথমিকস্তরে ভর্তি করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক যুবক বলে, রাজ্যে বহু বছর ধরে শিক্ষক নিয়োগ নেই।

এরপর পাঁচের পাতায়

বাসন্তীতে কেন্দ্রীয় টিমের পরিদর্শন

সুভাষ চন্দ্র দাশ: ২৫ জুলাই দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী ব্লকের চুনাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতে কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে ভিজিট করলেন এনএলএমের কেন্দ্রীয় দুই সদস্যের দল। এদিন কেন্দ্রীয় টিমের সদস্যরা ১০০ দিনের কাজ খতিয়ে দেখেন এবং যে সমস্ত জব কার্ডের বেনিফিসিয়ারি ১০০ দিনের কাজ করেছিলেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় যে সমস্ত বেনিফিসিয়ারি ঘর পেয়েছে সেই ঘর দেখতে এবং বেনিফিসিয়ারি সঙ্গে কথা বলেন কেন্দ্রীয় টিমের সদস্যরা। এ বিষয়ে বাসন্তী বিডিও সঞ্জীব সরকার বলেন, জাতীয় মনিটরিং মিশনের ২ সদস্যের টিম বাসন্তী ব্লকের পঞ্চায়েতগুলিতে ভিজিট করছেন। বিশেষ করে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখছে তাঁরা। ইতিমধ্যে আমঝাড়া ও চুনাখালি গ্রাম পঞ্চায়েত ভিজিট করেছেন কেন্দ্রীয় টিমের সদস্যরা। চুনাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নরেশ চন্দ্র নস্কর বলেন, কেন্দ্রীয় টিমের সদস্যরা চুনাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে শুক্রবার দুপুরে হাজীর হয়েছিলেন। তাঁরা ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখেন।

আলিপুর বার্তার খবরের জের

গ্রন্থাগার দপ্তরের বৈষম্যে তৎপর অতিরিক্ত জেলাশাসক

কুনাল মালিক

গত সংখ্যায় আমাদের পত্রিকায় 'সমস্যায় জেরবার পূজালী পাঠাগার' শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সংবাদে লেখা হয়েছিল, গোপন সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সহযোগীরা প্রত্যেকের দুটো কিংবা তিনটে লাইব্রেরীতে অ্যাডিশনাল ডিউটি করছেন। কিন্তু ৪জন এমন ব্যক্তি আছেন যারা একটা করে লাইব্রেরীতে কাজ করছেন। এই নিয়ে গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। সেই ৪জন ব্যক্তি হলেন বিবেকানন্দ খাঁ, সুপ্রিয় পাল, পুষ্পেন্দুশেখর নস্কর, শীতল মণ্ডল। এছাড়াও একজন গ্রুপ ডি আছেন তিনি হলেন প্রকাশ দাস। তিনি আমতলার গ্রামীণ গ্রন্থাগারে কেবলমাত্র কাজ করেন। তারই সমপদ মর্যাদার নাজমুস শায়াদাত শেখ ৩টি লাইব্রেরীতে ডিউটি করছেন শারীরিক অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও। এগুলো যত কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে তারা ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন। কেন এই বৈষম্য?

বিষয়টি আমরা পত্রিকার পক্ষ থেকে জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) ভাস্কর পালকে জানিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে তিনি অবশ্যই পদক্ষেপ নেবেন। জানা গেল অতিরিক্ত জেলাশাসক ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে তৎপর হয়েছেন এবং জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিককে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে বলেছেন। প্রসঙ্গতম, এর আগে যখন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক ছিলেন সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গ্রন্থাগার পরিষেবা কার্যত ভেঙে পড়েছিল। অনেক গ্রন্থাগারের পরিকাঠামো ক্রমশ ধ্বংসের দিকে যাচ্ছিল। সেই পরিস্থিতির অনেকটাই এখন উন্নতি হয়েছে। দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা অনেক গ্রন্থাগার বর্তমানে খুলে গিয়েছে। অনেক গ্রন্থাগারের পরিকাঠামো যেটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সেগুলো আবার সংস্কার করা শুরু হয়েছে। অনেক জেলা গ্রন্থাগারের জন্য কর্মীও নিয়োগ করা হয়েছে এবং জানা যাচ্ছে আগামীদিনে আরও কর্মী নিয়োগ করা হবে। প্রসঙ্গত, জেলা গ্রন্থাগার দপ্তর দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) ভাস্কর পাল। মাননীয় অতিরিক্ত জেলাশাসক এ ব্যাপারে তৎপর হওয়ায় গ্রন্থাগার পরিসেবার হাল আগের থেকে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

বিলুপ্তির পথে নিকাশির অন্যতম মাধ্যম চালুন্দিয়া নদী

একসময় নদিয়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ইছামতী, যমুনা, বিদ্যাধরী, লাবণ্যময়ী প্রভৃতি নদী তাদের শাখা–প্রশাখা নিয়ে যেমন বহমান ছিল, তেমনই আঞ্চলিক অর্থনীতি ও সমাজ জীবনে তাদের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। তাদের এখন অবস্থা কেমন? ধারাবাহিক প্রতিবেদনে সে কথাই জানাচ্ছেন

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ মহকুমার গোপাল নগরের কাঁচিকাটায় ইছামতি নদী থেকে চালুন্দিয়া নদীর জন্ম। ১৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে নদীটি প্রায় ৩০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এটি স্বরূপনগরের চারঘাটের কাছে যমুনা নদীতে মিশেছে।

মৃতপ্রায় এই নদীর গতিপথের প্রায় ৭ লক্ষ মানুষ বর্তমানে বসবাস করেন। চাঁদপাড়া ঠাকুরনগর এলাকার সড়কের উপরে একটি কালভার্টের নিচে বর্তমানে চালুন্দিয়ার অস্তিত্ব জানান দেয়। এছাড়া চাঁদপাড়া রেল সেতুর নিচ দিয়ে এবং রেল লাইনের ধার বরাবর নদীখাতে ঘরবাড়ি এই নদীর অস্তিত্ব আজও বহন করে। গাইঘাটা এলাকার গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ নিকাশির অন্যতম মাধ্যম চালুন্দিয়া নদীর উপর জমি দখল করে বাড়িঘর তৈরি হওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। ভেঙে পড়েছে সেচ ও নিকাশি ব্যবস্থাও।

স্থানীয় ইতিহাস গবেষক ও সাহিত্যিক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে বলেন, 'এক সময় চালুন্দিয়া নদী এতটাই প্রশস্ত ছিল যে পার হতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হত। সেই কারণে যারা নদী পারাপারে যুক্ত ছিলেন তারা নৌকায় চাল আর হাঁড়ি নিয়ে উঠতেন, রান্না করে খাওয়ার প্রয়োজনে। সেই জন্যই নদীর নামকরণ হয়েছে চালুন্দিয়া নদী। নদী খাত পরিবর্তন করে যে বিল বাঁওড়ের সৃষ্টি হয়েছে তার নাম চালুন্দিয়া বিল। গোবরডাঙার গৈপুরের পূর্ব দক্ষিণ প্রান্তে ও জমিদার বাড়ির উত্তর প্রান্তের বিলটি হল চালুন্দিয়া বিল। এই বিল থেকে বেরিয়ে একটি ছোট জল প্রবাহ বর্তমান গোবরডাঙা–গাইঘাটা রাস্তার তলা দিয়ে গিয়ে যমুনা নদীতে মিশেছে। এই ধারাই চালুন্দিয়া খাল।'

ওয়েস্ট বেঙ্গল ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট–এর বিবরণী থেকে জানা যায়, উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ মহকুমার ১৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৪৫ টি বিল, তিনটি বাঁওড়, ৪টি দহ, ৫টি দ্বীপ নিয়ে চালুন্দিয়া নদী। গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়া গলাকাটা ব্রিজ থেকে পশ্চিমে একটি ধারা বকচরার মধ্যে দিয়ে গাইঘাটার কাছে যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। গত বছরেও চাঁদপাড়ার কাছে চালুন্দিয়া নদীর একটি জলাশয় ভরাটকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষ দীর্ঘ

আন্দোলন করেছিলেন। এভাবেই বহু নদীর অস্তিত্বই হারিয়ে যাচ্ছে কালের ভ্রুকুটিতে। বর্ষাকালে এই নদীর বিপুল জলরাশি চাঁদপাড়া রেলপোলের নিচে দিয়ে এগিয়ে ঢাকুরিয়া, সোনাটিকারি, ছেকাটি, ধানকুনি, ঢেওপুর মলয়পুর, সিংজেলি, পাটকেল পোতা, রাজবাড়ি পাশে যমুনার ধারার সঙ্গে মিশে বলশালী হয়ে নাগবাড়ি, পূর্ব বারাসাত, পাঁচপোতা–গোবরডাঙ্গা রোডের হরিশুঁড়ির ব্রিজ(বলদেঘাটা ব্রিজ) পেরিয়ে সোজা চারঘাটের মুখে যমুনার সঙ্গে মিশেছে।

১৯১৯ সালের একটি মানচিত্রে চালুন্দিয়া নদীর গতিপথের উল্লেখ রয়েছে। তারপর ১৯ ৫৪ সালের চালুন্দিয়াকে প্লট করে দেখানো হয়েছে। পরবর্তী সময়ে চালুন্দিয়াকে খাল হিসেবে দেখানো হয়েছে। এভাবেই চালুন্দিয়ার বেশিরভাগ অংশকেই নদী বা খালের পরিচয় থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আর এস এবং এল আর রেকর্ডে চালুন্দিয়া নদী তো দূরের কথা খাল বা বিল কিংবা জলাশয় হিসেবেও নথিভুক্ত নেই।

তবে গাইঘাটার সুঁটিয়া অঞ্চলের মধুসূদনকাটিতে চালুন্দিয়ার পরিত্যক্ত হাতের চিহ্ন আজও দেখা যায়। সুতরাং অতিবর্ষায় এলাকা ভাসলেও কিংবা চাষবাসের ক্ষয়ক্ষতি হলেও নদী সংস্কারে সরকারের কোন হেলদোল নেই বললেই চলে। এলাকার মানুষের দাবি, এইসব নদী সংস্কার করে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপন ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

অর্থনীতি

বাজার উপরে যাওয়ার জন্য তৈরি

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে শেয়ারবাজার সংক্রান্ত লেখায় আমরা উল্লেখ করেছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি এর রেঞ্জ ২৫৫০০ থেকে ২৪৫০০ এর মধ্যে হবার সম্ভাবনা। ২৩ জুলাই বাজার ২৫১৬০–তে চলছে। আগামী সপ্তাহে বাজার উপরের দিকে ২৫৫০০ লেভেলকে স্পর্শ করা সম্ভাবনা রয়েছে এবং নিচের দিকে ২৪৮০০ এই লেভেল ভালো সাপোর্ট হিসেবে কাজ করছে। রিলায়েন্সের রেজাল্ট ভালো না হওয়ার সত্বেও বাজারের যে এই তেজী ভাব দেখা যাচ্ছে তার কারণ হল ব্যঙ্কিং সেক্টর। এই সপ্তাহে ব্যঙ্কিং সেক্টর বাজার কি উপরের দিকে নিয়ে যাওয়ার দিকে নয় বরং বলা ভালো বাজারকে পতন থেকে রক্ষা করেছে। যেহেতু এখন বিভিন্ন কোম্পানি রেজাল্ট বেরোচ্ছে কাজেই বাজারের নজর সেই দিকে রয়েছে। তবে বিশ্ববাজারে আমেরিকা ও ব্রিটেনের সঙ্গে কেমন চুক্তি হয় সেই দরকষাকষির দিকেও বাজারের নজর রয়েছে। ভারত যেমন চাপ দিচ্ছে ইস্পাত ও গাড়ি শিল্পে আমেরিকার প্রোডাক্টে যেন শুল্ক কম থাকে তেমনি আমেরিকাও চাইছে কৃষি ও দুগ্ধজাতক পণ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করতে। মধ্যপ্রাচ্য স্থিতাবস্থা ও কাঁচা তেলের দাম কম থাকা একটা ভালো লক্ষণ। মুদ্রাস্ফীতি অনেকটা নিয়ন্ত্রিত, যেটুকু খারাপ দেখা গেছে সেটা আইটি সেক্টরের রেজাল্টে। তবে সর্বোপরি বাজার যে উপরের দিকে তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই।

জেনে রাখা দরকার

দক্ষিণ আমেরিকা

আয়তন : ১,৭৮,৬৮,০০০ বর্গ কিমি।
উচ্চতম শৃঙ্গ: অ্যাকোনকাগুয়া (আর্জেন্টিনা) (৬,৯৫৯ মি)।
গভীরতম অঞ্চল : ভালদেস পেনিনসুলা (আর্জেন্টিনা) (সমুদ্রপৃষ্ঠের নীচে ৪০ মি)।
প্রধান পর্বতশ্রেণি: আন্দেজ, ব্রাজিলিয়ান হাইল্যান্ড, গায়ানা হাইল্যান্ড।
প্রধান নদী: আমাজন, মাদেইরা, ম্যাগদালিনা, ওরিনোকো, প্যারাগুয়ে, পারানা, পিলকোমায়ো, পুরুস, সাও ফ্রান্সিসকো, উরুগুয়ে।

প্রধান উপসাগর : দারিয়েন, গুয়াকুইল, সান জর্জ, সান মাটিয়াস, ভেনেজুয়েলা।
প্রধান দ্বীপপুঞ্জ : ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ, গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ, মারাজো, তিয়েরা ডেল ফুয়েগো।
প্রধান হ্রদ : মারাকাইবো, মিরিম, পোপো, টিটিকাকা।
প্রধান মরুভূমি : আটাকামা, পাটাগোনিয়া।
প্রধান জলপ্রপাত : অ্যাঞ্জেল, ক্যুকুয়েনান।

ওশিয়ানিয়া

আয়তন : ৭৬,৯২,০০০ বর্গ কিমি।
উচ্চতম শৃঙ্গ: মাউন্ট কোসি–উসকো (২,২২৮ মি)।
গভীরতম অঞ্চল: লেক আয়ের (সমুদ্রপৃষ্ঠের নীচে ১৬ মি)।
প্রধান পর্বতশ্রেণি: অস্ট্রেলিয়ান আল্পস, ম্যাকডনেল, মাসগ্রেভ, আয়েরস রক।
প্রধান নদী: মারে, ডার্লিং।

প্রধান হ্রদ : আয়ের, টরেন্স, গার্ডিনার, ফ্রোম (এগুলি প্রাকৃতিক, বছরের অধিকাংশ সময় জল থাকেনা), আর্গাইল ও গর্ডন (কৃত্রিম)। বিশ্বের বৃহত্তম প্রবাল প্রাচীর গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ অস্ট্রেলিয়ার পর্যটনের প্রধান আকর্ষণ।

উত্তর আমেরিকা

আয়তন: ২,৪২,০৮,০০০ বর্গ কিমি।
উচ্চতম শৃঙ্গ : ম্যাকিনলে (আলাস্কা) (৬,১৯৪মি)।
গভীরতম অঞ্চল : ডেথ ভ্যালি (সমুদ্রপৃষ্ঠের নীচে ৮৬ মি)।
প্রধান পর্বতশ্রেণি: আলাস্কা, অ্যাপালেশিয়ান, ক্যাসকেড, কোস্ট, রকি, সিয়েরা মাদ্রি, সিয়েরা নেভাদা।
প্রধান নদী: আরকানসাস, কলোরাডো, কলম্বিয়া, ফ্রাসের, ম্যাকেঞ্জি, মিসিসিপি, মিসৌরি, নেলসন, ওহিয়ো, রিও গ্রেন্ডে, সেন্ট লরেন্স, ইউকোন।

প্রধান হ্রদ : আথাবাস্কা, এরি, গ্রেট বিয়ার, গ্রেট সল্ট, গ্রেট স্লাভ, হুরন, মিশিগান, অন্টারিও, সুপিরিয়র, উইনিপেগ।
প্রধান মরুভূমি: চিহুয়াহুন, কলোরাডো, গ্রেট বেসিন, মোজাভে, পেন্টেড, সোনোরান, ভিজকাইনো, য়ুমা।
প্রধান জলপ্রপাত: নায়াগ্রা, রিবন, সিলভার স্ট্যান্ড, টাকাকাও, ইয়োসেমিটে।
প্রধান দ্বীপপুঞ্জ: কিউবা, গ্রিনল্যান্ড, হিসপানিওলা, জামাইকা, নিউফাউন্ডল্যান্ড, পুয়ের্তো রিকো, ভ্যাঙ্কুভার।

আন্টার্কটিকা

আয়তন : ১,৪০,০০,০০০ বর্গ কিমি।
সর্বোচ্চ দূরত্ব : ৫,৫৫০ কিমি, **উপকূল রেখা:** ৩১,৯০০ কিমি।
উচ্চতম শৃঙ্গ: ভিনসন ম্যাসিফ (৫,১৪০ মি)।

গভীরতম অঞ্চল: সমুদ্রপৃষ্ঠ।
প্রধান পর্বতশ্রেণি: প্রিন্স চার্লস, এলসওয়ার্থ, আন্টার্কটিক পেনিনসুলা, ট্রান্সআন্টার্কটিক, হুইটমোর।
প্রধান হিমবাহ : বেডমোর, ল্যাম্বার্ট, বেনিক, সাপোর্ট ফোর্স।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

২৬ জুলাই– ০১ আগষ্ট, ২০২৫

মেষ রাশি : এই সপ্তাহে আর্থিক বিষয়ে সাবধানতার সাথে সিদ্ধান্ত নিন। আপনার পেশাগত জীবনে একটি ভালো ভাবমূর্তি বজায় রাখুন। সপ্তাহটি শিক্ষার্থীদের জন্য ভাগ্যবান হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আপনি অসাধারণ সাফল্য পাবেন। কিছু লোক বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা কোনও বিশেষ ব্যক্তির প্রতি আগ্রহী হতে পারেন।

বৃষ রাশি : এই সপ্তাহে আপনি আর্থিক বিষয়ে ভাগ্যবান হবেন। ব্যবসায় অসাধারণ লাভ হবে। আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে। আয়ের নতুন উৎস থেকে অর্থ আসবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। পারিবারিক জীবন সুখী হবে। আপনি একটি আনন্দদায়ক ভ্রমণ উপভোগ করবেন। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে রোমান্টিক মুহূর্ত উপভোগ করবেন।

মিথুন রাশি : এই সপ্তাহে আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করুন। আপনার ক্যারিয়ারে উন্নতির অনেক সুযোগ আসবে। পারিবারিক জীবনে ছোটখাটো সমস্যা হবে। পরিবারের সদস্যদের সাথে আদর্শিক মতপার্থক্য হতে পারে। কথোপকথনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করুন। কিছু লোক শৈশবের স্মৃতি পেতে পারে। আপনি পুরানো বন্ধুদের সাথে দেখা করবেন, যা আপনাকে খুশি রাখবে। প্রেম জীবনও ভালো থাকবে। আপনার সঙ্গীর সাথে মানসিক বন্ধন দৃঢ় হবে।

কর্কট রাশি : এই সপ্তাহটি আপনার জন্য মিশ্র ফলাফল বয়ে আনবে। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে। আপনি একটি চ্যালেঞ্জিং কাজের দায়িত্ব পাবেন। অবিবাহিতদের প্রেম জীবনে কোনও বিশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারেন। পারিবারিক জীবনের সমস্যা সমাধান হবে। আপনি আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহী হবেন। আপনি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবেন। ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। রোমান্টিক জীবনে প্রেম এবং রোমান্স বৃদ্ধি পাবে।

সিংহ রাশি : এই সপ্তাহে, আপনি আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন। পারিবারিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকুন। আপনার ছোট ভাইবোনদের কাছ থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। ছুটির পরিকল্পনা করার জন্য এই সপ্তাহটি ভালো হতে চলেছে। বিরোধীরা আপনার পেশাগত জীবনে সক্রিয় হতে পারে। আপনার কাজে মনোনিবেশ করুন। অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়িয়ে চলুন। আপনার সঙ্গীর সাথে সময় কাটান।

কন্যা রাশি : এই সপ্তাহে আর্থিক বিষয়ে সাবধানতার সাথে সিদ্ধান্ত নিন। অতীত নিয়ে খুব বেশি চাপ নেবেন না। চাকরি ও ব্যবসায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ থাকতে পারে। আজ আপনি প্রিয়জনদের কাছ থেকে ভালোবাসা এবং সমর্থন পেতে পারেন। পেশাগত জীবনে অগ্রগতির জন্য আপনি অনেক সুবর্ণ সুযোগ পাবেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের প্রেম জীবনে আকর্ষণীয় প্রবেশ পেতে পারেন। দীর্ঘ যাত্রার সম্ভাবনা থাকবে। শিক্ষামূলক কাজে নতুন সাফল্য অর্জিত হবে।

তুলা রাশি : এই সপ্তাহে আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি আরও মনোযোগ দিতে হবে। আয়ের অনেক উৎস থেকে অর্থ আসবে। উদ্যোক্তারা ছোটখাটো সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। পারিবারিক জীবনের সমস্যাগুলি বুদ্ধিমানের সাথে মোকাবেলা করুন। চাকরিজীবীদের কাজের জন্য ভ্রমণ করতে হতে পারে। আজ পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে। প্রেমের জীবনে আপনি অনেক চমক পাবেন। সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে।

বৃশ্চিক রাশি : এই সপ্তাহটি বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য শুভ হবে। পুরনো বিনিয়োগ ভালো রিটার্ন দেবে। বাধা বিপত্তি দূর হবে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ সফল হবে। পারিবারিক জীবনে শান্তি ও সুখ থাকবে। কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার সাহায্যে শিক্ষামূলক কাজে দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন পাবেন। কথোপকথনের মাধ্যমে প্রেম জীবনের সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করুন। সঙ্গীর সাথে অনুভূতি ভাগ করে নিন এবং সম্পর্কের বন্ধনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করুন।

ধনু রাশি : এই সপ্তাহটি নতুন গাড়ি বা যানবাহন কেনার জন্য দুর্দান্ত হতে চলেছে। আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে আপনি প্রচুর সম্মান পাবেন। পারিবারিক জীবন সুখের হবে। কাজের সাথে সম্পর্কিত ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে। শিক্ষামূলক কাজে অসাবধান হবেন না। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা উচিত।

মকর রাশি : এই সপ্তাহে আপনি শিক্ষামূলক কাজে দুর্দান্ত সাফল্য পাবেন। জীবনে শক্তি এবং উৎসাহের পরিবেশ থাকবে। নতুন কাজ শুরু করার জন্য এই সপ্তাহটি দুর্দান্ত হবে। কাছের কারও কাছ থেকে ভালো পরামর্শ পেতে পারেন। চাকরি এবং ব্যবসায় পরিবেশ অনুকূল থাকবে। পরিবারের সাথে সময় কাটানোর এবং মজাদার মুহূর্ত উপভোগ করুন।

কুম্ভ রাশি : এই সপ্তাহে, কুম্ভ রাশির জাতকদের কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা টাকা আপনি ফেরত পাবেন। আপনি বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের সাথে পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। কাজের সাথে সম্পর্কিত ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে। নতুন সম্পত্তি কেনার সম্ভাবনা থাকবে। আর্থিক বিষয়ে সাবধানতার সাথে সিদ্ধান্ত নিন। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। আপনার সঙ্গীর সাথে একটি রোমান্টিক ডেটের পরিকল্পনা করতে পারেন।

মীন রাশি : এই সপ্তাহে মীন রাশির জাতকদের আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে। আপনি পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারেন। শিক্ষার্থীদের বিদেশে পড়াশোনা করার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। আপনার জীবনযাত্রার দিকে মনোযোগ দিন। প্রতিদিন যোগব্যায়াম এবং ধ্যান করুন। পরিবারের সাথে মানসম্পন্ন সময় কাটান। চাপ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করুন। প্রেমের জীবনে নতুন জিনিস অন্বেষণ করুন।

দিল্লি সাব–অর্ডিনেট সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ডের মাধ্যমে ২,১০৯ শিক্ষক ও ওয়ার্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি : দিল্লি সরকারের অধীন সংস্থা দিল্লি সাব–অর্ডিনেট সার্ভিসেস সিলেকশন বার্ড পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার পদে ২,১০৯ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদে আবেদনের যোগ্য।

পোস্ট কোড 01/25, ম্যালেরিয়া ইন্সপেক্টর: মাধ্যমিক পাশরা স্যানিটরি ইন্সপেক্টর বা, ম্যালেরিয়া ইন্সপেক্টরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে যোগ্য। মশা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৩৫,৪০০–১;১২৪০০ টাকা। শূন্যপদ : ৩৭টি (জেনাঃ ১৮. ও.বি.সি.৯, তঃজাঃ৫, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডজ্জ্.এস. ৩)।

পোস্ট কোড 02/25, আয়ুর্বেদিক ফার্মাসিস্ট: মাধ্যমিক পাশরা তা আয়ুর্বেদিক কম্পাউন্ডারে ট্রেন্ড থাকলে যোগ্য। আয়ুর্বেদিক ফার্মাসি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে ২ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২৯,২০০–৯২,৩০০ টাকা। শূন্যপদ: ৮টি (জেনাঃ৩, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১, ইডব্লু.এস. ১)।

পোস্ট কোড 05/25, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার ইংলিশ (মেল): মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে ইংরেজির মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেরা বি.এড. কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বি.এ. বি.এড., বি.এসসি. বি.এড. বা, ৩ বছরের বি.এড. এম.এড. কোর্স পাশরাও যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে ৪৭,৬০০–১,৫১,১০০ টাকা। শূন্যপদ : ৬৪টি (জেনাঃ ৪৬, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ৯, ই.ডব্লু.এস. ৭)। **পোস্ট কোড 06/25, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার ইংলিশ (ফিমেল):** মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে ইংরেজির মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশ মহিলারা বি.এড. কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বি.এ. বি.এড., বি.এসসি. বি.এড. বা. ৩ বছরের বি.এড. –এম.এড. কোর্স পাশরাও যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৪৭,৬০০–১,৫১,১০০ টাকা। শূন্যপদ: ২৯টি (জেনাঃ ১২, ও.বি.সি. ১২, ই.ডব্লু.এস. ৫)।

পোস্ট কোড 07/25, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার –সংস্কৃত (মেল): মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে সংস্কৃত বিষয়ের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেরা বি.এড. কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বি.এ. বি.এড., বি.এসসি. বি.এড. বা, ৩ বছরের বি.এড.–এম.এড. কোর্স পাশরাও যোগ্য। বয়স – হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৪৭,৬০০–১,৫১,১০০ টাকা। শূন্যপদ: ৬টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ২)। **পোস্ট কোড 08/25, পোসট গ্র্যাজুয়েট টিচার সংস্কৃত (ফিমেল):** মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে সংস্কৃত বিষয়ের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশ মহিলারা বি.এড. কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বি.এ. বি.এড., বি.এসসি. বি.এড. বা, ৩ বছরের বি.এড. এম.এড. কোর্স পাশরাও যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৪৭,৬০০–১,৫১,১০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৯টি (জেনাঃ ১৩, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ইব্র.এস. ১)।

পোস্ট কোড 10/25 : পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার অ্যাগ্রিকালচার (মেল) : মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে অ্যাগ্রিকালচার বিষয়ের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেরা বি.এড. কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বি.এ. বি.এড., বি.এসসি. বি.এড. বা, ৩ বছরের বি.এড.–এম.এড. কোর্স পাশরাও যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৪৭,৬০০–১,৫১,১০০ টাকা। শূন্যপদ : ৫টি (জেনাঃ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ১, ইব.এস. ১)।

পোস্ট কোড 11/25, ডোমেস্টিক সায়েন্স টিচার: ডোমেস্টিক সায়েন্স বা, হোম সায়েন্সের ডিগ্রি কোর্স পাশরা ডোমেস্টিক সায়েন্স বা, হোম সায়েন্সের বি.এড. কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৪৪,৯০০–১,৪২,৪০০ টাকা। শূন্যপদ: ২৬টি (জেনাঃ ৮, ও.বি.সি. ৯, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ১.ই.ডব্লু.এস. ৩)।

পোস্ট কোড 12/25, অ্যাসিস্ট্যান্ট: (অপারেশন থিয়েটার/ সি.টি.এস.,/ নিউরো সার্জারি/ গ্যাস্ট্রো সার্জারি, সি.এস.এস.ডি. অ্যানাস্থেশিয়া/ গ্যাস প্ল্যান্ট/ অ্যানাস্থেশিয়া ওয়ার্কশপ/ আই.সি.ইউ সার্জিক্যাল/ রেজুসসিটেশন): বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে মাধ্যমিক পাশরা কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অপারেশন রুম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ১৯,৯০০–৬৩,২০০ টাকা। শূন্যপদ: ১২০টি (জেনাঃ ৫১, ও.বি. সি. ৩২, তঃজাঃ ১৭, তঃউঃজাঃ ৯, ই.ডব.এস. ১১)।

পোস্ট কোড 13/25, টেকনিশিয়ান: (অপারেশন থিয়েটার/ সি.টি.এস.,/ ব্লিউরো সার্জারি/ গ্যাস্ট্রো সার্জারি, সি.এস.এস.ডি./ অ্যানাস্থেশিয়া/ গ্যাস প্ল্যান্ট/ অ্যানাস্থেশিয়া ওয়ার্কশপ/ আই.সি.ইউ সার্জিক্যাল/ রেজুসসিটেশন): বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে মাধ্যমিক পাশরা কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অপারেশন রুম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স পাশ হলে যোগা। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ও.টি. অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে অন্তত ৫ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা। শূন্যপদ: ৭০টি (জেনাঃ ৩০, ও.বি.সি. ১৮, তঃজাঃ ১০, তঃউঃজাঃ ৫, ই.ড.এস. ৭)।

পোস্ট কোড 14/25: ফার্মাসিস্ট (আয়ুর্বেদ): মাধ্যমিক পাশরা আপভেধ, ভেষজ কল্পক–এর ২ বছরের ট্রেনিং করে থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২৯,২০০–৯২,৩০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৯টি (জেনাঃ ১২, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ২)।

পোস্ট কোড 15/25: ওয়ার্ডার (মেল): যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেরা যোগ্য। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৭০ সেমি, বুকের ছাতি না–ফুলিয়ে ৮১ সেমি থেকে ৮৫ সেমি আর অন্তত ৫ সেমি ফোলানোর দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২১,৭০০–৬৯,১০০ টাকা। শূন্যপদ : ১,৬৭৬টি (জেনাঃ ৬৮০, ও.বি.সি. ৪৫২, তঃজাঃ ২৫২. তঃউঃছাঃ ১২৫ ইসুর এ ১৬৭)।

পোস্ট কোড 16/25, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান : কেমিস্ট্রি নিয়ে সায়েন্স শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশরা কোনো কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে অন্তত ২ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২৯,২০০–৯২,৩০০ টাকা। শূন্যপদ: ৩০টি (জেনাঃ ১৩, ও.বি.সি. ৮, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডবু.এস. ৩)।

ওপরের সব পদের বেলায় বয়স গুণতে হবে ৭–৮–২০২৫–এর হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ (ও.বি.সি. হলে ১৩, তপশিলী হলে ১৫) বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। বিজ্ঞপ্তি নং: 01/2025.

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে দুটি সেকশনে। প্রথম সেকশনে থাকবে ১০০ নম্বর। প্রশ্ন হবে মেন্টাল এবিলিটি অ্যান্ড রিজনিং এবিলিটি, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যান্ড কমপ্রিহেনশন, হিন্দি ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যান্ড কমপ্রিহেনশন, নিউমেরিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড অ্যান্ড ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন এইসব বিষয়ে। দ্বিতীয় সেকশনে থাকবে ২০০ নম্বর। প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর অবজেক্টিভটাইপের। নেগেটিভ মার্কিং: ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্তনম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা যাবে। সময় থাকবে ৩ ঘন্টা।

পরীক্ষা সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.dsssb.delhi.govt.in সফল হলে স্কিল টেস্ট। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৭ আগস্ট পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: http://dsssbonline.nic.in, www://dsssb.delhigovt.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। প্রথমে পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলে নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে ও সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। এবার ফী পেমেন্ট চালান প্রিন্ট করে নেবেন। তখন পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা অনলাইনে দিতে হবে। তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না। এবার স্ক্যান করা যাবতীয় প্রমাণপত্র আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

শরীর নিয়ে নানা কথা

অসামান্য ঋতুচক্র সমস্যার প্রাকৃতিক সমাধান দিচ্ছে আয়ুর্বেদ

সোমনাথ পাল, কলকাতা: অনিয়মিত ঋতুচক্রে ভুগছেন এমন মহিলাদের জন্য আয়ুর্বেদ একটি প্রাকৃতিক ও কার্যকর সমাধান হতে পারে বলে জানিয়েছেন স্বনামধন্য আয়ুর্বেদাচার্য এবং পরম্পরা আয়ুর্বেদিক ওয়েলনেস সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ দেবব্রত সেন। তিনি একটি শতাব্দী প্রাচীন আয়ুর্বেদ পরিবারের উত্তরসূরি। তিনি বলেন, 'অনিয়মিত ঋতুচক্র শুধুই একটি ছোট সমস্যা নয় এটি শরীরের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্যহীনতার ইঙ্গিত।' আয়ুর্বেদ হরমোনের ভারসাম্যহীনতা, স্ট্রেস বা পিসিওএসের মতো সমস্যার মূল ভেষজগুলি হরমোন নিয়ন্ত্রণ, হজম উন্নত ও ঋতুচক্র স্বাভাবিক করতে সহায়তা করে। আয়ুর্বেদ নিয়ে আসে আমাদের জীবনধারার পরিবর্তন যেমন– যোগব্যায়াম, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ এবং সত্বিক খাদ্যাভ্যাসকে উৎসাহিত করে।

তিনি প্রশিক্ষণবিহীনদের দ্বারা আয়ুর্বেদের অপব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং সাধারণ মানুষকে প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার অনুরোধ করেন। 'আয়ুর্বেদ কোনও ট্রেন্ড নয় এটি প্রাচীন ভারতের একটি বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতি।' তিনি বলেন,

কারণ খুঁজে সমাধান করে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই। 'প্রতিটি নারী আলাদা, তাই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাও একান্তভাবে ব্যাক্তিকেন্দ্রিক, এই চিকিৎসায় আশোক, শতাবরী, লোধ্রা ও ত্রিফলার মতো প্রাচীন ঔষধি ভেষজের মাধ্যমে উপকার পেয়েছেন বহু মহিলা, এই হরমোনাল ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মাঝে বহু নারী আয়ুর্বেদিক সমাধানের দিকে ঝুঁকছেন। '৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে অনেকেই নিয়মিত ঋতুচক্র, পরিষ্কার ত্বক, অধিক শক্তি ও উর্বরতা বৃদ্ধি অনুভব করেন,' বলেন ডঃ সেন।

শব্দবার্তা ৩৫৩

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। যুদ্ধবিরতি ৪। এক রাজা ৫। কোলাহল ৭। ঘনিষ্ঠ মেলামেশা বা বন্ধুত্ব ৯। লোকজন ১০। সহজে হজম হয় এমন

উপর–নীচ

১। বহিরাগত ২। সপ্তপাতালের নিম্নতমাটি ৩। দেমাক ৬। লজ্জার উৎপাদক ৭। সাঙ্গোপাঙ্গ ৮। ব্যাঙের ডাক

সমাধান : ৩৫২

পাশাপাশি : ১। অনুপ ৩। কানহা ৫। রমজান ৬। আশা ৭। নবরত্ন ৯। মতান্তর ১৩। থাকসার ১৪। নামতা ১৫। সমতা
উপর–নীচ : ১। অভিধান ২। পরস্পর ৩। কান ৪। হামেশা ৬। আদ্যন্ত ৮। বউদি ১০। তামরস ১১। রসিকতা ১২। গণনা ১৩। খাতা

কেএমসি'র উদ্যোগে হাতের কাজের প্রশিক্ষণ চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা পৌরসংস্থার সামাজিক সহায়তা দপ্তরের অধীনে ২০১৯ সালে তৈরি হয় 'এরিয়া লেভেল ফেডারেশন'। এই ফেডারেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন বেশ কিছু মহিলাকে সেলাই, ফিজিওথেরাপি, বিউটিসিয়ান ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এমনকী পুরুষ ও মহিলাদের গাড়ি চালনার প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। প্রচুর মহিলা বিভিন্ন সময়ে সেলাই মেশিন, বিউটিসিয়ান কিট এবং ফিজিওথেরাপির চাকরিও পায়। এখনও পর্যন্ত ১৫টি গোষ্ঠীর ৪০০টি পরিবারটি উপকৃত

হয়েছে। একসময় এটি খুবই জনপ্রিয় কার্যকর ছিল। কলকাতা পৌরসংস্থার ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি তপন দাশগুপ্তর প্রস্তাব এরকম স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে নিজ পায়ে দাঁড়াতে উপযুক্ত পদক্ষেপ ও সহায়তা করার কী ভাবনা রয়েছে? এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ইলেক্ট্রিশিয়ান, মাল্টিমিডিয়া, সেলাই, ফুড প্রেসেসিং, গাড়ি চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ বর্তমানে জারি আছে।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুরের সামালিতে আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনার জন্য মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

রাস্তা সারাইয়ের দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ

উত্তম কর্মকার : দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলপি বিধানসভার রামকৃষ্ণপুর অঞ্চলের মেনাপুর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তার বেহাল দশা। বর্ষা আসতেই সেই রাস্তায় কঙ্কালসার চেহারা ধারণ করেছে। খানাখন্দে ভরে রয়েছে রাস্তা, এই রাস্তার ওপর দিয়েই প্রতিদিনই স্কুল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি এলাকার মানুষের যাতায়াত করে। যে কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে বড়সড় শুরু করে বিধায়ক, ব্লক অফিস পর্যন্ত হাটাহাটি করেছে একাধিকবার অসুবিধার কথাও জানিয়েছে। কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। অবশেষে দিদিকে বলোতে ফোন করেও তাদের অভিযোগ জানিয়েছে বলে জানান তিনি। অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান বেহাল রাস্তার অবস্থার কথা স্বীকার করে বলেন, রাস্তাটি এমএলএ কোটায় কাজ হবে টাকাও স্যাংশন হয়েছে

দুর্ঘটনা। ওই এলাকাতেই একটি প্রাইমারি স্কুল ছাড়াও রয়েছে মাদ্রাসা ও একটি সাব সেন্টার প্রতিদিনই গর্ভবতী মা থেকে শুরু করে রোগীর পরিবারের লোকজনদের যাতায়াতের অনেকটাই অসুবিধা হয়।

ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা সিরাজ উদ্দিন মোল্লা জানায় বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান থেকে কিন্তু স্থানীয় এক মানুষের ব্যক্তিগত জায়গার সমস্যার কারণে কোন কিছুই করতে পারছেন না বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার বসাবসী ও করেছেন এমনকি বিধায়ক এসেছিলেন একাধিকবার। তারপরেও জমিজট থাকার কারণে কাজ হচ্ছে না তবে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যত শীঘ্রই সম্ভব ওই রাস্তার কাজ সম্পন্ন হবে।

জল নিকাশি বাধাপ্রাপ্ত, গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায়

তৃপ্তি রায়চৌধুরী : উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া– ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত বেড়গুম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত। এই পঞ্চায়েতের একটি মৌজায় প্রায় ২ থেকে ৩ টি গ্রামের কোথাও কোথাও বাসিন্দাদের বাড়ির মধ্যে ঢুকে গিয়েছে জল। ধান, ওল চাষের জমি কয়েকদিনের বৃষ্টিতেই জলের তলায়। যাতায়াতের রাস্তা জলমগ্ন। মাছ চাষীদের পুকুর ভেসে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কমপক্ষে দুশো থেকে আড়াইশো পরিবার। পঞ্চায়েত সমিতির তৈরী করা একটি পাড়ার যাতায়াতের রাস্তা প্রায় অর্ধেকর বেশি জলের তলায়। এটা কোন নতুন ঘটনা নয়। বর্ষার সময় এই রকমই দুর্দশার মুখোমুখি হন বাসিন্দারা। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা শিকেয় উঠেছে। মুলতঃ জল নিকাশি বাধা প্রাপ্ত হওয়ার ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ন এলাকা প্লাবিত। বর্ষাকালের তো এখনো বাকি। ইতিমধ্যেই দুর্বিসহ অবস্থার মুখোমুখি বেড়গুম–২পঞ্চায়েতের জানাপুল মৌজার গনদীপায়ণ, প্রতাপনগর, জানাপুল

এলাকার বাসিন্দারা। গ্রামবাসীরা গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, বিডিও এবং থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬৫ নম্বর বুথের জানাপুল গ্যাস গোডাউনের পাশে পঞ্চায়েত সমিতির তৈরী করা কালভার্টের একদিকে জল নিকাশি ব্যাবস্থা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলেই সমগ্র এলাকার জল বিস্তীর্ণ এলাকা ভাসিয়ে দিচ্ছে। অভিযোগ, এই কালভার্ট সংলগ্ন জমির মালিক সুধীর কুন্ডু মাটি ফেলায় এবং জল চলাচলের মুখ কিয়দংশ বন্ধ করায় গ্রামের জল আগের মত খালে গিয়ে পড়ছে না। অন্যদিকে গনদীপায়ণ বাইপাসের রাস্তায় জনৈক প্রদীপ পাল একটি ড্রেন মাটি ফেলে আটকে দেওয়ায় এই বিপত্তি।

একথা জানার পরই সরেজমিনে পরিদর্শণে আসেন হাবড়া–১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেহাল আলি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন কর্মাধ্যক্ষা অঙ্কিতা মজুমদার, বেড়গুম– ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঝুমা ঘোষ, উপ প্রধান অশোক শীল, প্রাক্তন উপ প্রধান গৌতম দেবনাথ। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেহাল আলি স্থানীয় বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করেন। বলেন,'জল নিকাশি ব্যবস্থার বিঘ্ন ঘটলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।চাষীরা কোনো প্রতিকূলতার মধ্যে পড়লে তাদের পাশে থাকাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব।' রাস্তা তৈরীর ব্যাপারে প্রধান ঝুমা ঘোষ বলেন,'আমরা পঞ্চায়েত সমিতির সাথে কথা বলব। গ্রামবাসীদের ন্যায্য দাবির সাথে আমরা সহমত। জল নিকাশি ব্যবস্থা বাধাপ্রাপ্ত হলে তা আমাদেরই সুরাহা করতে হবে।' গোবরডাঙা থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিস আধিকারিক পিঙ্কি ঘোষ নিজেও অকুস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি কালভার্টের জল প্রবেশ ও নির্গমনের পথ দেখে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধানকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ জানান। এখন এই জল যন্ত্রনা থেকে বাসিন্দারা কবে মুক্তি পান, সেটাই দেখার।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫৮ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৯ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

স্বর্গ ও নরক

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

স্বর্গ ও নরক যদি পাশাপাশি দেখতে চান তো লেকটাউন সংলগ্ন শ্রীভূমিতে চলে আসুন। লেকটাউনে আধুনিক উপনগরী গড়ে উঠেছে। সেখানকার বাসিন্দাদের নাগরিক জীবনের সবরকম সুযোগ সুবিধা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। অথচ দেখলাম লেকটাউন সংলগ্ন শ্রীভূমিতে কাঁচা রাস্তায় ইট পেতে আবার তার উপর মাটি ফেলে নরককুণ্ডের সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্ষায় পথ চলা সেখানকার বাসিন্দাদের পক্ষে এক দুরূহ ব্যাপার। অভিযোগে প্রকাশ শ্রীভূমিতে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ কোন বাড়ীতে কলের জল পাওয়া যায় না। এমন কি জলের চাপ বাড়াবার কোন পরিকল্পনাও মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন নি। জানা গেল, জল সরবরাহ বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা না করা সত্ত্বেও নতুন নতুন কনেক্শন দেওয়া হচ্ছে। শ্রীভূমির রাস্তায় ছুটি সরকারী জলের কল আছে। একটি মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে উপযুক্ত উচ্চতা বজায় রেখে তৈরি হয়েছে কিন্তু অপরটি আইন বর্হিভূত। দ্বিতীয় কলটি নর্দমার উচ্চতায় করা হয়েছে ফলে দিনরাত জলের অপচয় বন্ধের জন্য তাঁরা লিখিতভাবে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেও কোন ফল পাননি। আরও জানা গেল, পার্শ্ববর্তী লেকটাউন মিউনিসিপ্যালিটিতে জলের চাপ প্রায় কুড়ি ফুট বজায় রয়েছে। অথচ শ্রীভূমিতে বাড়ীর কল তো দূরের কথা রাস্তার কলেও জলের চাপ নেই। স্থানীয় অধিবাসীদের জিজ্ঞাসা পাশাপাশি দুই মিউনিসিপ্যালিটিতে এই স্বর্গ ও নরক আর কতদিন চালু রাখা হবে?

৯ম বর্ষ, ২৬ জুলাই ১৯৭৫, শনিবার, ৩৪ সংখ্যা

মহেশতলার বিভিন্ন ওয়ার্ড জলমগ্ন

পচা জলে সাপ–ব্যাঙ, মশা–মাছি ডেঙ্গুর উপদ্রব

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মহেশতলা পৌরসভার অন্তর্গত ২৪, ২৮, ২৯, ১০, ১৪ বিভিন্ন ওয়ার্ড বর্ষার আগে থেকেই জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। প্রতিবছর মহেশতলা পুরসভার এই ওয়ার্ডগুলির বাসিন্দারা জলযন্ত্রণায় ভুগছে। এখানকার একটি গুরুত্বপূর্ণ মেমানপুরে খাল আছে যার নাম মিরপুর। দীর্ঘ ৩০ থেকে ৪০ বছর এই খাল সংস্কার না হওয়ায়, একটু বৃষ্টি হলেই খাল উপচে জল বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাস্তায় চলে আসে। সারা বর্ষাকালব্যাপী এই জল জমে থাকে বিভিন্ন ওয়ার্ডের গলিতে। খালের এই পচা নোংরা জলে মশা মাছি সাপ ব্যাঙের উপদ্রব হয়। এমনকি মানুষের বাড়িতেও ঢুকে পড়ছে এই সমস্ত জীবজন্তু। অনেক ওয়ার্ডে আবার ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। প্রতিবছরই মহেশতলা পুরসভার পক্ষ থেকে বলা হয় খাল সংস্কার করা হবে এবং জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিতেই থেকে যায় বাস্তবায়িত হয় না। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি অবিলম্বে মহেশতলা পুরসভার এই জলযন্ত্রণা থেকে মুক্ত করা হোক। আবার সম্প্রতি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর বলেছে উত্তর বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে যার জেরে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নিম্নচাপের জেরে আবারও প্রবল বৃষ্টিতে ভাসতে পারে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। তখন কি পরিস্থিতি হবে ভেবে আঁতকে উঠছে মহেশতলাবাসী।

মাঠে দাউদাউ করে জ্বললো বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডায়মন্ড হারবার থানার নারায়ণপুর গ্রামে রাতে এক বৃদ্ধা গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন। মাঠের মাঝখানে দাউদাউ করে জ্বলছিলেন নিউ আলিপুরের,সাহাপুর কলোনির্য বাসিন্দা মিঠু মুখার্জী। পরে তিনি রাস্তার ধারের জলাভূমিতে ঝাঁপ দেন। এলাকাবাসী আগুনের আলো দেখে ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে পুলিশকে খবর দেন। অধিকাংশ দেহই পুড়ে যাওয়ায়, আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে দ্রুত ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, পরিবারের সদস্যদের থেকে জানা গিয়েছে যে বৃদ্ধার দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যা রয়েছে এবং অতীতে একাধিকবার আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

দুর্যোগে উত্তাল বকখালীর সমুদ্র সৈকত, দুর্ঘটনা রোধে চলছে সিভিল ডিফেন্সের নজরদারি। – নিজস্ব চিত্র

কাউন্সিলারের সই জাল করে একাধিক নথি তৈরি, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর : রাজ্যের শহর উন্নয়ন ও পরিষেবা নিয়ে যখন রাজ্য সরকার দাবি করছে সবার উন্নয়ন, সকলের পাশে পুরসভা, ঠিক তখন রাজপুর সোনারপুর পুরসভা থেকে উঠে এল এক ভয়ঙ্কর চিত্র। ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার জয়ন্ত সেনগুপ্তের স্বাক্ষর জাল করে বানানো হচ্ছিল একের পর এক সরকারি নথি–যা দিয়ে তৈরি হচ্ছিল রেশন কার্ড, ইনকাম সার্টিফিকেট, ব্লাড রিলেশন, এমনকি কাস্ট সার্টিফিকেটের মতন গুরুত্বপূর্ণ নথি। শুধু ৩ নম্বর নয়, ৯, ১২ এবং ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডেও একই চিত্র। এই অভিযোগে ঢালুয়া নবপল্লির বাসিন্দা প্রশান্ত নাথকে গ্রেপ্তার করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। যদিও বাইরে থেকে সে নথিপত্র প্রস্তুতকারক বলে পরিচিত। পুলিশি জেরায় সামনে এসেছে, সে নিজেই ছিল এক জাল নথি তৈরির

গোপন কারখানার মালিক। তার ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক ভুয়ো কাগজ পত্র, পুরসভার নকল প্যাড, এমনকি একাধিক জাল সিল। সব মিলিয়ে উদ্ধার হওয়া জাল সার্টিফিকেটে দেখা গিয়েছে, একই সিরিয়াল নম্বরের একাধিক ইনকাম সার্টিফিকেট এবং সইয়ের মধ্যে অবিশ্বাস্য মিল–যা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, কাউন্সিলরের সইটি নকল করা হয়েছে। এবিষয়ে বিজেপি স্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ তুলেছে, পুরবোর্ডের ভিতরে বসেই চলছে এই ফাঁস চক্র। কাউন্সিলরের সই জাল হচ্ছে আর কেউ কিছু জানছে না–এটা কি করে সম্ভব? তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ডের ভিতরে থেকেই কেউ না কেউ এই প্রতারণায় যুক্ত। তাঁরা এই ঘটনার পূর্ণ বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করেছেন। এ ব্যাপারে রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ডা: পল্লব দাস বলেন, যদি কোনও পরিষেবার দরকার হয়, সরাসরি পুরসভায় আসুন। বাইরের কারও মাধ্যমে করালে আপনিও ফাঁসবেন, আর যিনি করছেন তিনি তো অবশ্যই ধরা পড়বেন।

কাকদ্বীপে দুর্ঘটনা আহত ১৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ জুলাই ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর কাকদ্বীপের কাশিনগরে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন প্রায় ১১ জন। জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে কাকদ্বীপ থেকে একটি সরকারি বাস যাত্রী নিয়ে কলকাতার দিকে যাচ্ছিল। অন্যদিকে কলকাতা থেকে একটি লরি কাকদ্বীপের দিকে আসছিল। কাশিনগরের কাছে আসতেই বাস ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে ১১ জন গুরুতর আহত হন। তৎক্ষণাৎ স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের উদ্ধার করে কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। লরির চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

অন্যদিকে, একই দিনে কাকদ্বীপে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের একটি মুরগি পোল্ট্রির কাছে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই যুবকের। মৃত দুই যুবকের নাম অমল দাস(৩৭) ও বুদ্ধদেব দাস(৪৭)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার গভীর রাতে অমল টোটো নিয়ে কাকদ্বীপ থেকে নামখানার দিকে যাচ্ছিল। বুদ্ধদেব ও তার দাদা বসে ছিলেন। টোটোটি যখন মোরগ পোল্টির কাছে আসে, সেই সময় একটি ৪০৭ গাড়ি পিছন থেকে এসে টোটোর পিছনে ধাক্কা মারে। এরপরই দুটি গাড়িই সড়কের পাশে নয়ানজুলিতে নেমে যায়। এই ঘটনায় ৩ জন গুরুতর আহত হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ২ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সুন্দরবন বাঁচাতে ম্যানগ্রোভ লাগাবে বন বিভাগ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : সুন্দরবনের বাদাবনকে বাঁচাতে ২৬৫ হেক্টর জমিতে ম্যানগ্রোভ বসানোর উদ্যোগ নিল বন দপ্তর। কেন্দ্রীয় সরকারের ম্যানগ্রোভ ইনিশিয়েটিভ ফর শোরলাইন হ্যাবিটেটস অ্যান্ড ট্যাঞ্জিবল ইনকামস প্রকল্পের অধীনে এই কাজ হবে। নতুন করে গজিয়ে ওঠা বেশ কিছু নদীর চরে এই ম্যানগ্রোভের চারা লাগানো হবে।

প্রতি বছর নানা দুর্যোগ ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই বাদাবন। সেই ক্ষতি পূরণের লক্ষ্যে নতুন করে চারা লাগানোর উপর জোর দিয়েছে সরকার। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ম্যানগ্রোভের চারা টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তার মধ্যে চারা কেনা, কর্মীদের মজুরিও ধরা আছে। ঠাকুরান নদীর বহু জায়গায় নতুন করে চর গজিয়ে উঠেছে। এছাড়া কাঁকরামারির চরেও ম্যানগ্রোভ রোপণের কর্মসূচি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে বনবিভাগের এক আধিকারিক বলেন, 'প্রতি হেক্টরে অন্তত ১০ হাজার চারা লাগানো সম্ভব। সেক্ষেত্রে রামগঙ্গা রেঞ্জে ৫০ হেক্টর, নামখানা রেঞ্জে ৮০ হেক্টর এবং রায়দিঘি রেঞ্জে ১৩৫ হেক্টর জমিতে চারা লাগানো হবে। সব মিলিয়ে ১৪–১৫ লক্ষ চারা লাগবে। সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকের নার্সারিগুলি থেকে এই চারা

লাগানোর কর্মসূচি অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছে। যাঁরা এই কাজ করতেন, টাকা না মেলায় তাঁরা এখন বিকল্প পেশা বেছে নিয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্র ম্যানগ্রোভের চারা রোপণের যে টার্গেট বেঁধে দিয়েছে, তা পূরণ করতে গ্রাম বাসীদের একাংশকে কাজে লাগানোর কথা ভাবনাচিন্তা করছে রাজ্য বন বিভাগ। জানা গিয়েছে, এই কাজে ৫০ কোটি সংগ্রহ করা হবে।' জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বনবিভাগ যেমন ম্যানগ্রোভের চারা রোপণ করবে, তেমনই জেলা শাসকের অফিস থেকে আরও কিছু এলাকায় এমন কর্মসূচি পালনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সুন্দরবনের বাদাবন রক্ষা করার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিবেশ ও বন্যপ্রেমিরা।

পর্যটনে কর্মসংস্থানের লক্ষ্য হোক কঙ্কনা বাঁওড়

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

মেদিয়া গ্রামের কঙ্কনা বাঁওড়ের প্রাথমিক আয়তন ছিল প্রায় ২৯০ একর বর্তমানে এর আয়তন ২৬৭.৩৫ একর। বলা হলেও আরো কম হবে। কারণ বাঁওড়ের পূর্বদিকের কিছু অংশ মজে যাওয়ায় মজা অংশের অংশ বিশেষে চাষবাস যেমন হচ্ছে, তেমন সেটি রাস্তা হিসাবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগণার বড় ধরনের বিল, বাঁওড় আছে প্রায় ৫৩ টি। বেড়ীর বাঁওড়, পাঁচপোতার বাঁওড়, ডুমার বাঁওর, এরকম অনেক জলাশয় আছে, যা আজ সংস্কারের অভাবে মৃতপ্রায়।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় গোবরডাঙা পৌরসভা গোবরডাঙা রেল স্টেশনের পূর্বে তেপুল মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত (মৌজা,পাড়ুই, দেওড়া, তেপুল থানা ও ব্লক–স্বরূপনগর, মহাকুমা বসিরহাট) ও পৌরসভার খঁটুরা গ্রামের পূর্বপাস দিয়ে বয়ে চলেছে কঙ্কনা–বাঁওড় নামে এক বিস্তৃর্ণ জলাশয়। মেদিয়া গ্রাম এই বাঁওড়েরই একটি অংশ। এর তিনদিকে জল ও একদিকে স্থল। যা মেদিয়া গ্রাম বলে পরিচিত। প্রায় এক মাইল ব্যাসযুক্ত মেদিয়া গ্রামটিকে ভৌগলিক কারণে একটি উপদ্বীপ বলা যায়। কঙ্কনা বাঁওড়টিকে সেই কারণে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদও বলে। এরই প্রায় ২৫০ মিটার দূর দিয়ে এক সময় বয়ে যেত স্বচ্ছসলিলা যমুনা নদী। যা আজ সংস্কারের অভাবে মৃতপ্রায়। যার পাড়ে ছিল ১১৭ টি চিনির কারখানা। বহু পূর্বে এই অঞ্চলে পদ্মা,বিদ্যাধরী, ইছামতী, চালুন্দিয়া প্রভৃতি নদী সমূহের অস্তিত্ব থাকলেও আজ তা বিলুপ্ত প্রায়।

মেদিয়ার পূর্বেই ছয় মৎস্যজীবী বসবাস করতেন। ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৪৪ ঘর মৎস্যজীবী'কে আয়ের উৎস সন্ধানে কঙ্কনা বাঁওড় দেখিয়ে মেদিয়ার রবীন্দ্রনগরে পুনর্বাসন দিল। তাদের সার্বিক কল্যাণে ১৯৫৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি মেদিয়া সভা কলোনি উদ্বাস্তু সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে। কিন্তু মেদিয়া সহতেপুল, বিবেকপাড়া, খাঁটুরা, নিকারিপাড়া, দেওড়া প্রভৃতি মিলিয়ে বর্তমানে প্রায় ১৪১ ঘরের উপর মৎস্যজীবী পরিবার আছে। এঁরা সকলেই মৎস্য চাষের উপর নির্ভরশীল। মাছ বিক্রি করে আংশিক ভরণ–পোষণ হয়। কারণ সংস্কারের অভাবে জল যেমন দূষিত ও পাঁকপুতিময় দুর্গন্ধ হয়েছে। তেমনই

মাছের উৎপাদনও ক্রমশ নিম্নগামী। এছাড়া মেদিয়া গ্রামের মানুষের নৌকা পারাপারের মাধ্যমে নানা কাজ কর্ম ও গোবরডাঙা সহ অন্যত্র পঠনপাঠনে, অফিসে যাতায়াতের সমস্যা দেখা দিত। ১৯৫২–র ৩০ মে দিনটি ছিল জামাইষষ্ঠির দিন। ২৯ মে রাত্রে আমতলা (শিকদার বাড়ির ঘাট) থেকে খেয়া পার হতে গিয়ে নিকুঞ্জ দাসের খেয়া ডুবে মারা যান নিরঞ্জন কর্মকার ও ভবেশ দত্ত। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘ আন্দোলন শুরু হয় বাঁওড়ের মাঝ বরাবর সেতুর দাবিতে। গঠিত হয় ১৯৬১ তে 'মেদিয়া সংগ্রাম পরিষদ।' ইতিমধ্যে ১৯৬২ তে লোকসভা নির্বাচন এসে যায়। বসিরহাটের প্রার্থী অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরকে ধরে নতুন করে বাঁধের জন্য চেষ্ঠা আরম্ভ করা হয় এবং কবীরের প্রচেষ্টায় ২লক্ষ টাকা বাঁধের জন্য মঞ্জুর হয়। ১৯৬৪ তে কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৯৬৫ তে মেদিয়া বাসীদের দীর্ঘ প্রত্যাশা সফল। কঙ্কনা বাঁওড়ের মাঝ বরাবর বাঁধ তৈরি হল এবং গোবরডাঙা মেদিয়া স্বরূপনগর ইত্যাদি এলাকায় যোগাযোগ সেতু রচিত হল।এই ইতিহাস তুলে ধরার কারণ, মেদিয়াবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবী কঙ্কনা বাঁওড়কে কেন্দ্র করে একটি 'টুরিস্ট স্পট' তৈরি হোক। ৭ ডিসেম্বর ১৮৫৬ সালে এই বাংলার সু–সন্তান প্রথম বিধবা বিবাহ করেছিলেন যিনি তিনি এই গোবরডাঙারই সন্তান শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। এই গোবরডাঙার সু–সন্তান প্রথম ভারতীয় ভূ–তত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসুর হাত ধরে জামসেদজী টাটা কারখানার উত্থান। গোবরডাঙা বর্তমানে সংস্কৃতি পীঠস্থান। নানা গুণী মানুষের পদধূলিতে ধন্য। এখানে এসেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ।

সুতরাং এই গোবরডাঙার সন্নিকটে যদি 'কঙ্কনা বাঁওড়কে' সংস্কার করে ট্যুরিস্ট স্পট করা হয় তাহলে বাঁওড়ে মৎস্যচাষ, মৎস্য বিপনন কেন্দ্র, হাঁস–মুরগি পালন কেন্দ্র, নৌকা বিহার, হোটেল রেষ্টুরেন্ট ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারের যেমন আয়ের উৎস হতে পারে তেমন কিছু কর্মসংস্থানের ব্যাবস্থাও হতে পারে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেহেতু উন্নয়নের সরকার বলে দাবি করে সেহেতু উত্তর ২৪ পরগণা জেলার এই 'কঙ্কনা বাঁওড়'টিরও সংস্কার ও উন্নয়ণ হবে এটাই মানুষের প্রত্যাশা।

তহবিল মিললে মুর্শিদাবাদে পর্যটন সার্কিট হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের সাংসদ মহম্মদ আবু তাহের খান লোকসভায় জানতে চান, কেন্দ্রীয় সরকার ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ মুর্শিদাবাদে কোনও পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলার প্রস্তাব করেছে কিনা। এছাড়াও, এই অঞ্চলে কলকাতা সহ দেশের অন্যান্য স্থান থেকে সহজে পৌঁছনোর জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে কোনও পরিকল্পনা করা হয়েছে কিনা, সেই বিষয়েও তিনি প্রশ্ন রাখেন। লোকসভায় এই প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখওয়াত জানান, যে কোনও পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়ন ও প্রচারের মূল দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রশাসনের। পর্যটন মন্ত্রক 'স্বদেশ দর্শন' এবং 'পিলগ্রিমেজ রেজ্যুভিনেশন অ্যান্ড স্পিরিচ্যুয়াল, হেরিটেজ আগমেন্টেশন ড্রাইভ (প্রসাদ)' এর মতো কিছু কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রের পরিকাঠামোর মানোন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ সহ সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনকে আর্থিক সহায়তা করে থাকে। বিভিন্ন প্রকল্পের সম্ভাবনার দিকটি বিবেচনা করে এবং যথাযথ নিয়মানুসারে, পর্যটন মন্ত্রক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে তহবিলের বিষয়টিও বিবেচিত হয়। দেশের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার মানোন্নয়নে এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সুসংহত উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক অন্যান্য মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে।

ডায়মন্ড হারবারে কেল্লার মাঠে হবে নতুন কেল্লা

অরিজিৎ মণ্ডল : এক সময় পর্তুগিজ আমলে তৈরি হওয়া ডায়মন্ড হারবারের কেল্লা আজ ইতিহাস। কেল্লার অস্তিত্ব না থাকলেও আজও তার চিহ্ন বহন করছে 'কেল্লার মাঠ', যা বরাবরই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকদের কাছে একটি জনপ্রিয় পিকনিক স্পট। তবে দিনের পর দিন হুগলি নদীর ভাঙনে কেল্লার মাঠের একটি বড় অংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। এই ঐতিহাসিক ও জনপ্রিয় স্থানকে রক্ষা করতে এবং পর্যটনের উন্নয়নে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হয়েছে এক বড়সড় প্রকল্প। সাংসদের তত্ত্বাবধানে সেচ দপ্তরের সহযোগিতায় কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে কেল্লার মাঠের প্রায় ২৫০ মিটার নদী পাড় কংক্রিট দিয়ে বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে, সৌন্দর্যায়নের জন্য আরও কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার দলীয় পর্যবেক্ষক শামীম আহমেদ জানিয়েছেন, 'সাংসদের উদ্যোগে ঐতিহাসিক ডায়মন্ড হারবার শহর আবার নতুন করে সেজে উঠছে। শুধু নদী বাঁধ নয়, শহরের ইতিহাসকেও তুলে ধরা হবে সৌন্দর্যায়নের মাধ্যমে।' প্রকল্পে পর্তুগিজ আমলের কেল্লার আদলে নতুন করে

তৈরি হবে একটি প্রতীকী কেল্লা, যাতে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ঘটে। এছাড়া ডায়মন্ড হারবারের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীচৈতন্যদেব এই অঞ্চলে এসেছিলেন। এমনকি এই শহরে কর্মজীবনের একটি অধ্যায় কাটিয়েছিলেন সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই উন্নয়ন কর্মসূচিকে ঘিরে পর্যটকদের সংখ্যা বাড়বে, এমনটাই মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পাশাপাশি স্থানীয় ব্যবসার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে, বলছেন তারা। ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক পান্নালাল হালদার জানান, 'ডায়মন্ড হারবার এখন উন্নয়নের মডেল। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই এই শহরের উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট। এই প্রকল্প সেই প্রয়াসেরই এক বাস্তব রূপ।'

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ২৬ জুলাই– ০১ আগষ্ট, ২০২৫

ভোট সমীক্ষায় সংকটে শিক্ষা

নির্বাচন কমিশনের অতি নিবিড় সমীক্ষা বা এসআইআর এর ধাক্কায় পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থা আরো গভীর সংকটে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায়। ভোটার তালিকা পরিমার্জন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ইত্যাদি কাজগুলি নিয়মমাফিক হলেও এবারের ভোটার তালিকা সংশোধনের বিষয়টির সঙ্গে নাগরিকত্বের প্রশ্ন জড়িয়ে গেছে নিবিড়ভাবে। বিদেশি নাগরিক চিহ্নিতকরণের বিষয়টি নিয়ে লোকসভা উত্তাল হয়েছে। বিরোধীপক্ষের সবকটি দলই কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে বিহারে ৬১ লক্ষ মানুষের নাম বাদ গেছে নানা কারণে। এই সংখ্যক ভোটার বহু ক্ষেত্রেই নির্ণায়ক শক্তি হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গে আগামী আগস্ট মাসেই শুরু হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের অতি নিবিড় ভোট সমীক্ষা। সিঁদুরের মেঘ দেখছে শাসক দল। রোহিঙ্গা সহ নানা ইস্যুতে এ রাজ্যেও লক্ষ লক্ষ নাম বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ইত্যাদি নাগরিকত্বের প্রমাণ নয় বলে ইতিমধ্যে প্রাক নির্বাচনী আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু গভীর সংকটের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে অন্যত্র। বুথ ভিত্তিক বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজটি করবেন মূলত সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা আগামী আগস্ট মাস থেকে। এমনটাই এ পর্যন্ত জানা গেছে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি এ ব্যাপারে তুঙ্গে। এবছর আগস্ট–সেপ্টেম্বর মাসটি বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে সেমিস্টার পদ্ধতিতে আগস্টে পরীক্ষা, খাতার মূল্যায়ণ ইত্যাদি অন্যদিকে আগস্ট মাসেই নতুন নিয়ম অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার তৃতীয় সেমিস্টার। আবার সেপ্টেম্বর মাসেই নানা দুর্নীতির যাঁতা কলে চাকুরীহারা শিক্ষক শিক্ষিকারা আবারও যোগ্যতার পরিচয় দিতে পরীক্ষায় বসবেন যাঁদের মাথার ওপরে আগামী ডিসেম্বর মাসে চাকরি চলে যাওয়ার হুকুম নামা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষক–শিক্ষিকা অপ্রতুল। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে অবগত করা হয়েছে। ভোটার তালিকা নিয়ম মাফিক সংশোধণের ব্যাপারে দ্বিমত না থাকলেও সমস্যা তৈরি হয়েছে অন্য ব্যাপারে। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলির কর্মীদের রক্তচক্ষু এবং চাপের মধ্যেই ভোট গ্রহণের কাজটি করেন শিক্ষক–শিক্ষিকা সহ ভোট কর্মীরা। সেই সব অভিজ্ঞতার আলোয় মাসাধিক কাল শিক্ষক–শিক্ষিকারা যখন তাঁর এলাকায় বুথ লেভেল অফিসার বা বি এল ও হিসাবে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করতে যাবেন সঙ্গে থাকবে স্থানীয় রাজনৈতিক দাদারাও। সেই রাজনৈতিক দাদাগিরি একদিনের জন্য নয়, দিনের পর দিন চলবে। নিরপেক্ষভাবে সেই কাজ চক ডাস্টার আর শিক্ষার্থীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকা মাস্টার মশাইদের পক্ষে কতটা সামলানো সম্ভব হবে তা নিয়ে আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষক মহলে। এই আবহে সংশোধিত তালিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠে যেতে পারে। সংসদীয় গণতন্ত্রে বর্তমানে ভোট আগে, শিক্ষা পরে এই ভাবনা ভবিষ্যত সুনাগরিক গড়ে ওঠার পথে অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘স্থিতি প্রকরণ’

বশিষ্ঠ বললেন,– এখন আলোচ্য স্থিতি প্রকরণ, যা পরিজ্ঞাত হলে নির্বাণ মুক্তি লাভকরা যায়। আগেই বলেছি দৃশ্যমান এই জগৎ, অহং অর্থাৎ আমি আকারীয় জ্ঞান ভ্রান্তিমূলক, মিথ্যা। আকাশ বর্ণহীন স্বচ্ছ হলেও, কখনও বিচিত্র রঙে শোভিত দেখা যায়। এই দৃশ্যজগৎ ও তাই, অর্থাৎ জগতের সত্যতা নেই। এই জগৎ মিথ্যা হয়েও অজ্ঞজনের কল্পনার পূর্তি করে। অজ্ঞজন যেমন সূর্য্য এবং সূর্যকিরণকে ভিন্ন ভাবে, এই জগৎকেও তারা আকাশ হতে পৃথক ভাবে। জগৎকে কেউ শূন্য, কেউ বা পরমাণুপুঞ্জ, কেউ জড় ভাবে, কেউ ভাবে জগৎ অজড়। জগৎ অভৌতিক এবং শূন্যস্বরূপ হয়েও আমি প্রাণী, এই মিথ্যাজ্ঞানের কারণে প্রকাশিত হয়। রাম বললেন, বৃক্ষ যেমন ক্ষুদ্র বীজে অব্যক্ত অর্থাৎ অদৃশ্যরূপে থাকে এবং পরে অদৃশ্যভাব ত্যাগ ক"রে সেই বীজ থেকেই ব্যক্তরূপ ধারণ ক"রে বৃক্ষ হয়ে প্রকাশিত হয়, এই জগৎও তেমনভাবে পরমাত্মাতে থাকে ও পরমাত্মা হতেই ব্যক্ত হয়, এই সিদ্ধান্ত কি সঠিক? বশিষ্ঠ বললেন,– এই সিদ্ধান্ত যথার্থ নয়। ঐ জগৎবীজ যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্য হত, তাহলে এই সিদ্ধান্ত সঠিক হত। কিন্তু ব্রহ্ম বিমূর্ত, এবং জগৎকর্তৃত্ব যখন সেই বিমূর্ত ব্রহ্মেরই, তখন অদৃশ্য ব্রহ্ম হতে দৃশ্য জগৎ উদ্ভূত হবে কি করে? যদি ধরা যায় চিদাত্মাই বীজভাব প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে জগৎরূপ ধারণ করেন, তা ও অযৌক্তিক। কেন না অতীব সূক্ষ্ম মনেরও অগোচর সেই অব্যক্ত, অপরিণামী, স্বয়ম্ভু আত্মা বীজভাব প্রাপ্ত হবেন কি ক"রে? তাই নামরূপহীন অপরিণামী পরমাত্মার জগদ্বীজ হওয়া সম্ভব নয়। কোন পদার্থই পরমাত্মাতে থাকতে পারে না। যদি থাকত তবে পরমাত্মায় সেই পদার্থ দৃশ্যমান হত। পরমাত্মায় শুধু মাত্র তিনিই আছেন। কোন সংমিশ্রণ পরমাত্মায় অসম্ভব। আলোতে ছায়া থাকতে পারে না, নিরাকার ব্রহ্মেও দৃশ্যবস্তু থাকতে পারে না। সাকার বীজে অঙ্কুর থাকে, কিন্তু সাকার জগৎ বিমূর্ত ব্রহ্মে থাকতে পারে না। আদি–অন্তহীন ব্রহ্ম তাই সদা শুদ্ধ–নির্মল। সেই অসীম পরমাত্মা ছাড়া আর কিছুই নেই। যেহেতু তিনি সর্বব্যাপক, জগতেও সেই ব্রহ্মই অধিষ্ঠান করেন। সুতরাং জগতের স্বরূপ যদি ব্রহ্মই হল, তবে জগৎও ব্রহ্ম, তা নিশ্চয় করা যায়। হে রাম! প্রলয়ান্তে জগতের পৃথক সত্তা স্বীকার করে নিলে অসঙ্গতি উপস্থিত হয়। সহকারী কারণ ব্যতীত বীজ হতে অঙ্কুরোদগম হতে পারে না। নির্মল ব্রহ্মে যদি জগদ্বীজ নিহিত থাকে, তবে তা অঙ্কুরিত হয় কোন্ সহকারী কারণের সাহায্যে? তেমন কোন কারণ কেউ উল্লেখ করতে পারেনি। আবার কোন সহকারী কারণ ছাড়াই জগৎ সৃষ্ট হয়, এমন হলে তো মূল কারণের কল্পনা বৃথা হয়ে যায়। মাটি–জল–তাপ ইত্যাদি পঞ্চভূতকে যদি সহকারী কারণ ধরা হয়, তবে প্রশ্ন আসে, সৃষ্টির আদিতে যখন পঞ্চভূত ছিল না, তখন সেই ভূতসমূহ জগৎ নির্মানে সহকারী কারণ হয় কি ক"রে? সুতরাং এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত, তা নিশ্চিত।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

জানেন কি?

পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন চাকুরী-লাইটহাউস কিপার! বছরে ৮ কোটি বেতন, কিন্তু কেউ করতে চায় না কেন? কারণ এই কাজে রয়েছে চরম একাকীত্ব, ভয়ঙ্কর ঝড়ের মুখোমুখি হওয়া এবং প্রতিনিয়ত জীবনের ঝুঁকি!

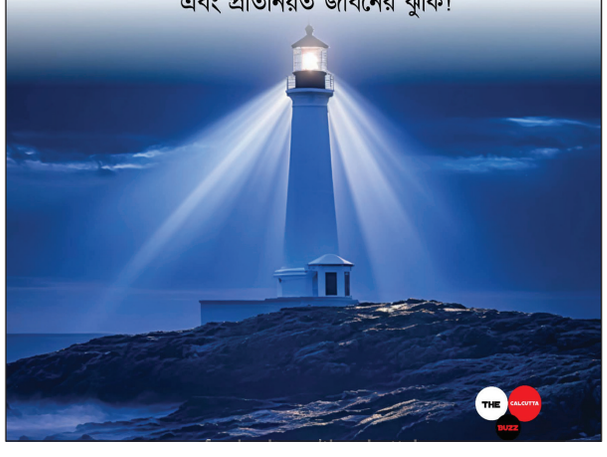

অচেনা মোদীর প্রকল্পবানে রাজ্যে বিরোধীতার ছন্দপতন

সুবীর পাল

১৬ দিন পাঁচ মাস ছয় বছর। একটা প্রধানমন্ত্রীত্বের অদ্ভুত ফারাক। এক রাজনীতিগত দলিলের সন্ধিক্ষণে। সেই এক ব্যক্তি। সেই এক মঞ্চ। সেই এক উদ্দেশ্য। অথচ কি অমিল ব্যক্তিত্ব বিকাশে। কি পার্থক্য প্রয়োগ কৌশলে। কি ভিন্নতা আক্রমণের আস্তিনে।

প্রথম তারিখটা ছিল ২০১৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। সর্বশেষ ক্ষণটা যে ২০২৫ সালের ১৮ জুলাই। এই দুই দিবসের মধ্যিখানে বয়ে গেছে বাংলার রাজনৈতিক গঙ্গা দিয়ে অজস্র ঘটনাবলীর জ্বলন্ত পটচিত্র।

এক ব্যক্তি বলতে স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। এক মঞ্চ বলতে দুর্গাপুরের নেহরু স্টেডিয়াম। এক উদ্দেশ্য বলতে রাজ্য নির্বাচনে নিজস্ব দলগত অবস্থানের ঢাকে বাদ্যি বাজিয়ে দেওয়ার।

এযাবৎ তো ঘুড়ির সুতোয় মসৃণ মাঞ্জা দেওয়ার মতোই সবকিছু একেবারে ঠিকঠাক সংগঠিত হয়েছে নিঁখুত পাটিগণিত মেনে। দুটি সভাতেই ছিল উপছে পড়া জনমানসের ভিড়। বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের পদাধিকারী ফুল বেঞ্চের উভয় ক্ষেত্রে উপস্থিতির খামতি ছিল না। বক্তব্যের ধারে ও ভারে মূল বক্তাকে অবশ্যই দশে দশ চোখ বুজে দিয়ে দেওয়া যায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষককূল তো ফাটিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন দুই পর্বেই। অনেকে সংবাদ মাধ্যমের প্যানেলে। কেউ বা সংবাদ পত্রের উত্তর সম্পাদকীয়তে। নানান দৃষ্টিভঙ্গিতে। রকমারি

আদর্শগতে।

যদিও একটা ভাবনার অভাব কিন্তু অতি প্রকট ভাবে নজর এযাবৎ এড়িয়ে গেছে সিংহভাগ আলোচকের। সেদিনের নরেন্দ্র মোদী আর এদিনের প্রধানমন্ত্রী কি এক? হতেই পারে পরিচিতের মাপকাঠিতে তিনি আলবৎ এক। কিন্তু কলমের আঁকিবুঁকিতে দুই দিনে তিনি যে কত আলোকবর্ষ দূরের দুই অচেনা ব্যক্তিত্ব।

এদিনের প্রধানমন্ত্রী যে রাজ্য উন্নয়ণের অক্লান্ত ফেরিওয়ালা। অথচ বিগত দিনে এসে এই তিনি কেন্দ্রীয় বাজেটের ডঙ্কা বাজাতেই ছিলেন বেশি ব্যস্ত। আগের দিনের সাউথ ব্লক কর্তা ছিলেন পক্কা রাজনীতির বেপরোয়া বক্তা। কিন্তু এই গুজরাতিই এবারে আশ্চর্য রকমের পরিশীলিত ও সংযমী।

রাজ্যের পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর শহরের একটা আলাদা পরিচিতি রয়েছে বিশ্বের শিল্প তালুকে। জার্মানির রূঢ় শহরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পৃথিবীর অনেক দেশেই দুর্গাপুরকে ভারতের রূঢ় বলে সম্বোধন করে থাকে। তাছাড়া ভারতের শিল্প মানচিত্রে দুর্গাপুর একটা উল্লেখযোগ্য শিল্প শহর হিসেবে আজও অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত। কেউ কেউ তো আবার ইস্পাত নগরী পরিচয়েও ডেকে থাকেন। এখানেই রয়েছে সেইল নিয়ন্ত্রিত দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা। যা এই শিল্পনগরীর গর্ব।

এই শহর প্রধানতঃ শিল্প নির্ভর। এখানকার বেশিরভাগ পরিবার শ্রমিকদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মোটামুটি শিক্ষিত শহর। প্রচন্ড রাজনৈতিক সচেতন হলেও স্থানীয় মানুষেরা খুবই শান্তিপ্রিয় ও সংস্কৃতি প্রবণ। ফলে কেউ এসে এখানে শুধু পলিটিক্যাল কথা বলে গেলে এলাকাবাসীর কাছে খুব একটা ডাল গলবে না। এটাই এই শহরের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী এখানে দুইবারই আসার আগে দুর্গাপুরের এ হেন মনোভাব সম্পর্কে যে পুরোপুরি হোমওয়ার্ক করে এসেছিলেন তা তাঁর দ্বৈত ভাষণেই স্পষ্ট। প্রথমবার বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে প্রারম্ভেই দেশের কেন্দ্রীয় বাজেটের বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের সামগ্রিক তালিকা তুলে ধরে ছিলেন। আর এবার, বক্তব্য শুরুর আগেই পৃথক ভাবে রাজ্যে ৫৪০০ কোটি টাকার পুঁজি নিবেশের শিলান্যাস করে গেলেন। কারণ যে দেবতা যে ফুলে তুষ্ট হয় সেই নীতিই অবলম্বন করলেন চতুর প্রধানমন্ত্রী। আসল কথা, দুর্গাপুরবাসী বরাবরই শুখা রাজনীতি বোঝে না। এরা ইনভেস্টমেন্ট রাজনীতিটাই তারিয়ে তারিয়ে বেশ পছন্দ করে। তাই এবার বিনিয়োগের প্রশ্নে দুর্গাপুরকে বেছে নিতে মোটেও ভুল করেনি নয়া দিল্লির বাসিন্দা এই চাওয়ালা। আসলে তিনিও সেয়ানে সেয়ানে পাঞ্জা লড়ে একদিকে যেমন পুঁজিকে হাতিয়ার করে দুর্গাপুরেই পাড়ি জমালেন ফার্স্ট চয়েজ হিসেবে, তেমনি আগামী বছরের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় উন্নয়ন যে ভোটের বড় ইস্যু হতে চলেছে তাও তিনি বুঝিয়ে দিলেন উপস্থিত শ্রোতাদের।

এবারে ৫৪০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ ঝাঁপি খুলতে গিয়ে দুর্গাপুরের আমজনতাকে শোনালেন বিভিন্ন লোভনীয় কর্মসংস্থানের কথা। যেগুলো বাস্তবায়িত হলে এই শিল্পশহর তো বটেই একইসঙ্গে সমগ্র রাজ্যে একটা সফল অর্থনৈতিক দিশা সৃষ্টি হওয়ার অপেক্ষা মাত্র। তিনি উদ্বোধন করেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর ও তপসি অঞ্চলে দুটি উড়ালপুল, পুরুলিয়া থেকে কলকাতা রেললাইনের ৩৬ কিলোমিটার ডাবলিং কর্মসূচি, ১৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ দুর্গাপুরের সঙ্গে কলকাতা সংযোগকারী গ্যাস লাইন প্রকল্প, মেজিয়া ও রঘুনাথপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ড, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলায় বহুবিধ পেট্রোলিয়াম ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম সহ আরও বেশ কয়েকটি প্রকল্প।

এবারের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু গতবারের তুলনায় প্রকৃতই অনেকটাই পৃথক। কি রাজনৈতিক দলীয় মতাদর্শের আঙ্গিকে, কি ভোটের উঠোনে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপে সলতে পাকানোর মনস্কতায়। এবারের দীর্ঘ ৩৫ মিনিটের বক্তব্যের মধ্যে তিনি প্রায় কুড়ি মিনিট ব্যয় করলেন রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির কথা বলতে। এরপর আরও সাত মিনিট ধরে মহিলাদের স্বনির্ভরতা ও সুরক্ষার প্রসঙ্গও তুলে আনলেন নিপুণভাবে আরজিকর ও কসবার প্রাসঙ্গিক প্যাকেজিংয়ে। তিনি দুর্গাপুরে দাঁড়িয়ে সেই শিল্পশহরের রূপকার রাজ্যের প্রাক্তন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়কে বিনম্র হৃদয়ে শ্রদ্ধা জানাতে কিন্তু ভোলেননি। তাঁর এই রাজনৈতিক ঔদার্য অবশ্যই সবার নজর কেড়েছে এবার। ইস্কোর প্রাণপুরুষ তথা ভারতের প্রথম ইস্পাত শিল্পের জনক স্যার বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নরেন্দ্র মোদী কিন্তু এযাত্রায় স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, ভোট মোকাবেলা হবে দলীয় নিজস্ব ছন্দে কিন্তু রাজ্যের শিল্প উন্নয়নে তিনি হতে চেয়েছেন একান্ত ভাবেই বাজিগর একলব্য। তাই এই লপ্তে বাংলা দেখলো এ এক অন্য মোদী গ্যারান্টিকে। যেখানে কথায় চিড়ে ভেজানোর মতো মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি নন। প্রথমেই তিনি দিল্লি থেকে বাংলার জন্য একগুচ্ছ অর্থনৈতিক প্রকল্প এনে বাস্তবে চিচিং ফাঁক করে দেখালেন নিজস্ব বিশ্বস্ততার লক্ষ্যে।

গতবারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার পরিবারের সদস্যদের ধরে ধরে নিশানা করে ব্যক্তি আক্রমণ করতে মোটেও পিছপা ছিলেন না। তৃণমূল তোলাবাজি ট্যাক্স বা ট্রিপল ট্রির স্লোগান তুলেছিলেন সেই মঞ্চ থেকে। গত কয়েকদিন আগের বক্তব্যে কিন্তু তিনি এই ব্যক্তি আক্রমণের রাজনীতি থেকে ছিলেন বহু দূরের রাজনীতিক। একটিবারও ভুলেও কিন্তু তাঁর অতীতের স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে মুখ্যমন্ত্রীর নাম করে মুখ খোলেননি। রাজনৈতিক ময়দানে যতটুকু সৌজন্যতা মেনে দলগত সমালোচনা করা সম্ভব সেটুকুই মাত্র তিনি করে গেলেন নামমাত্র বুড়ি ছুঁয়ে।

বরং দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর পদমর্যাদায় যেটা শোভনীয় কাজ সেটাই পালন করে গেলেন অক্ষরে অক্ষরে। শিল্প বন্ধ্যা দুর্গাপুরকে স্বপ্ন দেখালেন হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের। উন্নয়ন বিমুখ পশ্চিমবঙ্গকে অকাতরে আশ্বাস দিলেন দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মচঞ্চল রাজ্য হিসেবে পরিগণিত করার। তবে বিনিময়ে রাজ্যবাসীর কাছে ভায়েস ভার্সা হিসেবে চেয়ে নিলেন ডবল ইঞ্জিন সরকার।

একটা মজার বিষয় ভীষণ রকমের লক্ষনীয়। মোদীর প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপের কট্টর সমালোচক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই প্রধানমন্ত্রীর প্রকল্পবানে রীতিমতো ধরাশায়ী। ২১শের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু আদতেই পুরোপুরি ব্যর্থ হলেন মোদীর প্রকল্প গুগলির কাউন্টার ব্যাটিংয়ে। ঠিক এই রাউন্ডে সংগঠিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য ছিল যথেষ্ট রকমের অসংলগ্ন। ম্যাডাম চিৎকার করে বললেন, ওই প্রকল্পে সমপরিমাণ অর্থের অংশীদারিত্ব আমাদেরও আছে। কিন্তু তা ২১শের রাজপথে গ্রহণযোগ্যতার দাগ কাটলো কই?

পাঁচ হাজার চারশো কোটি টাকার ফ্ল্যাশিং মেডোয় সত্যি মোদীর সার্ভ মমতা জনতার দরবারে ঠিক মতো ফেরাতেই পারলেন না। মোদী–মমতার মেগা তরজায়। এস ভলির অ্যাডভান্টেজ অবশ্যই মোদীর। আর ডবল ইঞ্জিন? তা জনতা জনার্দনই না হয় বিবেচনা করবেন আগামীর ভোটের লাইনে।

চীনের নতুন মেগা ড্যাম চিন্তায় ভারত ও বাংলাদেশ

প্রীতম দাস : চীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের কাজ শুরু করেছে, যার ব্যয় ধরা হয়েছে ১৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটি প্রতি বছর এত পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে, যা পুরো ব্রিটেনকে চালাতে সক্ষম। এই প্রকল্পটি বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় থ্রি গর্জেস ড্যামকেও ছাড়িয়ে যাবে। প্রকল্পটি ঘোষণার পর চীনা নির্মাণ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিগুলোর শেয়ারের দাম বেড়ে যায়। ঠিক কী অনুমোদন দিয়েছে চীন?

এই পরিকল্পনায় তিব্বতের মালভূমি থেকে প্রায় ২,০০০ মিটার নিচে নামা ৫০ কিমি লম্বা নদীর অংশে ৫টি বাঁধ নির্মাণের কথা রয়েছে। প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হতে পারে ২০৩০ এর শুরু বা মাঝামাঝি সময়ে।

তবে খরচ ও সময়সূচি ছাড়া প্রকল্প সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেনি চীন।

তথ্যের স্বচ্ছতার অভাবেই মূলত ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে জল নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করছে। এই নদী কৃষিকাজ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পানীয় জলের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আগে বলেছিলেন, ‘এই বাঁধ ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীর ৮০% জল শুকিয়ে দিতে পারে, এবং আসাম প্রদেশে বন্যার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।’

কোলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল স্টেকলার বলেন, ‘বাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর সাথে আসা পলি বা সেডিমেন্টের পরিমাণও কমে যাবে, যা ফসলের জন্য দরকারি পুষ্টি সরবরাহ করে।’

ইউনিভার্সিটি অফ অ্যারিজোনার ভারত–চীন জলসম্পর্কের বিশেষজ্ঞ সায়নাংশু মোদক, বলেন, ‘১৯৬০–এর দশকে ভারত ও চীনের মধ্যে সীমান্ত যুদ্ধ হয়েছিল এই অঞ্চলে, এবং চীনের তথ্যের অভাব আবারও আশঙ্কা তৈরি করছে যে ভবিষ্যতে কোনো সংঘাতে চীন জলের প্রবাহ বন্ধ করে দিতে পারে।’

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, “ইয়ারলুং ঝাংবো জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চীনের সার্বভৌম বিষয়। এটি পরিচ্ছন্ন শক্তি দেবে ও বন্যা প্রতিরোধ করবে” তারা আরও বলেছে, তারা ডাউনস্ট্রিম দেশগুলোর সঙ্গে তথ্য ভাগাভাগি করেছে এবং বন্যা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

ভারতের পররাষ্ট্র ও জলসম্পদ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

তাহলে কি ভারত জলবঞ্চিত হবে?

মোদক বলেন, ‘নদীর জলপ্রবাহে এই বাঁধের প্রভাব বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। কারণ ব্রহ্মপুত্রে প্রবাহিত বেশিরভাগ জলই আসে হিমালয়ের দক্ষিণে মৌসুমি বৃষ্টিপাত থেকে, চীনের অংশ থেকে নয়।’

এছাড়া, চীনের পরিকল্পনা হল ‘রান–অফ–দ্য–রিভার’ ধরণের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, যার মানে নদীর স্বাভাবিক জলপ্রবাহই থাকবে।

ভারত নিজেও সিয়াং নদীতে দুটি বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছে এটি চীনা অংশে ইয়ারলুং ঝাংবো নামে পরিচিত।

অরুণাচলে প্রস্তাবিত ১১.৫ গিগাওয়াট ক্ষমতার একটি প্রকল্প ভারতীয় ইতিহাসে সবচেয়ে বড় হবে, যদি বাস্তবায়ন হয়।

মোদক বলেন, এই প্রকল্পগুলি ভারতের জলের ওপর অধিকার দেখানোর কৌশল, যাতে চীন ভবিষ্যতে জল সরাতে না পারে। ‘ভারত যদি দেখাতে পারে যে তারা জল ব্যবহার করছে, তাহলে চীন একতরফাভাবে সরাতে পারবে না।’

জল ও বাঁধ নিয়ে দ্বন্দ্ব নতুন নয়। পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে জলকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগ এনেছে, বিশেষ করে কাশ্মীর অঞ্চলে।

মিশরের একজন রাজনীতিক একবার ইথিওপিয়ার নীল নদীর বাঁধে বোমা হামলার পরামর্শ দেন, যা নিয়ে দীর্ঘ বিরোধ চলছে।

ভূমিকম্প ও চরম আবহাওয়ার ঝুঁকি নির্মাণ এলাকা ভূমিকম্প প্রবণ এবং ভূস্খলন, হিমবাহ–লেক ফাটল ও ঝড়ের ঝুঁকিতে রয়েছে। এবছর তিব্বতে ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর অনেকেই বাঁধের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এমনকি কাছের একটি ছোট বাঁধ প্রকল্পে শুধু ৪ মাসের নির্মাণ সময় পাওয়া যায়, কারণ উচ্চ–উচ্চতায় নির্মাণে প্রকৌশলগত সমস্যা ও শীতকালে কঠিন আবহাওয়া থাকে।

সাংবাদিকের রোজনামচা

শ্রীতীরন্দাজ

আশীর্বাদের জোরে

তারাপীঠ থেকে ফেরার পথে রেল গেট পড়ে যাওয়ায় দাঁড়াতেই হল মল্লারপুর লেভেল ক্রশিংএ। সেখানেই দেখা মিলল মল্লারপুরের তিন মল্লের থুড়ি তাদের মোটর বাইকের। একটি রাস্তার পাশে দাঁড় করানো যার নম্বর প্লেটে নম্বরের বদলে লেখা ‘পিতা মাতার আশীর্বাদ’। অন্য দুটি আমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে। একটির নম্বর প্লেট বিলকুল সাদা। অন্যটির নম্বর প্লেটটির দুই কোনা বাঁকানো, যাতে পুরো নম্বর দেখা না যায়। কেন এই গোপনীয়তা, বোঝা গেল না এরা আসলে কারা।

হতশ্রী

বোলপুর মানেই শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। বোলপুর মানেই অন্য সংস্কৃতি। অথচ সেই বোলপুর এখন হতশ্রী নিকেতন। কোনো পুর শহরের প্রায় প্রত্যেকটি রাস্তা এমন ভয়ঙ্কর হতে পারে নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এমন পথের ধারে দেখা মিলল এক বোলপুরবাসীর। বললেন, এতদিন নাকি টাকা ছিল না। তাই কাজ হয় নি। এখন কিছু কিছু কাজ শুরু হয়েছে। এরপরেই তাঁর প্রশ্ন, আচ্ছা আমরা তো কর দিতে বাকি রাখিনি, তাহলে আমাদের এত দুর্ভোগ কেন?

ফোনাসক্ত

কিছুদিন আগে শোনা গেছিল কর্তব্যে গাফিলতির দায়ে নবান্নের দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মীদের ডিউটির সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সকাল বেলায় হাজরা রোড ও হরিশ মুখার্জি রোডের ক্রশিংএ খোঁজ পাওয়া গেল তাদের একজনকে। পথে যানজট থাকলেও পিছন ফিরে তিনি মগ্ন মোবাইল ফোনে। অবশ্য এমন ফোনাসক্ত পুলিশের দৃশ্য এখন বিরল নয়। বিভিন্ন মোড়ে দেখা মেলে এদের। আরে মশাই, খবরাখবর তো রাখতে হবে, নইলে পিছিয়ে পড়তে হবে যে!

স্মরণে স্মরণ

৪ঠা জুলাই, ২০০২ পরলোকে পাড়ি দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ১৭ দিন পর ২২শে জুলাই প্রথম স্বামীজীকে স্মরণ করা হল সাউথ সুবার্বান (মেন) স্কুলে। কলকাতার উত্তরের সিমলের নরেনের স্মরণে সেদিন দক্ষিণের ভবানীপুরে হাজির হলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও সিস্টার নিবেদিতা। বর্ষিত হল স্মৃতি কথা, রচিত হল শোকগাথা। এই শিহরিত আবেগমথিত দিনটিকে পদধূলি ধন্য সেই হলে বসেই এইবছর স্মরণ করলেন স্কুলের প্রাক্তনীরা। সকলে গর্বিত, আপ্লুত সেদিনের কথা বলে।

উত্তরের আঙিনায়

ট্রেন থেকে উদ্ধার ৫৬ জন যুবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ জুলাই রাতে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন এনজেপি স্টেশন থেকে পাটনা অভিমুখে ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস থেকে ৫৬ জন যুবতী উদ্ধার করে জিআরপি এবং আরপিএফ। পরবর্তীতে তাদের পরিবারের সদস্যদের ডেকে প্রত্যেককে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

জানা গিয়েছে, আইফোন কোম্পানিতে কাজের টোপ দিয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে ৫৬ জন যুবতীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বিহার। তাদের নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নিয়ে এসে তোলা হয় এনজেপি পাটনা ক্যাপিটাল এক্সপ্রেসে। তবে তাদের কারোর হাতেই টিকিট ছিলনা, প্রত্যেকের হাতেই মেরে দেওয়া হয়েছিল কোচ নম্বর এবং বার্থ নম্বরের সিল। সোমবার রাতে জিআরপি এবং আরপিএফ ট্রেনে তল্লাশি চালানোর সময় ওই যুবতীদের একসঙ্গে দেখবার পর জিজ্ঞাসাবাদ করে। একসঙ্গে এত যুবতী কোথায় যাচ্ছে? শুরু হয় দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ। তারা জানায়, কলকাতার বাসিন্দা জিতেন্দ্র পাশওয়ান এবং শিলিগুড়ির চন্দ্রিকা তাদের নিয়ে যাচ্ছেন। এই ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। কলকাতার জিতেন্দ্র পাশওয়ান এবং চন্দ্রিকা নামে শিলিগুড়ির এক মহিলাকে আটক করেছে জিআরপি। গোটা ঘটনার তদন্তে জিআরপি এবং আরপিএফ এর উচ্চ পদস্থ কর্তারা।

কেক অস্কারে তিন ভারতীয়ের সাফল্য

জয়ন্ত চক্রবর্তী : শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে ২৫ জুন আয়োজিত হয় মর্যাদাপূর্ণ এশিয়া কেক অস্কার, যেখানে সারা এশিয়ার সেরা বেকিং প্রতিভাদের সম্মান জানানো হয়। এই প্রতিযোগিতায় ভারতের হয়ে অংশ নেন শিলিগুড়ির তিনজন অসাধারণ কেক শিল্পী রাখী মিত্রুকা, প্রিয়াঙ্কা পাল এবং কুনাল কোঠারি। শ্রীলঙ্কা ইনস্টিটিউট অব কনফেকশনারি অ্যান্ড কুলিনারি আর্টস শ্রীলঙ্কা কেক অ্যাওয়ার্ডস এবং হোম বেকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব শ্রীলঙ্কার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এশিয়ার ৪০০-রও বেশি বেকার অংশগ্রহণ করেন। শিলিগুড়ির এই ত্রয়ী তাঁদের উদ্ভাবনী ডিজাইন এবং নিখুঁত দক্ষতা দিয়ে বিচারক ও দর্শকদের মন জয় করে বিজয়ী হন। রাখী মিত্রুকার দ্য কেক থিওরি হয় বেস্ট এডিবল শোপিস অফ দি ইয়ার। প্রিয়াঙ্কা পালের প্রিয়াঙ্কা সুগার ব্লিস হয় রাইসিং স্টার।কুনাল কোঠারির কিচেনিরিং পায় সেফ অফ দি ইয়ার এবং পিপলস্ চয়েস অ্যাওয়ার্ড। তাঁদের এই সাফল্য নতুন প্রজন্মের বেকারদের জন্য অনুপ্রেরণা এবং শিলিগুড়ির সুপ্ত প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ভোজন কক্ষের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যায়ে ৪৫ নং ওয়ার্ডের বাঘাযতীন বিদ্যাপীঠ বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের নবনির্মিত ভোজন কক্ষের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুর নিগামের মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত

ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ সহ পরিবার। নবনির্মিত এই ভোজন কক্ষ নির্মাণের ফলে পড়ুয়াদের দ্বিপ্রহরিক আহারে সুবিধা হবে।

জন্ম দিচ্ছে

প্রথম পাতার পর

সুয়ো মোটো বাতিলের প্রভিমান থাকলেও তা উপেক্ষা করা হত রাজনৈতিক চাপ এড়াতে। এসব দেখেও দিনের পর দিন কমিশন চুপ করে থেকেছে, গা ছাড়া মনোভাব দেখিয়েছে। ফলে তালিকায় বিপুল সংখ্যায় মৃত, স্থানান্তরিত, ভুতুড়ে, নিখোঁজ ভোটারের পুরু নোংরা জমেছে। এখন স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন করে দীর্ঘদিনের সেই ময়লা তুলতে গিয়ে ঘাম ছুটছে কমিশনের।

নির্বাচন কমিশনের এই দীর্ঘ গা ছাড়া মনোভাবের সুযোগ নিয়ে বর্তমানে ফায়দা তুলতে নেমে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। সুকুমার হরেক রকমের ছায়া ধরার কথা লিখেছেন। রাজনৈতিক দলগুলোও কখনও পরিযায়ী শ্রমিকের ছায়া, কখনও অনুপ্রবেশ ছায়া, কখনও নাগরিকত্বের ছায়া ধরে কুস্তি লড়তে নেমেছে। জনগণের টাকার শ্রাদ্ধ করে দিনের পর দিন সংসদ অচল করে চলছে স্লোগান, ধর্ণা। কেন্দ্রীয় সরকারও দিব্যি আছে। তাদের কোনো সমস্যার জবাব দিতে হচ্ছে না সংসদে। সংবিধান মানলে বলতেই এই অলীক কুস্তিতে গায়ে ব্যাথা ছাড়া লাভ কিছুই হবে না। কারণ কয়েক দিন আগে যারা গাদা গাদা ভুয়ো নামের তালিকা দিয়ে ভোটার তালিকা সাফ করার দাবি জানিয়েছে তারাই এখন রিভিশন বাতিল করতে এককাট্টা।

বেতন বৃদ্ধির আবেদন ঠিকা শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৪ জুলাই এআইটিইউসি দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশনের মেয়রকে শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশনের যত ঠিকা শ্রমিক, কন্ট্রাকচুয়াল কর্মী এবং দৈনিক মজুরি প্রাপ্ত শ্রমিকদের বর্তমানে তারা মাসে যে বেতন তার ন্যূনতম ১০% বেতন বৃদ্ধি অথবা তার অধিক করার আবেদন জানান। এ সম্পর্কে উক্ত সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল ১০% অথবা তারও বেশি বেতন বৃদ্ধি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন মেয়রের সঙ্গে। তবে উল্লেখ্য ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি পুরো ইতিমধ্যেই ৩% বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে কর্মীদের কাছে অত্যন্ত কম বর্তমান সময় হয়। বর্তমান সময়ে তাদের বেতন বৃদ্ধি যদি ন্যূনতম ১০% এবং তার অধিক না হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই কর্মীদের কাছ থেকে ভালো কাজ আশা করা যায় না। এই আলোচনায় উক্ত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান শিলিগুড়ি পুর নিগমের উদ্যোগকে আরেকটু প্রসারিত করা গেলেএই সমস্ত কর্মীবৃন্দরা খুবই উপকৃত। উল্লেখ্য বিগত বাম পুর বোর্ডের সময় বর্তমানের থেকে অধিক বেতন বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও ট্রেড ইউনিয়নগুলি ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। বর্তমানে তাদের নীরবতা এআইটিইউসিকে অবাক করেছে। আজকের এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন লছমি মাহাতো, কুমারেশ ঘোষ চৌধুরী, প্রদীপ দের মতন বরিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং উজ্জ্বল ঘোষ, সুব্রত রক্ষিত, রামনাথ সাউ, পংকজ পাসওয়ান প্রমুখ।

জীবন জীবিকা উন্নত করতে 'উৎকর্ষ বাংলা'

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রান্তিক বাঁকুড়া জেলার মহিলাদের জীবন জীবিকা আরও উন্নত করতে বাঁকুড়ার ছাতনা ২ নম্বর ব্লকে সরকারি স্কিম 'উৎকর্ষ বাংলা'। মহিলাদের জন্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। ছাতনা ব্লকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের মধ্যে বেশ আগ্রহ তৈরি হয়েছে।এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন ৩৩ জন মহিলা। প্রত্যেককে নিয়েই সেলাই শেখানোর কাজ। এক মাসে প্রায় ১০০ ঘণ্টার ট্রেনিং।

ছাতনা ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌরভ ধল্য জানান, এর আগে বিভিন্ন সংস্থা এ ধরনের ট্রেনিং প্রোগ্রামগুলি পরিচালনা করলেও, বর্তমানে এই ট্রেনিং প্রোগ্রামগুলি পঞ্চায়েত লেভেলের সঙ্ঘগুলির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। উৎকর্ষ বাংলা নিয়ম অনুযায়ী প্রায় ১ মাসের ট্রেনিং এবং তারপর সঠিক মূল্যায়নের পর সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই প্রকল্পের কাজ ছাতনা ব্লকে শুরু হলেও পরবর্তীকালে বিভিন্ন পঞ্চায়েতে ছড়িয়ে পড়বে। অন্যান্য এলাকার মহিলারাও চাইলে যোগদান করতে পারবেন উৎকর্ষ বাংলার ট্রেনিং প্রোগ্রাম গুলিতে। সেলাই শেখার মাধ্যমে শুধুমাত্র যে স্কিল শিখছে মহিলারা তা নয়। এর পাশাপাশি তারা বুনছে স্বনির্ভর ভবিষ্যতের স্বপ্ন! বাঁকুড়ার মত প্রান্তিক জেলায় মহিলাদের স্বনির্ভর হওয়ার অভিযানটা সহজ না হলেও অসম্ভব নয়। সেই লক্ষ্মী এবার অগ্রসর হয়েছে বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের ৩৩ জন মহিলা।

কমিশন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সাঁড়াশি পদক্ষেপ

প্রথম পাতার পর

তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে চিঠি পাঠিয়েছে এ রাজ্যের অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গাদের চিহ্নিত করে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানোর জন্য বা তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য।' তিনি কার্যত মানতেই চাননি, এরা যে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী বা রোহিঙ্গা আছে বলে। উল্টে তিনি বলেছেন কেউ ভাববেন না আমি যতক্ষণ আছি কেউ আপনাদের কোথাও পাঠাতে পারবে না। সম্প্রতি বিহারে ভোটার লিস্ট সংশোধনের করে প্রায় ৪০ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টে দারস্থ হলে বিরোধীরা সুপ্রিম কোর্ট সে ব্যাপারে তাদের কড়া মনোভাব জানিয়ে দিয়েছে যে, শুধুমাত্র আধার কার্ড ভোটার কার্ড কিংবা রেশন কার্ড থাকলেই ভোটার তালিকায় নাম থাকা যাবে না। এছাড়াও আরো এগারোটা নথি আছে যেগুলো দেখালে তবেই প্রমাণিত হবে যে তিনি এ রাজ্যের বাসিন্দা। মমতা ব্যানার্জি এদিন ধর্মতলার মঞ্চ থেকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন যদি নাম বাদ দিতে চায় তাহলে জোর ঘেরাও কর্মসূচি হবে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন আরও করো কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে। কেন্দ্রীয় মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিবকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে রাজ্যে যে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এর দপ্তর আছে সেটা আর রাজ্য সরকারের অধীনে থাকবে না এখন থেকে পরিচালনা করবে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। বিহারের মতো এ রাজ্যেও আগামী ১ আগস্ট থেকে নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হবে। এখানেও এসআইআর অর্থাৎ স্পেশাল ইনটিমেট রিভিশন শুরু হবে। ভোটার লিস্ট সংশোধনের কাজে কেউ বাধা দিলে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী বা কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে সহযোগিতা নিতে হবে। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের সাঁড়াশি পদক্ষেপে শাসকদলের এখন ঘুম উধাও। অনেকে বলছেন বাম আমলে ৩৪ বছর এবং এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছরের শাসনে প্রচুর অনুপ্রবেশ হয়েছে এ রাজ্যে যেটা কোন সময় বাংলাদেশ থেকে কোন সময় মায়ানমার থেকে। শাসক দলের নেতাদের পয়সা দিয়ে অনেকেই আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড বানিয়ে নিয়েছে তার ফলে ভোটার লিস্টে নামও তুলে নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন আসল রহস্যটা এতদিন পর উদ্ধার করতে পেরেছে। অনেকেরই অনুমান এ রাজ্যে যদি সঠিকভাবে বা নিবিড় ভাবে ভোটার লিস্ট সংশোধন হয় তাহলে ১ কোটি ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে। আর তাতেই প্রমাদ গুণছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। আগামীদিনে কেন্দ্র ও রাজ্যের যে সংঘাত বাড়তে চলেছে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

ইংরাজি মাধ্যমের চাপে দিশেহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রথম পাতার পর

এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে নিয়োগ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে ২০১৬ সালের পর থেকে। এই বাংলায় মেধা বিক্রি হচ্ছে টাকার বিনিময়ে। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে চাকরি দুর্নীতি মামলায় ২০১৬ সালের পুরো প্যানেলকে অবৈধ ঘোষণা করে বাতিল করেছে আদালত। সেই মামলা এখনও চলছে। ফলে চাকরির আশা ছেড়ে দিয়ে এখন কেউ টিউশনি পড়াচ্ছে। আর যাদের টাকার জোর আছে তারা সরকারের কাছে অনুমোদন নিয়ে নার্সারি থেকে আপার প্রাইমারী কিংবা মাধ্যমিক স্কুল খুলেছে। সেই স্কুলগুলি চলছে এখন জোরকদমে। এমনও বেসরকারি স্কুল রয়েছে যাদের সরকারি কোন অনুমোদন নেই। জেলায় কতগুলি বেসরকারি স্কুল রয়েছে সেই তথ্য নেই জেলা শিক্ষা দপ্তরে। জেলায় মোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৪০১টি। পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার। সরকারি অনুমোদিত বেসরকারি স্কুল রয়েছে জেলায় প্রায় ২০টি। অনুমোদনহীন স্কুলের সংখ্যা প্রচুর। ১ জন ও ২ জন শিক্ষক আছে এইরকম প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রায় শখানেক। বীরভূম জেলা শিক্ষা দপ্তর স্কুলে পড়ুয়ার বাড়ানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। বাড়ি বাড়ি শিক্ষকদের নিয়ে অভিযানও চলছে। শিশুদের স্কুলমুখি করতে বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী রাখার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। এবিপিটিএ বীরভূম জেলার নেতা ভরত পাল এবং আকিবুল ইসলাম বলেন, গ্রামের বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত মানুষ এখন অনেকেই নিজেদের শিশুদের বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করার প্রবণতা বেড়েছে ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে পড়ুয়ার অভাব দেখা দিচ্ছে। এই ঘটনা ঘটেছে করোনাকালের পর থেকে। ২ বছর ধরে স্কুলগুলি বন্ধ থাকার ফলে স্কুল ছুটের সংখ্যা বেড়েছে। পড়ুয়ার অভাবে জেলায় প্রায় ৮০টি বিদ্যালয় বন্ধের মুখে। শিক্ষকের অভাব রয়েছে জেলার অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। একজন দুজন শিক্ষক নিয়েও বিদ্যালয় চলছে। সরকারের কোন হুশ নেই। আমরা সংগঠন গতভাবে লাগাতার আন্দোলন ও জেলা শিক্ষা দপ্তরে ডেপুটেশন দিলেও কোনো সুরাহা হয়নি।

সাইবার ক্রাইম ও তার প্রতিকার

সাইবার ক্রাইমে জেরবার ভারতের সাধারণ মানুষ। দেশে এতো আইন থাকতে কীভাবে এই প্রতারক, জালিয়াতদের পক্ষে এই কাজ সম্ভব হচ্ছে? এর কারণ কি ভুক্তভুগিদের অজ্ঞতা, পুলিশের ব্যর্থতা, নাকি ভারতের বিচার ব্যবস্থা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মানুষের সচেতনতার স্বার্থে আলিপুরবার্তা সম্পাদকের অনুরোধে প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য বহুদিন পরে আবার তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও নানা সূত্রে পাওয়া তথ্য নিয়ে পাঠকদের জন্য কলম ধরলেন।

এক ফ্যাশন ডিজাইনারের প্রেম কাহিনী

ছেলেটি একজন এমবিবিএস ডাক্তার। নাম সোহম। বাড়ি দমদমে। মেয়েটির নাম অনন্যা। আদি নিবাস আসানসোল হলেও বর্তমানে থাকে কলকাতা গল্ফগ্রীনের এক ফ্ল্যাটে (দুজনের নাম পরিবর্তিত) এক বিয়ে বাড়িতে আলাপ থেকে বন্ধুত্ব, পরে প্রেম পর্ব শুরু। অনন্যা একজন ফ্যাশন ডিজাইনার।কিছুদিন নানা রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া, পরে শপিং মলে গিয়ে সে প্রচুর জিনিস অনন্যাকে কিনে দেওয়া শুরু করে ছেলেটি। তারপর সে গল্ফগ্রীনে অনন্যার অনুরোধে ওর ফ্ল্যাটে যাতায়াত এবং সন্ধ্যায় মাঝে মাঝে পানীয় সেবনের পরে রাতের ডিনার করে হাসপাতাল কোয়ার্টারে ফেরা শুরু করে। মাঝে মাঝে অনন্যা অধিক রাতে মোবাইলে চ্যাটিং এবং নানা রসালো এসএমএস পাঠানো শুরু করে, যাতে লেখা থাকে কাল রাতে তোমার উদ্দাম লালসার শিকার আমি হলেও নেশা জাতীয় যেটা এনেছিলে খাবার পরে কি ঘটেছে সেই সময় তেমন কিছু উপলব্ধি না হলেও সকালে বুঝেছি(লক্ষনীয় মেয়েটি কত বুদ্ধিমত্তার সাথে বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ এসএমএস ও চ্যাটিং যা পাঠিয়েছিল)। সোহমও ওই মেয়েটির চক্রান্তের ব্যাপারটি আগাম উপলব্ধি করতে না পেরে প্রতি উত্তরে তার এসএমএসের সম্মতি জানিয়ে সরল বিশ্বাসে বহু এসএমএস পাঠিয়েছিল। এই ভাবেই দিন চলে। অনন্যা কথা প্রসঙ্গে জেনে নেয় সোহম একমাত্র সন্তান এবং অতি সচ্ছল পরিবার। কিছু দিন পরেই ছন্দপতন। হঠাৎ অনন্যা সোহমের কাছে ৫০ লক্ষ টাকা দাবি করে জানায় সে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দিনের পর দিন ওকে নেশা করিয়ে শ্লীলতা হানি শুধু নয় ও তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকায় তার অজান্তে ধর্ষণও করেছে। যদি প্রাপ্য টাকা না দেয় থানায় সে ধর্ষণ মামলার কেস করতে বাধ্য হবে। সোহম বিস্মিত, হতবাক দিশেহারা হয়ে যায় এবং সে ওই অর্থ দিতে অস্বীকার করে। কারণ সে ভেবেছিল যতটুকু সম্পর্ক হয়েছে উভয়ের সম্মতিতে, এটা কি করে ধর্ষণ হয়, বরং এতটা শারীরিক সম্পর্ক তো হয়ইনি। অনন্যা আসানসোল থানায় গিয়ে একটি ধর্ষণ মামলা স্টার্ট করলে দুদিন পরেই তাকে ওর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ তাকে জেলে পাঠায়। কেস কলকাতা হাইকোর্টে ওঠে কিন্তু বিচারক উভয়ের এসএমএস, চ্যাটিং, টাওয়ার লোকেশন দেখে ওর জামিন রিজেক্ট করে জানায়, তথ্য সূত্র থেকে জানা যায়, ডাক্তার সেই মেয়েটিকে নেশা দ্রব্য খাইয়ে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি করেছে, সেটা ওর পাঠানো এসএমএস দেখেই স্পষ্ট। ডাক্তার অশিক্ষিত নয়। এই অবস্থায় সব কিছু বিচার করে তার জামিন রিজেক্ট করা হল। পরে জানা যায়, আসানসোলে এই অনন্যা মেয়েটি দীর্ঘদিন ধরেই এক সংখ্যক পুলিশ, কিছু রাজনৈতিক কর্মীদের যোগসাজসে এইভাবে বহু পুরুষদের প্রতারণা করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিল। শুভম বেশ কিছুদিন জেলে থাকার পর গত ফেব্রুয়ারি মাসে জামিনে মুক্ত হলেও কেসটি চলছে। কিন্তু এই প্রথম ডাক্তার ছেলেটি চ্যালেঞ্জ করায় সেই মেয়েটির চক্রান্তের কথা মানুষ প্রথম জানতে পারে। (চলবে)

চুনাখালিতে মাতৃদুগ্ধ কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: নদীর তীরে অবস্থিত সুন্দরবনের পরিবেশ বান্ধব চুনাখালি গ্রাম পঞ্চায়েত। তপশিলভুক্ত এলাকা। এছাড়াও এই পঞ্চায়েতে অসংখ্য মহিলা সদস্য রয়েছেন। পঞ্চায়েতের পাশেই প্রতিদিনই স্বনির্ভর মায়ের বিভিন্ন কাজের ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এক কথায় সুন্দরবনের এই পঞ্চায়েতে প্রতিদিনই বিভিন্ন কাজের জন্য শতাধিক মায়েরা উপস্থিত থাকেন। অনেক মায়ের কোলে থাকে শিশু সন্তান। সন্তানকে মাতৃদুগ্ধ পান করাতে সমস্যায় পড়তে হয় মায়েদের। তাদের এহেন সমস্যা নজরে পড়ে পঞ্চায়েত প্রধান দিপালী বৈরাগী সরদার ও উপপ্রধান নরেশ চন্দ্র নস্করের। এই সমস্যা সমাধানের জন্য পঞ্চায়েত অফিসের পাশেই গড়ে তোলা হচ্ছে মাতৃদুগ্ধ কেন্দ্র। যেখানে মায়েরা তাদের সন্তানদের নিরাপদ এবং নিশ্চিন্তে মাতৃদুগ্ধ পান করাতে পারবেন। এছাড়াও এই মাতৃদুগ্ধ কেন্দ্রে থাকবে সুলভ শৌচালয়,পানীয় জলের ব্যবস্থা, আলো, পাখা এবং শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য বিভিন্ন খেলার সরঞ্জাম। আগামী অক্টোবর মাসেই সূচনা হবে বলে জানা গিয়েছে। দিপালী বৈরাগী সরদার জানিয়েছেন, 'বুকে সন্তানকে আগলে নিয়ে কোন কাজ করতে গেলে মায়েদের অসুবিধা হয় না। তবে সন্তান যখন খিদের জ্বালায় কাঁদে তখনই চরম সমস্যায় পড়তে হয়। খুঁজতে হয় নিরাপদ আশ্রয়। ফলে পঞ্চায়েত অফিসে অসংখ্য মায়েরা বুকের শিশু আগলে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য হাজীর হয়। তারা যাতে নিরাপদ এবং নিশ্চিন্তে মাতৃদুগ্ধ পান করাতে পারেন তার জন্য এমন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।' উপপ্রধান নরেশ চন্দ্র নস্কর জানিয়েছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তিনি সর্বদাই মায়েদের জন্য চিন্তাভাবন করেন। মায়েদেরকে কষ্টের মধ্যে পড়তে হবে এমনটা তিনি কোন দিনও চিন্তা করেন না। সেখানে আমরা তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত। মায়েদের চিন্তা এবং কষ্ট লাঘব করার জন্য পঞ্চায়েতের তরফ থেকে 'মাতৃদুগ্ধ কেন্দ্র' তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যা আগামীদিনে বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

তৎপর অতিরিক্ত জেলাশাসক

প্রথম পাতার পর

জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক কিছুদিন আগে নিযুক্ত হয়েছেন শেখ সাইদুল্লা। তিনিও যথেষ্ট তৎপর হয়েছেন জেলার গ্রন্থাগার পরিষেবাকে আরো স্বাভাবিক করার জন্য।

সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে চারজন গ্রন্থাগারিক শুধুমাত্র একটি গ্রন্থাগারের দায়িত্ব ছিলেন এতদিন ধরে আগামী মাস থেকে তাদের নাকি আরো একটি করে লাইব্রেরির দায়িত্ব দেওয়া হবে। তবে যে একজন গ্রুপ ডি কর্মী প্রকাশ দাস আছেন যার বাড়ি বিদ্যানগর কলেজের কাছে যিনি বর্তমানে আমতলার গ্রামীণ গ্রন্থাগারের দায়িত্বে কাজ করছেন। জানা যাচ্ছে এই একজন ব্যক্তি নাকি দীর্ঘদিন ধরে একটি লাইব্রেরির দায়িত্বে আছেন এবং কোনদিনই নাকি ভোটের ডিউটি কিংবা বইমেলার ডিউটি পর্যন্ত করেন না। অথচ অন্যদিকে জানা যাচ্ছে, তারই সমপদ মর্যাদার আরেকজন গ্রুপ ডি কর্মী যার নাম হচ্ছে নাজমুস শায়াদাত শেখ যিনি অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনটি লাইব্রেরী দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। যে তিনটি লাইব্রেরী তিনি দায়িত্ব সামলাচ্ছেন গ্রুপ-ডি কর্মী হিসেবে সেগুলি হল ধানক্ষেত বিদ্যালয় গ্রন্থাগার (কোড নং ১৫২), সোনাখালী তরুণ তীর্থ পাঠাগার (কোড নং ৮৭), ওয়েসিস লাইব্রেরী (কোড নং ৯৩)। বর্তমানে তিনি খুবই অসুস্থ কিছুদিন ছুটি চেয়ে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিককে চিঠিও দিয়েছেন। প্রকাশ দাসের ব্যাপারে জেলা গ্রন্থাগার দপ্তর কি পদক্ষেপ নিচ্ছে সেটা এখনও অবশ্য জানা যায়নি।

বিবেক নিকেতনে বৃক্ষ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: চলতি অরণ্য সপ্তাহের মধ্যে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির পরিচালনায় ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা বন বিভাগের সহায়তায় ২০ জুলাই বিষ্ণুপুরে সামালির বিবেক নিকেতনে পালিত হয় বৃক্ষ বিতরণ উৎসব। স্থানীয় গ্রামবাসীদের হাতে মেহগনি, জাম, শিশু, সোনাঝুরি, কৃষ্ণচূড়া, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছের ১৫০টিরও বেশি চারা তুলে দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ, সদস্য সুধীর নন্দী, সঞ্জীব মুখার্জী, সাংবাদিক অরুণ লোধ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এখন থেকেই গাছের প্রতি ভালোবাসা তৈরি করার জন্য ছোটদের হাতেও কিছু চারা তুলে দেওয়া হয়। চারা হাতে পেয়ে খুশি কচিকাঁচারা জানায়, তারা নিজেরা সেই চারা পুঁতে রোজ তাকে যত্ন করে বড় করে তুলবে।

সেমিনার এবং কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি: হাওড়ার কেলিড়া হাজী আব্দুল আহজার ইনস্টিটিউশনের সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে এবং পরিচালনায় বিদ্যালয়ের রবীন্দ্র মঞ্চের সভাঘরে আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার উক্ত বিষয়ের উপর প্রশ্নোত্তর পর্বে কর্মশালায় ছাত্রছাত্রীদের হাতেকলমে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়। সেমিনার প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলার ইতিবৃত্তি, লৌকিক দেবদেবী, আন্দুলমৌড়ির ইতিবৃত্তি

লক্ষ্যে ১৬ জুলাই একদিনের আন্তঃবিদ্যালয় সেমিনার এবং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল 'হাওড়া জেলার ইতিহাস ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি তৎসহ অন্দুল রাজবংশ।' সেমিনারের পর প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষারত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক ড. মোহনলাল মণ্ডল। বিদ্যালয়ের সভাপতি সানি দত্তের সমাপ্তি ভাষণের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

জিমস হাসপাতলে বিজ্ঞান মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৫ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগণার জগন্নাথ গুপ্তা ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স এন্ড হাসপাতালে জগন্নাথ গুপ্তা ইউথ সাইন্স ফেয়ারের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, কমলেশ সিং সহ আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সহযোগিতায় আছে বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম(বিআইটিএম কলকাতা)। ৬২টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন মডেল নিয়ে এই বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করেন। মেলাকে ঘিরে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। চলবে আগামী ২৬ জুলাই পর্যন্ত।

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি
৫৭/১এ চেতলা রোড, আলিপুর,
কলকাতা ৭০০ ০২৭
রেজিস্ট্রেশন নং-এস/৬৬৭০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমিতির সকল সভ্যবৃন্দকে জানানো যাচ্ছে যে আগামী ১৫ আগষ্ট ২০২৫ নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ আলোচনার জন্য সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনাস্থিত বিবেক নিকেতনে, সকাল ১১ টায় নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সকল সদস্যকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আলিপুর
২৩.০৭.২০২৫

প্রণব ভূষণ গুহ
সাধারণ সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়

১। গত সাধারণ সভার বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
২। সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ।
৩। গত আর্থিক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ ও অনুমোদন।
৪। সমিতির বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা।
৫। বিবিধ।

যদুবাবু বাজার সংস্কার শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যোগে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের যদুবাবুর বাজারের সংস্কারের কাজ শুরু হবার পথে। এ বিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'যদুবাবুর বাজারটি বেসরকারি বাজার। সম্প্রতি ওই বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। ওনারা বাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করে যদি ওনারা রাজি থাকেন, তাহলে কলকাতা পৌরসংস্থা বাজারটির সংস্কার করবে। তবে বাজারের সব শরিকদের সম্মতির রিপোর্ট আগে কলকাতা পৌরসংস্থায় আসুক, তারপর সংস্কারের কাজ কিভাবে শুরু হবে, ভাবা হবে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা পৌরসংস্থার নিয়ন্ত্রণে থাকা বাজারের সংখ্যা ৮৫টি। কলকাতা পৌর এলাকার বাকি সব বাজার প্রায় ৪৫০টি রয়েছে বেসরকারি বাজার। সেই অর্থে উত্তর কলকাতার হাতিবাগান বাজার, পূর্ব কলকাতার পাতিপুকুর মাছের আড়ত, ছাতুবাবুর বাজার, লাটুবাবুর বাজার, এমনকী হরি সাহার হাট সবই বেসরকারি বাজার। কলকাতা শহরের যেসব বাজার বয়সের ভারে জীর্ণ সেগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম চিন্তিত। সমস্যা সমাধানে খুব শীঘ্রই তিনি পৌর বাজার ও বিল্ডিং দপ্তরের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন।

যৌথভাবে খাল পরিষ্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যের সেচ মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানিয়েছেন, নিকাশি খাল বা সেচ খাল আবর্জনা মুক্ত করা রাজ্যের সেচ দফতরের কাজ। কিন্তু খালে আবর্জনা ফেলা বন্ধে পৌরসভা ও পৌরসংস্থা গুলিকে উদ্যোগী হতে হবে। সেজন্যই আমরা একসঙ্গে কাজ করবো। খালের ধাড়ে বা পাড়ে থাকা লোকজন প্রায়শই খালে আবর্জনা ফেলছেন। কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বারংবার উষ্মা প্রকাশ করে বলেছেন, 'শহরের যে কোনও খাল বা আদিগঙ্গা ডাস্টবিন নয়। এখানে আবর্জনা ফেলবেন না। আসলে কিছু পৌরবাসীর মধ্যে সচেতনতা আসলেও, অধিকাংশ পৌরবাসীর মধ্যে এখনও সচেতনতা আসেনি।' বর্ষার আগে কলকাতাসহ বিভিন্ন জেলার শহরাঞ্চলে ১,২৩৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের খাল বার্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে পরিষ্কার করা হয়েছে বলে সেচ দফতর জানায়। খাল থেকে কচুরিপানা ও একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিক তোলা হয়েছে। একই সঙ্গে কলকাতা পৌরসংস্থার সঙ্গে যৌথ পরিদর্শন করে নিকাশি খালে জল আটকে থাকার জায়গা গুলি চিহ্নিত করে খুলে দেওয়া হয়েছে। যাতে বর্ষার জল দ্রুত বের হতে পারে।

নবরূপে সাজবে দইঘাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর, কলকাতা (এসএমপি, কলকাতা) এবং টি.এন.এস লজি–পার্ক প্রাইভেট লিমিটেড একসাথে ঐতিহাসিক দইঘাটকে নতুন রূপে গড়ে তোলার যাত্রা শুরু করল। টি.এন.এস লজি–পার্ক প্রাইভেট

লিমিটেডের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর)–র অংশ হিসেবে এই গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতাপত্র (মৌ) স্বাক্ষরিত হয়, যা ঘাটটির পুনরুন্নয়ন, সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

হুগলি নদীর তীরে, আদিগঙ্গার মূল ধারা যেখানে মিলিত হয়েছে, তার বিপরীতে হাওড়ার সামনে অবস্থিত দই ঘাটের নাম বাংলার 'দই' শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা এই স্থানের ঐতিহাসিক দুগ্ধ বাণিজ্যের সঙ্গে সংযোগ নির্দেশ করে। আদিগঙ্গার মিলনস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এটি গ্রামীণ বাংলা ও ক্রমবর্ধমান কলকাতার মধ্যে নিত্য বাণিজ্যিক যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল।

এই স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় স্ট্র্যান্ড রোডের এসএমপিতে। উপস্থিত ছিলেন এসএমপি কলকাতার চেয়ারম্যান রথেন্দ্র রমন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি চেয়ারম্যান সম্রাট রাহী, এসএমপি কলকাতা এবং টি.এন.এস লজি–পার্ক প্রাইভেট লিমিটেডের বিশিষ্ট প্রতিনিধি আর.পি. সিং (সিইও), আদিত্য রায় (সিএফও), বিশাল সিং (অপারেশনস প্রধান) এবং এসএমপি কলকাতার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকরা। এর আগে এসএমপি, কলকাতা কুমোরটুলি ও নিমতলা ঘাট পুনরুন্নয়নের লক্ষ্যে আদানি গ্রুপ প্রাইভেট লিমিটেড এবং পিএস রিয়েলটি গ্রুপ প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করে।

চেয়ারম্যান রথেন্দ্র বলেন, 'এই উদ্যোগ আমাদের শহুরে উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি অটল প্রতিশ্রুতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দই ঘাট শুধুমাত্র ঐতিহাসিক দিক থেকেই নয়, পুরনো কলকাতার স্থানীয় দুগ্ধ বাণিজ্যের একটি কেন্দ্র হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘাটের সংস্কার হুগলি নদীতীর উন্নয়নের এসএমপি কলকাতার বৃহত্তর প্রয়াসের এক অংশ। একটি সমাজবদ্ধ, দায়িত্ববান সংস্থা হিসেবে টি.এন.এস লজি–পার্ক প্রাইভেট লিমিটেড আমাদের এই উদ্যোগে যোগ দেওয়ায় আমরা আনন্দিত।'আর.পি. সিং, 'ঐতিহাসিক দই ঘাটের পুনরুন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমরা সম্মানিত ও গর্বিত। আমরা এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও পরিকাঠামোগত আধুনিকায়নের মাধ্যমে এই স্থানটিকে আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো।

খিদিরপুরে মাইকেলের বাড়ি কোনটি

বরুণ মণ্ডল

মেঘনাদবধ কাব্যের রচয়িতা কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের খিদিরপুরস্থিত বাড়ি নিয়ে জট কাটাতে বেহালাস্থিত রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের সাহায্য চাইলেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। সম্প্রতি মহানাগরিক এ বিষয়ে জানান, 'খিদিরপুরের কার্ল মার্কস সরণিতে (সার্কুলার গার্ডেনরিচ রোড) কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের যে বাড়িটি হস্তান্তর করে প্রোমোটিংয়ের চেষ্টা হয়, তা কলকাতা পৌরসংস্থা আটকে দিয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থার ৭৭ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত কবির আসল বাড়ি কোনটি তা চিহ্নিত করে দেওয়ার জন্য রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে। সংস্কারের অভাবে ওই বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ছিল। হাতবদল করে প্রোমোটিংয়ের চেষ্টা আটকানো গিয়েছে। ওই বাড়ির কাজ আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ওখানে কোনও বাড়ির নকশার অনুমোদন দেওয়া হবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮১৭ সালে ২০ নম্বর কার্ল মার্কস সরণি, খিদিরপুরস্থিত বাড়িটি মধুসূদন দত্তের

আইন ব্যবসায়ী পিতা রাজনারায়ণ দত্ত, রামনারায়ণ বসুর থেকে ৪,০০০ টাকায় এই বাড়িটি কেনেন। ১৮৩৬ সালে মধুসূদনের ১২ বছর বয়সের সময়ে দেশের বাড়ি বর্তমান বাংলাদেশের যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রাম থেকে স্ত্রী জাহ্নবী দত্ত এবং একমাত্র পুত্র মধুসূদন দত্তকে খিদিরপুরের বাড়িতে নিয়ে আসেন রাজনারায়ণ দত্ত। ১৮৬২ সালের মে মাসে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যারিস্টারি পড়তে ইংল্যান্ড যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর বিশেষ স্নেহাস্পদ হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাত্র ৭,০০০ টাকায় বিক্রি করে দেন এই বাড়ি। এই বাড়িটি মধুসূদন দত্তের কিশোরবেলাকার বাড়ি। দীর্ঘ ২৬ বছর মধুসূদন এই বাড়ি ছিলেন। হেরিটেজ কমিটির 'গ্রেড ২এ তালিকাভুক্ত ইমারতটি রক্ষা করতে কলকাতা পৌরসংস্থা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। মহানাগরিক বলেন, 'মধুসূদন দত্ত ২০, কার্ল মার্কস্ সরণির ঠিক কোন বাড়িতে দীর্ঘ ২৬ বছর কাটিয়েছেন, তা চিহ্নিত করে দিতে হেরিটেজ কমিশনের চেয়ারম্যান প্রাক্তন আইএএস আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেছি।

কলকাতা পৌর সীমানায় এবার বোর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার শেষ ও শুরু কোন এলাকা এবার থেকে তা বোর্ড টাঙিয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। বোর্ডের একদিকে লেখা থাকবে 'স্বাগত কলকাতা পৌরসংস্থা' অপরদিকে লেখা থাকবে 'অসংখ্য ধন্যবাদ, কলকাতা পৌরসংস্থা'। ১৮ জুলাই 'টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে নাগরিকদের সঙ্গে পৌর পরিষেবা নিয়ে আলাপচারিতায় এমনটাই জানিয়েছেন কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। আসলে কলকাতা পৌরসংস্থার লাগোয়া পৌরসভার বাসিন্দাদের অভিযোগ দিন–দিন বাড়ছে। লাগোয়া পৌর এলাকার বাসিন্দা ভাবছে, ওই এলাকাও কলকাতা পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত। তাই এই সীমানা সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনের জন্য এবার কলকাতা পৌর এলাকার শেষ ও শুরুর রাস্তায় স্বাগত ও ধন্যবাদের বোর্ড বসিয়ে দেওয়ার জন্য মহানাগরিক পৌর আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। এই ধরনের সমস্যা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার রাজপুর–সোনারপুর পৌরসভাকে নিয়ে। কলকাতা পৌরসংস্থার ১১১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ব্রহ্মপুর এলাকার ঋষি রাজনারায়ণ রোডের সঙ্গে দক্ষিণের সোনারপুর পৌরসভার সংযুক্তিকরণে ওখানে এই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

হবে ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ–পূর্ব কলকাতার সংযুক্ত এলাকার ৫টি ওয়ার্ডের নিকাশি ব্যবস্থার আমূল উন্নয়নে ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা তৈরির কাজ আগামী শারদোৎসবের পরপরই শুরু হবে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের ঋণে কেইআইআইপিকে(কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন বিনিয়োগ প্রকল্প) তৃতীয় পর্যায়ের কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, আগামী শারদোৎসবের পর এই শুরু হবে। এডিবির শর্তানুযায়ী ২০৩২ সালের জুলাই মাসের মধ্যে এই তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ করতে হবে। এডিবির থেকে কলকাতা পৌরসংস্থা এই পর্যায়ের কাজের জন্য ২,১৭০ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছে। আর ওই সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না হলে ২,১৭০ কোটি টাকা ঋণের সঙ্গে একটা ভারী অঙ্কের সুদ কলকাতা পৌরসংস্থা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারে গুণতে হবে। এর আগে এডিবির ঋণে সংযুক্ত এলাকায় দুটি পর্যায়ে কাজ হয়েছে। আর তাতে প্রচুর গাফিলতিও হয়েছে। তাই তৃতীয় পর্যায়ের কাজে এবার শুরু থেকেই কেইআইআইপির প্রজেক্ট ডিরেক্টর ধবল জৈনের নেতৃত্বে ডিরেক্টর জেনারেল(প্রজেক্ট), ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার, ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার(মেকানিকাল) দ্বারা কড়া মনিটরিংয়ের মধ্যে কাজ শুরু হবে এবং কাজে একটা গতিও থাকবে। পৌর সূত্রে আরও খবর, ফিলিপাইনসের রাজধানী ম্যানিলা থেকে নয়াদিল্লি হয়ে কলকাতা পৌরসংস্থায় অর্থ বরাদ্দের ই–মেল

বার্তা পাওয়ার পরই কলকাতা পৌরসংস্থা ও কেইআইআইপির প্রজেক্ট ডিরেক্টর ধবল জৈন ও অন্যান্য আধিকারিকরা কয়েক দফা আলোচনা করেছেন। সমীক্ষার কাজও হয়েছে।

এই পর্যায়ে ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালার কাজ হবে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের পূর্ব দিকে ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের আনন্দপুর, বানতলা, চৌবাগা, উত্তর চৌবাগা, হোসেনপুর, মাদুরদহ, নুরতলা, উত্তর পঞ্চাননগ্রাম, ভিআইপি নগর ইত্যাদি এলাকায়। আর লাগোয়া ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের অজয় নগর, চক গড়িয়া, গড়িয়া গড়চা, কালিকাপুর, মুকুন্দপুর, নয়াবাদ, পঞ্চসায়ার, সার্ভে পার্ক ইত্যাদি এলাকায়। বেহালার ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাঘপোতা, সোনামুখী, বোম্বাই বাগান, যাদব ঘোষ রোড, কাষ্ঠডাঙা রোড, থাবাপাড়া, রক্ষিতপাড়া, রাম রোড, সরসুনা মেন রোড, অক্সিটাউন, শিবরামপুর রোড, জুবিলি পার্ক, সূর্য সেন নগর, সরসুনা স্যাটেলাইট টাউনসিপ, জয়শ্রী পার্ক, নূতনহাট পেট্রোল পাম্প ইত্যাদি এলাকায়। জোকার ১৪২ নম্বর ওয়ার্ডের জুলপিয়া রোড, মাগুরখালি, মহাত্মা গান্ধী রোড, রামজীবনপুর, সজনেবেড়িয়া, জিদার গোট ইত্যাদি এলাকা। এছাড়াও লাগোয়া ১৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের বলাকা, বিধান পল্লি, ডায়মন্ড পার্ক, হরিদেবপুর ঢালিপাড়া, কাজির চক, মনোরমা পার্ক ইত্যাদি এলাকায় নিকাশি সংস্কারের কাজ হবে। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সবুজ বিচারালয়ের নির্দেশ মেনে ভূগর্ভস্থ নিকাশির অপরিস্রুত ময়লা জলকে পরিস্রুত করতে 'সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরি করা হবে। এই ৫টি ওয়ার্ডে দীর্ঘদিনের খোলা নর্দমা বন্ধ হবে। এতে ব্ল্যাকটপ– হার্ডটপের ওপর বর্ষায় বৃষ্টির জলজমা, মশামাছির উৎপাত কমবে।

কেবল্ তারে জর্জরিত শহর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেবল্ তারে জর্জরিত শহর কলকাতা। এ অভিযোগ কলকাতা পৌরসংস্থার উত্তর কলকাতার ১২ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের। বিভিন্ন ধরনের তার সেটা ব্রড ব্যান্ড থেকে শুরু করে ক্লোজড–সার্কিট টেলিভিশন, কেবিল টেলিভিশন ইত্যাদির তার দেখা যায় রাস্তা জুড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কখনও দেখা যায় রাস্তা পার করে রাস্তার এপার থেকে টেনে রাস্তার ওপারে নিয়ে যাচ্ছে। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশও শহরের

রাজপথে সিসি টিভি লাগাচ্ছে। তারাও তার টানাটানি করছে। কলকাতা পৌরসংস্থার নিজস্ব ল্যাম্প পোস্ট বা সিইএসসি'র নিজস্ব ল্যাম্প পোস্টগুলি নানা তারে আচ্ছাদিত। অনেক ক্ষেত্রে তারটির প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও খুলে নেয় না ওই তারের নির্দিষ্ট কোম্পানির থেকে। ফলে ইলেকট্রিকের কর্মচারীদের কাজের অসুবিধা এই তার ও তার বক্সগুলি। এবিষয়ে ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়েরের প্রস্তাব, তার বা 'ওয়্যার ইন্সটলেশন' করার সময় তাদের নির্দিষ্ট 'গাইডলাইন দেওয়া হলে এবং সেটি একটি পরিষ্কার চিত্র কলকাতা পৌরসংস্থার কাছে থাকলে, আকাশপথে এই তার জালিকা থেকে রাস্তা, পাড়া এবং উত্তরণ এলাকামুক্ত হবে। পুরনো 'হাইরাইজগুলিও আগুনের বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা আলোকায়ন ও বিদ্যুতায়ন দফতরের মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সি বলেন, গত কয়েক বছর ধরে কলকাতা পৌরসংস্থা লাইট পোস্টের ওপর দিয়ে কেবল্ টিভির তার নিয়ে যাওয়ার সমস্যায় জর্জরিত। সেজন্য কেবল্ অপারেটরদের সঙ্গে বেশ কয় মিটিং করা হয়েছে। তখন তাদের এই নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে নির্দিষ্ট গাইড লাইন দেওয়া হয়েছিল। কলকাতা পৌরসংস্থার আলোকায়ন দপ্তর সেজন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আগামীদিনে আরও নেবে। আর পৌরপ্রতিনিধিও যেখানে যা দেখছেন, তাঁরাও বরোতে আলোকায়ন দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের জানাবেন। এখন ডেথস্ কেবল্ তারগুলি কেটে ফেলা হচ্ছে। কাজটি ধীরেধীরে হচ্ছে। সেজন্যই অনেকেরই মনে হতে পারে কাজটি হচ্ছে না।

বার্তা

সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ: রাজনৈতিক দলের পতাকা থাকলে মাথার দাম কমে যায়। তাই রাজনৈতিক উৎসবে হেলমেট ছাড়াই দাপিয়ে বেড়ায় সমর্থকেরা পুলিশের চোখের সামনেই। নেতারা সাবধানবাণী শোনায় না কোনও মঞ্চ থেকেই। এমন প্রশাসনিক নির্বিকারতায় প্রশ্ন উঠছে আইন–শৃঙ্খলতার।

ভাগাড় : তারাতলা রোডের পাশে খিদিরপুর যাওয়ার রাস্তায় ৮০ নম্বর ওয়ার্ডে বিএসএনএলের পরিত্যাক্ত গোডাউন এখন প্রকাশ্য ভাগাড়। ছড়াচ্ছে আবর্জনা ও দুর্গন্ধ। পুরসভা নির্বিকার। ছবি : অরুণ লোধ

বিপদজনক : ভেঙে যাওয়া বাতিসম্ভের কাটা তার, ঢাকা দেওয়া হয়নি। যে কোন সময় বিপদ ঘটে যেতে পারে, প্রিন্সেপ ঘাটে।

পার্বণ : গঙ্গাসাগরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শ্রাবণী মেলা আর তাতেই যোগ দিতে আসছে ভিন রাজ্যের শরণার্থীরা, তারই মাঝে ক্ষণিকের বিরতি নেওয়া প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে। ছবি : অভিজিৎ কর

মাঙ্গলিকী

স্মারক বক্তৃতা এবং ভক্তিগীতি সম্মেলন

হীরালাল চন্দ্র : বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে ও সম্পাদক অরূপ বৈদ্যের সুষ্ঠু পরিচালনায় স্মারক বক্তৃতা এবং ভক্তিগীতি সম্মেলন শুরু হল ১ জুলাই থেকে। চলবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। বিভিন্ন দিনে সারগর্ভ ভাষণ দেন প্রবাজিকা আপ্তকাম প্রাণা মাতাজী, আরাধনা পাল, ড. তপন চক্রবর্তী, তিলক ভট্টাচার্য্য, স্বামী সেবা ব্রতানন্দ, পায়ন দাস, অচিন্ত মুখার্জী, মানস ভট্টাচার্য্য, হৈমন্তী চ্যাটার্জী, ক্ষিতি দত্ত, শশধর দাস প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন মিতা নাগ, সুমিতা রীত, দেবারতি সেন, শম্পা রায়, শর্মিষ্ঠা সেন মল্লিক, শ্রাবণী সিনহা, অপর্ণা ঘোষ বিশ্বাস, সুস্মিতা চ্যাটার্জী, শ্যামলী ভট্টাচার্য্য, করুণাময়ী ভট্টাচার্য্য, শেট ভিকদ্র ও অরিন্দম মুখার্জী প্রমুখ। স্মারক প্রসঙ্গ– কমলিনি গুপ্ত, হরিহর দাস, গদাধর দাস ও বিশ্বনাথ দত্ত। ধন্যবাদ জ্ঞপন করেন ভাস্কর রায়চৌধুরি। সহযোগীতায় রণজয় রায়। সঞ্চালনা– সুভাষ মিশ্র। অতিথি– সমর মুখার্জী। শেষে ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সম্প্রতি সিঁথি রেনেসাঁ আয়োজিত ৩৭ তম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হল রথতলা নজরুল মঞ্চে। ওডিশি ও সৃজনশীল নৃত্যের প্রানবন্ত উপস্থাপনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। বিশেষ আকর্ষণ ছিল নৃত্যনাট্য 'শকুন্তলা'। আয়োজক দীপঙ্কর বিশ্বাস ও মিতালী বিশ্বাস বলেন, 'এত বছরের সহযোগিতা এবং স্নেহে আমরা এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পেরেছি। ভবিষ্যতেও এই বন্ধণ অটুট থাকবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস'। –টুবলু দত্ত

বাওয়ালীতে অরণ্য সপ্তাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৭ জুলাই বাওয়ালীতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি বৃক্ষরোপন ও চারাগাছ বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর বাওয়ালীর ইষ্টিকুটুম ভিলার উদ্যোগে আয়োজিত পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদপ্তরের সহযোগিতায় উপস্থিত ছাত্রছাত্রী ও ব্যক্তিবর্গের হাতে চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়। যৌথভাবে সহযোগিতায় ছিল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা এবং বয়েজ স্কাউটস্ অফ বেঙ্গল। এই অনুষ্ঠানে সাতটি উচ্চবিদ্যালয় যথাক্রমে বাওয়ালী হাইস্কুল, শ্রী সারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠ, বাওয়ালী পল্লীমঙ্গল হাইস্কুল, ভেড়ি ভেটশখালী হাইস্কুল, ভেড়ি ভেটশখালী গার্লস হাইস্কুল, বুড়ুল হাইস্কুল, বুড়ুল গার্লস হাইস্কুল সহ দুটি প্র প্রাথমিক বিদ্যালয়– বাওয়ালী কিন্ডারগার্টেন স্কুল ও আদর্শ শিশু শিক্ষণ কেন্দ্র অংশগ্রহণ করে। ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশ বিষয়ক চার্ট ও মডেল সহকারে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা ও পুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য, কবিতা, গান, নৃত্য পরিবেশনের মধ্যেমে। বিদ্যালয়গুলিকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়। উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বজবজ ২ নং পঞ্চায়েত সমিতিঃ শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া কর্মাধ্যক্ষ ইউনুস খাঁন, সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ কেন্দ্রের সম্পাদক স্বপন কুমার রায়, নোদাখালী বিজ্ঞান পরিষদের সম্পাদক তমাল মালিক, বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সমাজসেবী তরুন রায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনার প্রশংসা করে তাঁরাও এই প্রকার অনুষ্ঠানের সময়োপযোগী গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক অরুন কুমার চক্রবর্তী। শিক্ষিকা রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মহানায়ক নন মহামানব: শকুন্তলা বড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪৫ তম প্রয়াণ দিবসে মহানায়ককে স্মরণ করলো বাঙালি। টালিগঞ্জের উত্তম কুমারের মূর্তিতে সকালে মাল্যদান করা হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে এছাড়াও আর্টিস্ট ফোরাম এবং উত্তম অনুরাগীরা উপস্থিত থেকে শ্রদ্ধা জানান। দুস্থ শিল্পী এবং নেপথ্য কারিগরদের সাহায্যার্থে তিনি তৈরি করেছিলেন শিল্পী সংসদ। মহানায়ক বেঁচে রয়েছেন শিল্পী সংসদের মাধ্যমে। তিনি শুধু মহানায়কই নন তার এই উদার মন তাঁকে মহামানব বানিয়েছে।

এই শিল্পী সংসদের আয়োজনে ৭ দিনব্যাপী উত্তম চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা হল নন্দন ১ প্রেক্ষাগৃহে প্রথম দিন উদ্বোধনী সিনেমা হিসেবে দেখানো হল 'সপ্তপদী'। এরপর নন্দন ২ তে চলবে এই উৎসব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র ও জয়শ্রী সরকার, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী রত্না ঘোষাল, অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও বাসবদত্বা সহ অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীরা। রত্না ঘোষাল উত্তম কুমারের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং মহানায়কের শেষ যাত্রার ঘটনা বর্ণনা করেন। জাদুকর বলেন উত্তম কুমার তাঁর ম্যাজিক দেখতে পারেননি, ভুল বোঝাবুঝির কারণে, হল থেকেই ফিরে যেতে হয়েছিল।

উত্তম কুমারের ক্যারিশমায় ইতিমধ্যেই হাউসফুলের পথে নন্দন ২। এই উপার্জিত অর্থ থাকবে শিল্পী সংসদের তহবিলে। যদিও প্রত্যেক বছর ১৫ দিনের এই উৎসব হয় কিন্তু এবছর হল না পাওয়ার জন্য ৭ দিনেই মন ভরাতে হচ্ছে উত্তম এবং সিনে প্রেমিদের। রবীন্দ্র সদন না পাওয়ায় এ বছর শিল্পী সংসদের সান্ধ্য অনুষ্ঠান মহাজাতি সদনে আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে গায়ক অভিনেতা অভিনেত্রী সহ নেপথ্য শিল্পী টেকনিশিয়ানরাও উপস্থিত ছিলেন। সংস্থার সম্পাদক সাধন বাগচী সকলকে উত্তম চলচ্চিত্র উৎসবে শামিল হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

অন্যদিকে 'উত্তম কুমার ডেথ অ্যানিভার্সারি কালচারাল কমিটি'র পক্ষ থেকে উত্তম মঞ্চের সান্ধ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্মরণ করা হয় মহানায়ককে। বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয় অভিনেত্রী শকুন্তলা বড়ুয়া, অভিনেতা বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী এবং গায়ক কল্যাণ সেন বরাটকে। এদিন সন্ধ্যায় গানে গানে শ্রদ্ধা জানান রূপঙ্কর বাগচি, পৌষালী, লোপামুদ্রা, জয় সরকার, সৈকত মিত্র সহ অন্যান্যরা। উপস্থিত ছিলেন মেয়র পারিষদ ও বিধায়ক দেবাশীষ কুমার।

এছাড়াও ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উত্তম স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা

হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মেকআপ আর্টিস্ট সোমনাথ কুন্ডু, প্রোডাকশন ডিজাইনার আনন্দ আঢ্য, গায়ক রূপঙ্কর বাগচী, গায়িকা ইমন চক্রবর্তী ও অভিনেত্রী গার্গী রায় চৌধুরীকে মহানায়ক সম্মানে সম্মানিত করেন। এছাড়াও মহানায়ক শ্রেষ্ঠ সম্মানে সম্মানিত করা হয় পরিচালক গৌতম ঘোষকে।

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন

ইতিহাসে স্থান পায়নি বাংলার অগ্নিকন্যা বীণা দাসের আত্মত্যাগ

বটু কৃষ্ণ হালদার

এই বাংলার মাটি থেকেই প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মশাল জ্বলে উঠেছিল। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এই মাটিতেই হাজারো বীর সন্তান নিজের জীবন বলিদান দিয়েছে। তবে সব আত্মত্যাগের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়নি।

বীণা দাস ২৪ আগস্ট ১৯১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। বীণা দাস ছিলেন ভারতীয় ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম একজন অগ্নিকন্যা। তার পিতার নাম ছিল বেণী মাধব দাস ও মাতার নাম ছিল সরলা দাস। তাঁর পিতা ছিলেন ব্রাহ্মসমাজী পন্ডিত ও একজন দেশপ্রেমিক। বীনা দাসের দিদি ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী কল্যাণী দাস। বীনা দাস তার পিতার আদর্শে প্রভাবিত হয়ে রাজনীতিতে যোগ দেন। তিনি প্রথম জীবনে কলকাতার বেথুন কলেজে পড়াশোনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। অসহযোগ আন্দোলন ও জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কারণে তাঁর দাদাকে কারাবরণ করতে হয়।

মাত্র ১৭ বছর বয়সেই ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বয়কট করার জন্য বেথুন কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে শুরু করেছিলেন আন্দোলন। ১৯৩০ সালে ডালহৌসির অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য ছোট ছোট দলের নেতৃত্ব দেন এবং গ্রেপ্তারও হন। তিনি ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবের নেত্রী ছিলেন। ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাংলার ব্রিটিশ গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনের উপর পিস্তল দিয়ে গুলি চালান। এইসময় জ্যাকসনকে রক্ষা ও বীণা দাসকে ধরে ফেলার কৃতিত্ব অর্জন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী।

জ্যাকসনকে হত্যা প্রচেষ্টা চালানোর কারণে তাকে ৯ বছরের জন্য জেলে যেতে হয়। মুক্তির পর ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ কলকাতার কংগ্রেসের সম্পাদিকা ছিলেন। পরে আবার ১৯৪৬ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য ছিলেন। এর মাঝেই ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামী যতীশ ভৌমিকের সাথে বীণা দাসের বিবাহ হয়। নোয়াখালির দাঙ্গার পরে সেখানে তিনি রিলিফের কাজ করতে শুরু করেন। স্বাধীনতার পরেও সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজে নিজেকে ব্যপ্ত রাখেন। মরিচঝাঁপি গণহত্যার সময় তিনি প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। তার পরবর্তীকালের শেষ জীবন বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। বীণা দাসের স্বামী যতীশ ভৌমিকের মৃত্যুর পরে তিনি হরিদ্বার চলে যান। ১৯৮৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর ঋষিকেশে সহায় সম্বলহীন হয়ে পথপ্রান্তে মৃত্যুবরণ করেন। পাইনি ন্যূনতম পেনশন টুকু।

সেই মর্মান্তিক কাহিনী সবার জানা দরকার আছে।

স্যার, ভদ্রমহিলা আবারো এসেছেন। ভেতরে আসতে বলবো ?

ডিআই সাহেব একটু বিরক্তির সুরে বললেন, বল।

ভেতরে ঢুকলেন এক বৃদ্ধা। দক্ষিণ কলকাতায় এক স্কুল থেকে ১০ বছর আগে রিটায়ার করেছেন। এখনো পেনশান পাননি। তদ্বির করতে এসেছেন বৃদ্ধা।

ভেতরে ঢুকতেই ডিআই অব স্কুল তাঁর ফাইলে কৃত্রিম মনোযোগ নিক্ষেপ করে বললেন, যা বলবার তাড়াতাড়ি বলুন। মহিলা তাঁর আঁচলে মুখের ঘাম মুছলেন। চশমার কাঁচ মুছলেন। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে একটা চেয়ারের কোনা ধরে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, স্যার, আমার ফাইলটা মুভ করেছে? টেবিলের অপর প্রান্তে ফাইলে মুখ গুঁজে ডিআইয়ের উত্তর ভেসে এলো, কী করে করবে? এজি বেশ কিছু প্রশ্ন তুলেছে। যথাযথ রিপ্লাই না পেলে আপনার ফাইল পাঠিয়ে কোন লাভ হবে না।

প্রৌঢ়া বললো, কী প্রশ্ন জানতে চান?

ডি আই বিরক্তির সুরে বললেন, আপনার সার্ভিস বুক থরোলি চেক করে আপনাকে আমি আগেও যে প্রশ্ন করেছিলাম এজি ঠিক সেই প্রশ্নই করেছে ... তবুও আপনি আমায় রিকোয়েস্ট করেছিলেন এজি-তে ফাইলটা পাঠাতে। 'আই হ্যাভ ডান মাই ডিউটি। নাউ আই হ্যাভ নাথিং টু ডু।' আপনার সার্ভিস বুকে আপনার কোয়ালিফিকেশানের কোন উল্লেখ নেই। আপনি যে বি এ পাশ করেছেন তার প্রমাণ কোথায়? আপনাকে স্কুল কমিটি সিলেক্ট করেছিল কমপ্যাশানাট গ্রাউন্ডে। বৃদ্ধার মুখে ফুটে উঠলো অপমানের ছাপ।

সত্যিই তো, তিনি যে বিএ পাশ করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে প্রমাণ কোথায়? তিনি বিএ পাশ করার পর একটা চোথা কাগজ পেয়েছিলেন বটে যেটাকে মার্কশিট বলে। কিন্তু সেটাই বা কোথায়? ১৯৩১ সালে বিএ পাশ করলেন ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে। পরের বছরে হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। সেই সমাবর্তনে তাঁর সার্টিফিকেট পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা আর হল কৈ? সেদিনই যে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করলো। তারপর দীর্ঘ কারাবাস। বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন পুলিশ ঘরে ঢুকে তাঁর বইপত্র সবকিছু তছনছ করে চলে গিয়েছে। অনেক খুঁজেও পাওয়া গেলো না তাঁর সেই মার্কশিট। আর সেনেট হলের সেই ঘটনার পরেই তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর সার্টিফিকেট বাতিল করে দিল। তাঁর তখন মনে হয়নি ওই সার্টিফিকেটের মূল্য কতখানি। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার কিছুদিন পর আবারো জেলে গেলেন ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে। দেশ স্বাধীন হল। তাঁর মনে হল, এই স্বাধীনতাই কি তাঁরা চেয়েছিল? পেটের দায়ে নেতাদের দয়ায় দক্ষিণ কলকাতার এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে চাকরি করলেন ক'বছর। তখন কি করে বুঝবেন যে এ দেশে কমপ্যাসানেট গ্রাউন্ডে চাকরি পাওয়া যেতে পারে কিন্তু ইউনিভার্সিটির বাজেয়াপ্ত সার্টিফিকেট পাওয়া যায় না! এই সার্টিফিকেটের জন্যে তিনি বহুবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে রেজাল্ট সেকশানে তদ্বির করেছেন। শেষে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার অনেক ফাইল ঘেঁটে-ঘুটে তাঁকে শেষে বলেছিলেন, আপনার সম্পর্কে সে সময় সিনেটে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা বর্তমান সিনেট কনডোন করে আপনাকে সার্টিফিকেট দেওয়ার সুপারিশ না করা পর্যন্ত কোন সার্টিফিকেট দেওয়া যাবে না। অনেক চেষ্টা করে বৃদ্ধা একবার ভাইস চ্যান্সেলারের সাথে গিয়েও দেখা করেছিলেন। ভিসি যদিও খুব ভদ্র ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু তিনিও তাঁকে সেই একই কথা বলেছিলেন। একজন সিনেট সদস্য একবার ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁকে ইউনিভার্সিটির তরফে সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যাপারে একটা প্রস্তাব তুলেছিলেন। কিন্তু সিনেট তো আসলে দলীয় রাজনীতির আখড়া। যিনি প্রস্তাব তুলেছিলেন তিনি তো দলীয় রাজনীতির বিচারে মাইনরিটি। তাঁর প্রস্তাব বাকিরা মানবে কেন? আফটার অল, বৃদ্ধা একজন কংগ্রেসি মন্ত্রীর রেকমনডেশনে স্কুলের চাকরিটা পেয়েছিলেন। কংগ্রেসিরা রাজ্য শাষণ থেকে বিদায় নিয়েছে। বৃদ্ধা আজও মনে-প্রাণে কংগ্রেসি। ক্ষমতায় এখন বামপন্থীরা। কংগ্রেসিদের যত কিছু ছলাকলা সেসব গঙ্গাজলে ধুয়েমুছে শিক্ষাক্ষেত্রকে স্যানিটাইজ করার জন্যেই তো বামপন্থীরা ক্ষমতায় এসেছেন।

দোরে দোরে ঘুরেও সমস্যার কোন সুরাহা হল না। উপরন্তু যারা তাঁকে কর্মসূত্রে চেনে বা জানে তারা আড়ালে-আবডালে বলতে লাগলো, মন্ত্রীর সুপারিশে কোন সার্টিফিকেট ছাড়া এতো বছর চাকরি করেও ক্ষিদে মেটেনি। এখন আবার পেনশনের জন্যে বুড়ি তদ্বির করতে শুরু করেছেন এখানে ওখানে। একদিন কথাটা কানে গেল বৃদ্ধার। তাঁর স্বামীও ছিলেন একজন প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনিও গত হয়েছেন। নিঃসন্তান, সহায়সম্বলহীন বৃদ্ধার দু-চোখে তখন শুধু অন্ধকার। মনে করে দেখলেন, যেদিন তিনি কলকাতা ইউনিভারসিটির সার্টিফিকেটের পরোয়া না করে শহিদ বিনয় বসুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইউনিভারসিটির চ্যান্সেলর স্টানলি জ্যাকসনের দিকে তাক করে রিভলবার চালিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সেদিন কিন্তু তাঁর দু-চোখে একটুও অন্ধকার ছিল না। ছিল শুধু স্বপ্ন! সে স্বপ্ন হল একদিন না একদিন দেশ স্বাধীন হবেই হবে। সে সব কোন যুগের কথা। আর কেই বা সেসব কথা মনে রেখেছে ?

হতাশায় নিমজ্জিত, আশাহীন বৃদ্ধা চোখের জল ফেলতে ফেলতে একদিন মনের দুঃখে চলে গেলেন হরিদ্বারে। তারপর হরিদ্বার থেকে একদিন এলেন হৃষীকেশে। কবে গেলেন হরিদ্বার আর কবেই বা এলেন হৃষীকেশে- সেসব এখন ডাস্টবিনের জঞ্জাল। কলকাতা শহরটাকে তাঁর নিশ্চয়ই তখন মনে হয়েছিল এক জেলখানা। যে জেলখানার চেয়ে ইংরেজের জেলেখানায় কষ্ট এবং গর্ব দুইই ছিল ঢের ঢের বেশি। এই গর্বই একদিন সব দুঃখ-কষ্ট ভোলাতে সাহায্য করেছিল তাঁকে। কিন্তু এখন এখানে থাকবেন কার ভরসায় আর কীসের আকর্ষণে? এখানে তো দুহাত ভরে কুড়িয়েছেন শুধু অপমান আর অপমান।

হৃষীকেশে কার কাছে গেলেন তিনি? কে তাঁকে আশ্রয় দিল? হয়তো দেখা যাবে কোন আশ্রমে সকালে ও সন্ধ্যায় অনাথ ভিখিরিদের সাথে পাত-পেরে তিনিও বসে গেছেন দুটো অন্নের জন্য!

কতদিন হৃষীকেশে ছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই। তবে হ্যাঁ, একদিন হৃষীকেশের পুলিশের কাছে খবর এলো যে অমৃতবাহিনী গঙ্গার কোলে এক নির্জন স্থানে বেওয়ারিশ লাশ দেখা গিয়েছে। স্থানীয় খবরের কাগজে মহিলার মুখের ছবি ছাপা হল। নজরে এলো ড. ত্রিগুণা সেনের। তিনি তখন কনখলে আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম রয়েছেন। ড. সেন ফোন করলেন তাঁর এক ছাত্রকে হৃষীকেশে। সেই ছাত্রের কাছে সংবাদের সত্যতা যাচাই করে ছুটে এলেন নিজে।

পুলিশ মর্গে গিয়ে দেখলেন কীভাবে নিশ্চিন্তে ঘুমের দেশে চলে গিয়েছেন এক বীরাঙ্গনা। যিনি একদিন বাংলার ছোটলাটের উদ্দেশ্যে গুলি চালিয়ে ছিলেন। যিনি কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন নীতিগত কারণে। বঞ্চিত হয়েছিলেন ন্যায্য অধিকার থেকে। সেদিনের সেই অন্যায়ের জন্য আমাদের এই অধঃপতিত ও নির্বোধ জাতিকে ক্ষমা করো।

বাংলা ছায়াছবি এখনও তাঁরই বন্দনা গায়

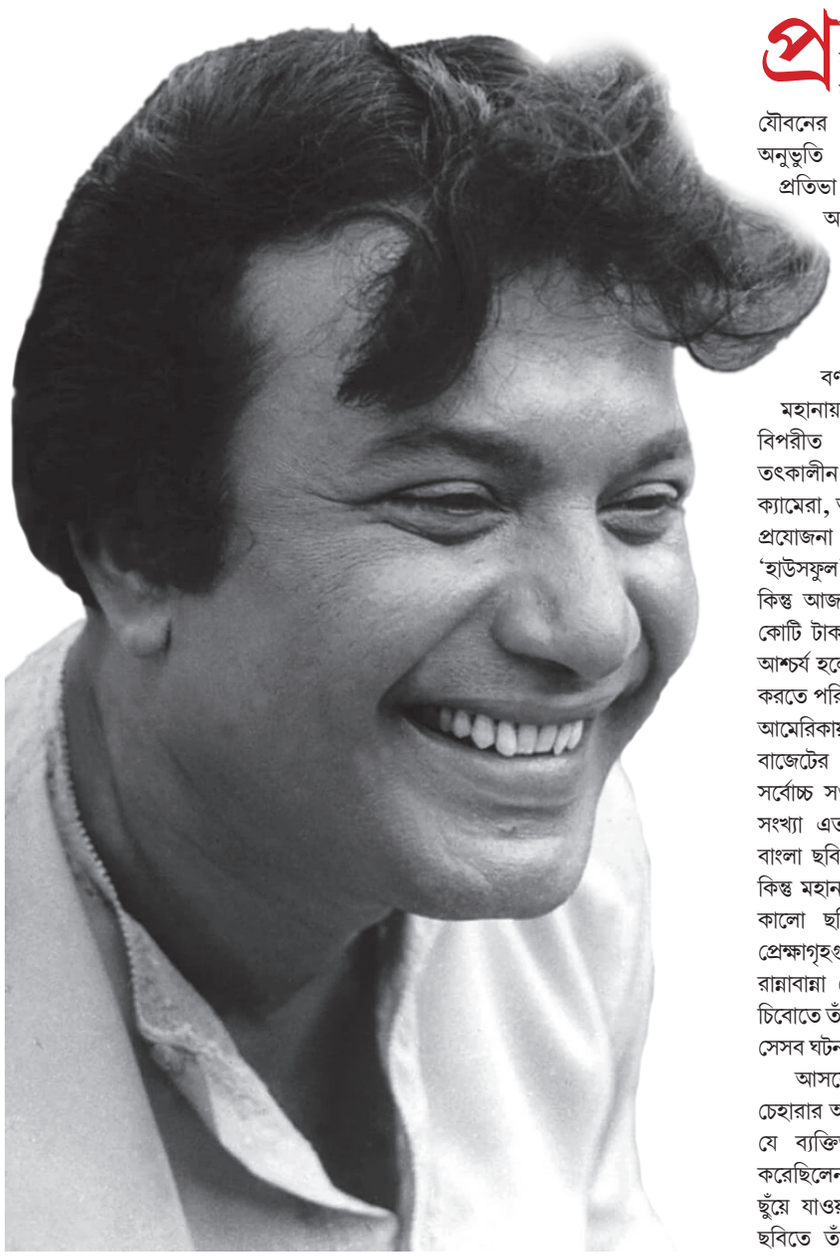

প্রয়াণের দীর্ঘ ৪৫ তম বছর পার হবার পর ও উত্তম উন্মাদনায় বাংলা ছায়া ছবি তাঁরই বন্দনা গায়। যৌবনের উচ্ছলতা, রোমান্সের আনন্দ-অনুভূতি এবং চরিত্র চিত্রণে অসামান্য প্রতিভা। তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যে মহানায়ক আজ ও সজীবতার জীবনতীর্থে বিচরণ করেন ২৪ জুলাই।

যুগের অগ্রগতির জোয়ারে জীর্ণ-পুরানো বিসর্জিত হয়ে নবীন সৃষ্ট সম্পদগুলি বর্ণজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের মহানায়কের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে তার বিপরীত দিকটাই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তৎকালীন সময়ে দুর্বল প্রযুক্তি, ভাঙা ক্যামেরা, অনুন্নত সাউন্ড, তার উপর নড়বড়ে প্রযোজনা স্বত্ত্বেও সিনেমা হল গুলিতে 'হাউসফুল' বোর্ড হামেশাই দেখা যেত। কিন্তু আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে বাংলা ছবি। আশ্চর্য হলেও সত্যি কথা বাংলা ছবির শুটিং করতে পরিচালকরা পাড়ি দিচ্ছেন সূদূর লন্ডন আমেরিকায়। কিন্তু ছবিগুলি বিশাল অঙ্কের বাজেটের হওয়া স্বত্তেও এক, দুই অথবা সর্বোচ্চ সপ্তাহ তিনেক চলে বটে! দর্শকের সংখ্যা এতটাই কম যে,'হাউসফুল' শব্দটি বাংলা ছবির ক্ষেত্রে অজানা এবং লুপ্তপ্রায়। কিন্তু মহানায়কের সময়কার অনুজ্জ্বল সাদা-কালো ছবি দেখতে দর্শক ছুটে যেতেন প্রেক্ষাগৃহগুলিতে। বাড়ির গৃহিণীরাও তড়িঘড়ি রান্নাবান্না সেরে রিক্সায় বসে পান চিবোতে চিবোতে তাঁদের মহানায়ককে দেখতে যেতেন। সেসব ঘটনা আজ বিরলতম ইতিহাস।

আসলে উত্তম কুমারের সাদামাটা বাঙালি চেহারার অন্তরালে একটা কোমল আকর্ষণীয় যে ব্যক্তিত্বটি ছিল তার মাধ্যমেই জয় করেছিলেন বাঙালির হৃদয়। মানুষের মনকে ছুঁয়ে যাওয়া অভূতপূর্ব হাসি, সাদা কালো ছবিতে তাঁর রঙিন উপস্থিতি দর্শকদেরকে মোহিত করেছিল। প্রয়াণের ৪৫টি বছর অতিক্রম করলেও তাঁর জনপ্রিয়তায় বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি উচ্চতা সম্পন্ন সুঠাম সৌন্দর্য্যের মহানায়ক উত্তম কুমার অভিনিত কোন কোন ছবি দর্শকদের ১০ বার দেখা থাকলে ও, সেই ছবিটি পুনঃরায় টিভির পর্দায় প্রদর্শিত হলে ১১ বারের মাথাতেও সেই সিনেমাটি দেখতে দর্শকরা কুণ্ঠাবোধ করেন না। তাঁর অভিনিত ছবিগুলি এভারগ্রিন হয়ে রয়েছে দর্শকদের মনে।

অরুন চ্যাটার্জী থেকে উত্তমকুমারে উত্তরণ এটা কিন্তু একদিনের ব্যাপার নয়, দীর্ঘ সময়ের। প্রথম দিকে কামনা, মর্যাদা, ওরে যাত্রী, সহযাত্রী,সঞ্জীবনী সহ একগুচ্ছ ফ্লপ ছবির পাহাড় অতিক্রম করে অবশেষে পায়ের তলায় মাটি ফিরে পেয়েছিলেন নির্মল দে পরিচালিত 'বসু পরিবার' ছবিতে। অভিনয় জীবনের প্রাথমিক লগ্নে একের পর এক ছবি ফ্লপ করায় তাঁকে নিয়ে কাজ করার ভরসা পাননি একাধিক পরিচালক। বাঙালী প্রিয় মহানায়ক উত্তম কুমার কিন্তু বহু অপমান, অবহেলা, বিদ্রূপ সহ্য করেছিলেন। আস্থা রেখেছিলেন নিজের কাজ ও দক্ষতার প্রতি। ভেঙে পড়েননি কিংবা বিচ্যুত হননি তাঁর লক্ষ্য থেকে। যার ফলাফল অগ্নি পরীক্ষা, সাগরিকা, হারানো সুর, সপ্তপদী, ইন্দ্রাণী, এ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, দেয়া নেয়া, নায়ক, অগ্নীশ্বর- এর মতো কালজয়ী ছবিগুলো দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে।

মহানায়কের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন যে সমস্ত সঙ্গীত শিল্পীরা, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্র এবং অবশ্যই কিশোর কুমার। মহানায়কের লিপে সর্বোচ্চ মান্না দের থাকলেও উত্তম কুমারের লিপে হেমন্ত মুখার্জীর গান যেন বৃষ্টিস্নাত নীল আকাশে সাতরঙা রামধনু। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং উত্তম কুমার বলতে গেলেই একই পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। বাস্তবিক ক্ষেত্রেও উত্তম কুমার এবং হেমন্ত মুখার্জীর কণ্ঠস্বরের মধ্যে এক অদ্ভুত মিল ছিল। 'হারানো সুর' প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যায়- অজয় কর পরিচালিত এই প্রথম ছবির সুরকার ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবিতে ব্যাক রাউন্ড মিউজিক দেওয়ার সময় হেমন্তবাবুর হঠাৎ মনে হল নায়িকার নাম ধরে নায়ক এর কণ্ঠে কয়েকবার ডাক থাকলে খুবই ভালো হত। এবং সেটা মিউজিক নেবার সাথে সাথেই করা উচিৎ। কিন্তু শেষমুহুর্তে উত্তম কুমারকে পাবেন কোথায়? শেষটাই 'রমা রমা রমা' বলে ডাকটা হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নিজেই দিলেন। ছবি রিলিজের পর কেউ ধরতেই পারলো না ডাকটি উত্তম কুমারের না হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের। এরকম বহু ছবিতে কিছু কিছু সংলাপে উত্তম কুমারের বদলে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নিজেই দিয়েছেন বলে শোনা যায়।

দিনটা ছিল ১৯৮০ সালের ২৪ জুলাই। রাত ৯ টা ৩২ মিনিট হয়ে ২৬ সেকেন্ড। স্থান বেলভিউ নার্সিংহোম। সমগ্র বাঙালী জাতির কাছে এই দিনটি তাদের বড় কাছের মানুষটিকে চিরতরের জন্য হারানোর দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। আজ প্রায় দীর্ঘ ৪৫ বছরেও বাংলা চলচিত্রে তাঁর অভাব পূর্ণ হয়নি। বহু তাবড় তাবড় অভিনেতা বা নায়ক বাংলা আছেন বটে, কিন্তু তাঁরই শূণ্য সিংহাসনটি আজও পর্যন্ত কেউ স্পর্শ করতে পারেননি। তাই আজ ও উত্তম প্রাসঙ্গিক। তিনি আমাদের তথা সমগ্র বাঙালীর অন্তরাত্মা চিরদিনের এবং চিহ্নদয়ে থাকা স্বপ্নের মহানতম মহানায়ক উত্তম কুমার

সুভাষ চন্দ্র দাশ

হারিয়ে যাচ্ছে বনবিবি পালা ও ম্যানগ্রোভ বন

বিপন্ন সুন্দরবনের ঐতিহ্য

প্রশান্ত সরকার

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা লোকসংস্কৃতি আজ এক দ্বৈত সংকটের মুখে। একদিকে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংসের মুখে, অন্যদিকে হারিয়ে যেতে বসেছে এই অঞ্চলের মানুষের আত্মপরিচয় ও বিশ্বাসের প্রতীক—বনবিবি পালা। সুন্দরবনের মানুষ প্রাচীনকাল থেকে নদী, জঙ্গল ও প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানে অভ্যস্ত। মাছ, কাঁকড়া ও চিংড়ি ধরা, মধু সংগ্রহ করা ইত্যাদি ঝুঁকিপূর্ণ জীবিকার মধ্যেও তারা প্রকৃতির সঙ্গে একধরনের গভীর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। এই জীবনযাত্রারই প্রতিচ্ছবি বনবিবি পালা—একটি লোকনাট্য, যা শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, বরং জীবন সংগ্রামের সাহস ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক।

বনবিবি, দক্ষিণ রায়, গাজি পীর ও ঢাকুরানির মতো চরিত্রদের ঘিরে গড়ে ওঠা পালাগান ছিল সুন্দরবনের মানুষের অন্তরের ভাষা। আগে প্রতিটি গ্রামে, হাটে বা উৎসবে বনবিবি পালার আসর বসত। এই পালা ছিল সমাজে ভ্রাতৃত্ব, ভক্তি ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতার বাহক। বহু শিল্পী এই পালা গান করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু বর্তমানে এই ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছে।

নতুন প্রজন্মের অনেকেই এখন আর বনবিবি পালার সঙ্গে পরিচিত নয়। মোবাইল ফোন, সোশ্যাল মিডিয়া, ডিজিটাল বিনোদনের জোয়ারে রীল বানাতে ডুবে থাকা তরুণ সমাজ এখন লোকসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনুশীলনের অভাব, শিল্পীদের আর্থিক সংকট এবং সরকারি-বেসরকারি স্তরে উদ্যোগের ঘাটতি। ফলস্বরূপ, বনবিবি পালা আজ শুধুই স্মৃতির ঝাঁপিতে বন্দি।

অন্যদিকে, পরিবেশগত দিক থেকেও সুন্দরবন আজ গভীর সংকটে। বসতি সম্প্রসারণ, নদী বাঁধ ও চাষের জন্য ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করা হচ্ছে অবলীলায়। ফলে বাড়ছে নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা এবং বাঘ-মানুষ সংঘর্ষ।

এই দুই বিপন্নতা—পরিবেশ ও সংস্কৃতি—পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ম্যানগ্রোভ ধ্বংসের ফলে যেমন জীবিকার ওপর প্রভাব পড়ছে, তেমনই বনবিবি পালার মতো সংস্কৃতি হারালে হারিয়ে যাবে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার আত্মিক সম্পর্কের সেতুবন্ধন।

এই পরিস্থিতিতে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় প্রশাসন, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, পরিবেশবিদ ও শিক্ষাবিদদের একযোগে কাজ করতে হবে। স্কুল-কলেজে বনবিবি পালার পরিচিতি, লোকশিল্পীদের আর্থিক সহায়তা, ম্যানগ্রোভ রক্ষায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং মিডিয়ায় ঐতিহ্য প্রচারের মাধ্যমে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে সুন্দরবনের প্রকৃত পরিচয়।

সুন্দরবন শুধু একটি ভৌগলিক অঞ্চল নয়, এটি এক বিস্ময়কর সহাবস্থানের নিদর্শন। সেই সহাবস্থান রক্ষা করতে হলে বন যেমন বাঁচাতে হবে, তেমনি বাঁচাতে হবে বনবিবির গানকেও।

৪ দশক ধরে পুরি-কচুরি খাইয়ে পরিতৃপ্ত মানিক

ঐতিহ্যের পরম্পরা

কুনাল মালিক

দক্ষিণ শহরতলীর বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালে ঢোকার মুখে ডায়মন্ড হারবার রোডের ওপরে অবস্থিত মানিকের বিখ্যাত কচুরির দোকান। ভালো নাম সত্যব্রত চক্রবর্তী। তার যখন ১৮ বছর বয়স তখন এই কচুরির দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। ৪২ বছর ধরে এই দোকান ক্রমশ জনপ্রিয়তার শীর্ষে গিয়েছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রচুর মানুষ এখানে ভিন্ন স্বাদের কচুরি খেয়ে পরিতৃপ্ত। ছোট্ট দোকানে বসার জায়গা কম থাকায় অনেক খরিদ্দারকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় অন্য খরিদ্দারের ওঠার জন্য।

এই দোকানে পাওয়া যায় হিংয়ের কচুরি, ডালপুরি, রাধাবল্লবী এবং মটরশুটির কচুরি। সঙ্গে দেওয়া হয় ছোলার ডাল এবং আলুর দম। সবটাই নিরামিষ আহার। সত্যব্রত চক্রবর্তী ওরফে মানিক জানালেন, আমার দোকানের একটি বৈশিষ্ট্য হল এখানে খাবার কলাপাতায় পরিবেশন করা হয়। এবং প্রত্যেকটা দ্রব্য সে ডাল হোক তেল হোক ময়দা হোক সমস্ত কিছুই অত্যন্ত গুণমানের দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে তেলের সঙ্গে আমরা কোন আপোষ করি না। হিংয়ের কচুরির মূল্য ৯ টাকা, ডাল পুরীর মূল্য ১৫ টাকা, রাধাবল্লভির মূল্য ২০ টাকা এবং মটরশুঁটির কচুরির মূল্য ২৫ টাকা প্রতি পিস। মটরশুটিটা শীতের সময় পাওয়া যায়। মানিকের এই কচুরি দোকানের ওপরে নির্ভর করে ৮জন কর্মচারীর জীবিকা নির্বাহ হয়। জানা গেল তাদের মাইনেও ৮ থেকে ১২ হাজারের ওপর। মানিকবাবু জানালেন, যে তার এক মেয়ে বর্তমানে দশম শ্রেণীতে পড়াশোনা করছে। মানিকবাবুর ইচ্ছা আগামীদিনে তার মেয়ে এই কচুরির ব্যবসাটিকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। তবে মানিকবাবুর আক্ষেপ সামনেই মেট্রো স্টেশন হওয়ার জন্য নতুন খরিদ্দার দোকান দেখতে পান না তাই একটু কম লোক হচ্ছে এখন। তবে যারা পুরনো খরিদ্দার তারা এখনো মানিকের কচুরির ওপরই আস্থা রেখেছেন।

আতশ কাচে

রেকর্ড স্পর্শ

ভারতের মহিলা ক্রিকেটার হরমনপ্রীত কৌর অস্ট্রেলিয়ার এলিস পেরির ৩৩৭ ম্যাচ খেলার রেকর্ড স্পর্শ করেছেন। ইতিমধ্যে তিনি ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়ছেন। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার মিতালি রাজের ৩৩৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার রেকর্ড ও অতিক্রম করেছেন তিনি। হরমনপ্রীত ভারতের হয়ে ১৮২ টি টি– টোয়েন্টি, ১৪৯ টি এক দিনের ম্যাচ এবং ৬ টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন।

স্মৃতি শীর্ষে

ভারতের স্মৃতি মান্ধানা আইসিসির মহিলাদের একদিনের ক্রিকেটের ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন। ৭২৭ রেটিং পয়েন্ট অর্জন করে শীর্ষে রয়েছেন মান্ধানা। প্রথম দশে ভারতের আর কোনো ব্যাটার নেই। বোলারদের মধ্যে চতুর্থ স্থানে আছেন দীপ্তি শর্মা। অলরাউন্ডারদের তালিকাতেও চতুর্থ স্থানে রয়েছেন দীপ্তি। মহিলাদের টি২০ ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় স্মৃতি মান্ধানা তৃতীয়, শেফালি ভার্মা নবম স্থানে রয়েছেন। টি২০ বোলার ও অলরাউন্ডার দুইয়ের ক্রম তালিকাতেই তৃতীয় স্থানে দীপ্তি শর্মা রয়েছেন।

প্রীতি ম্যাচ

প্রেস ক্লাব কলকাতার ৮১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মোহনবাগান মাঠে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। এই ম্যাচে প্রাক্তন ভারতীয় একাদশ ৩–২ গোলে প্রেস ক্লাবকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের পক্ষে দীপেন্দু বিশ্বাস, আবিদ হোসেন, সঞ্জয় মাঝি গোল করেছেন। প্রেস ক্লাবের কিংশুক প্রামাণিক ও সুমন্ত সাহা গোল করেন।

জাতীয় ডার্ট

২৫ তম জাতীয় ডার্ট চ্যাম্পিয়নশিপ দক্ষিণ কলকাতা সংসদে শেষ হয়েছে। পুরুষদের সিঙ্গলসে অর্জন সাহু চ্যাম্পিয়ন এবং দীপ কুমার শা রানার্স হয়েছে। মহিলাদের সিঙ্গলসে মহিমা গৌতম বিজয়ী হয়েছে। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে মুসকান কুমারী কুশ্বহ। ভেটারেন্স এ সিঙ্গলসে নীরজ কাজারিয়া চ্যাম্পিয়ন এবং এলভিস মিচেল জ্যাকসন রানার্স হয়েছে। ১২ টি রাজ্যের ১৫০ জন এবার অংশ নিয়েছিলেন।

ভারতে দাবা

ভারত আসন্ন দাবা বিশ্বকাপ আয়োজন করতে চলেছে। আন্তজাতিক দাবা সংস্থা ফিডে জানিয়েছেন ভারত ২০২৫ সালের বিশ্বকাপের আয়োজন করবে। এই টুর্নামেন্ট ৩০ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বর, অনুষ্ঠিত হবে। ২০২২ সালের দাবা অলিম্পিয়াডের সফল আয়োজনের পর আবার আন্তর্জাতিক দাবা টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে চলেছে ভারত।

শ্রীশংকরের সোনা

ভারতের মুরলী শ্রীশংকর ইউরোপিয়ান অ্যাথলেটিক্স মিটে সোনা জিতেছেন। পর্তুগালে তিনি মইয়া সিয়াদে ডো ডেসপোর্তো খেতাব জিতেছেন। তিনি ৭.৭৫ মিটার উচ্চতা লাফিয়ে সোনা নিশ্চিত করেছেন। এই বছর প্রথম ইউরোপিয়ান ইভেন্টে সোনা পেলেন মুরলী শ্রীশংকর।

দাবা দিবস

আন্তর্জাতিক দাবা দিবস পালন করল সিটি চেস ফোরাম, বাঘাযতীন রক্ত কমল ক্লাবে। এই দিন আয়োজন করা হয়েছে দাবার উপর কুইজ প্রতিযোগিতা, দাবার শিক্ষকদের সংবর্ধনা এবং বিভিন্ন বয়সের দাবা খেলোয়াড়দের ও দাবার বিষয়ের উপর আঁকা প্রতিযোগিতার। উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক তাপস সরকার, কোষাধ্যক্ষ অনির্বাণ দাস এবং সভাপতি ডঃ কুশল চৌধুরী।

কবাডি বিশ্বকাপ

হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মহিলা কাবাডি বিশ্বকাপ। আগামী ৩ থেকে ১০ আগস্ট গাচিবোলি ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে এই বিশ্বকাপ। এই প্রতিযোগিতায় আয়োজক ভারত ছাড়াও জার্মানি, আর্জেন্টিনা, বাংলাদেশ, ইরান, জাপান, কেনিয়া, নেপাল, থাইল্যান্ড এর মত দল অংশ নেবে।

মুখ পুড়ল এআইএফএফের

জালিয়াতির দায়ে খেতাব হারাল চার্চিল ব্রাদার্স

সুমনা মণ্ডল: শেষপর্যন্ত বদলেই গেল আই লিগ চ্যাম্পিয়ন। ২০২৪–২৫ মরশুমের আইলিগ চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে ইন্টার কাশীর নাম ঘোষণা করে দিল ক্রীড়া আদালত বা সিএএস। ফলে, সমস্ত জটিলতা কাটল। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের রায় ধোপে টিকল না আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতে। এর আগে ফেডারেশন চার্চিল ব্রাদার্সকেই আই লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করেছিল। ইন্টার কাশীকে চ্যাম্পিয়ন করার পাশাপাশি ক্রীড়া আদালত ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে বিরাট অঙ্কের জরিমানাও করেছে। এছাড়া চার্চিল ব্রাদার্স, নামধারী এফসি এবং রিয়াল কাশ্মীরকেও জরিমানা করা হয়েছে।

এই বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল ইন্টার কাশীর স্প্যানিশ স্ট্রাইকার মারিও বারকোকে ঘিরে। মরশুম শুরুর আগে তাঁকে দলে নিয়েছিল কাশী। কিন্তু ডিসেম্বর মাসে চোট পাওয়ায় তাঁর জায়গায় নেওয়া হয় মাতিজা বাবোভিচকে। পরে আরও এক বিদেশি ফুটবলার জুয়ান পেরেজ ডেল পিনো কাশীর সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করলে, সুস্থ হয়ে ওঠা বারকোকে আবার দলে

ফেরায় ইন্টার কাশী। এআইএফএফের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি এই 'ডাবল রেজিস্ট্রেশন'–এর বিরোধিতা করে জানায়, এটা নিয়মবিরুদ্ধ। তবে ক্রীড়া আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, আই–লিগের ৬.৫.৭ ধারা অনুযায়ী বিদেশি খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনটি বদল অনুমোদিত, ফলে ইন্টার কাশীর পদক্ষেপ পুরোপুরি বৈধ।

সে'সময়ই নামধারী এফসি'র বিরুদ্ধে ০–২ গোলে হেরে গিয়েছিল ইন্টার কাশী। হারের পরেই ইন্টার কাশী অভিযোগ তোলে, ওই ম্যাচে 'অবৈধ প্লেয়ার' খেলিয়েছিল নামধারী। বিষয়টা ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি পর্যন্ত গড়ায়। সেখানে ইন্টার কাশীকে ৩ পয়েন্ট ও ৩ গোল দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ফেডারেশনের আপিল কমিটিতে আবেদন করে নামধারী। তখন শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ দেয় ফেডারেশনের আপিল কমিটি। স্থগিতাদেশের বিরোধিতা করে সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতের দ্বারস্থ হয় ইন্টার কাশী। সেখানে ফেডারেশনের রায় খারিজ করে দিল আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালত। এর ফলে কাশীর পয়েন্ট দাঁড়ায় ৪২। আদালতের রায়ের পর পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেল চার্চিল। ইন্টার কাশীর কোচ ছিলেন আন্টেনিও লোপেজ হাবাস। মোহনবাগানের হয়ে লিগ শিল্ড আর এটিকের হয়ে আইএসএল জেতেন তিনি। এবারে ইন্টার কাশীকেও চ্যাম্পিয়ন করলেন।

যুবভারতীতে ফুটবলে কিক মেরে ডুরান্ড কাপের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মাঠে ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারিরা। এছাড়াও ছিলেন সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের পদাধিকারীরা। ডুরান্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জুড়ে ছিল বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ফেডারেশনকে একহাত নিলেন বাইচুং

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফেডারেশনকে একহাত নিলেন বাইচুং ভুটিয়া। আইএসএল অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যাওয়ায়। টুর্নামেন্টের আয়োজক ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড অর্থাৎ এফএসডিএলের তরফ থেকে ক্লাবগুলোকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ২০২৫–২৬ মরশুমের আইএসএলকে আপাতত স্থগিত রাখছে তারা। কারণ, এফএসডিএলের সঙ্গে এআইএফএফের চুক্তি মাস্টার্স রাইট এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ এমআরএ নবীকরণ নিয়ে এখনও কোনও নিশ্চয়তা তাদের কাছে নেই। ভারতীয় ফুটবলের এই অবস্থায় উদ্বিগ্ন ফুটবলার থেকে সমর্থকরা। দুশ্চিন্তায় প্রাক্তন ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়াও। আগে কী করলে সমস্যার সমাধান হতে পারত, সেটার ইঙ্গিত দিলেন তিনি। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় ফুটবলের দুরবস্থার ঘটনা তুলে ধরে আইএসএলকেও কটাক্ষ করলেন কিংবদন্তি ফুটবলার।

সমস্যা কিন্তু শুধু চুক্তি নিয়ে নয়। ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে সবাই এই মুহূর্তে তাকিয়ে রয়েছে শীর্ষ আদালতের দিকে। ফেডারেশনের নির্বাচন, সংবিধান রচনা, আইএসএল সহ নানা বিষয়ে সমাধানের জন্য সবাই তাকিয়ে আদালতের দিকে। শীর্ষ আদালত থেকে অনেক আগেই কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বাধীন ফেডারেশনকে বলে দেওয়া হয়েছে, এফএসডিএলের সঙ্গে আলোচনায় না বসতে। ফলে এফএসডিএলের সঙ্গে চুক্তি বৃদ্ধি

নিয়ে কারা বসবেন, কবে বসবেন– সব কিছুই নির্ভর করছে শীর্ষ আদালতের রায়ের উপর। এখানেই বাইচুং বলছেন, এই সমস্যা হওয়া উচিতই ছিল না। তিনি বলছেন, 'অনুর্ধ্ব ১৭ মহিলাদের বিশ্বকাপের পরই সংবিধান ও নির্বাচন ঘোষণা করা যেত, তাহলে আমার মনে হয় এত সমস্যা হত না। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরই নির্বাচন ও সংবিধানের মাধ্যমে নতুন কমিটি তৈরি করা দরকার।' তার সঙ্গে ভারতীয় ফুটবলের সার্বিক দুরবস্থার কথাও বলছেন তিনি। বাইচুংয়ের বক্তব্য, 'আমি আইএসএলে খেলিনি। কিন্তু যখন ১৪ দল খেলত, তখন আমরা এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করেছি। এখন ২৪ দল খেলে, তবু আমরা যোগ্যতা অর্জনের লড়াই করে যাচ্ছি। প্রায় ১৫ বছর হল আমি অবসর নিয়েছি। এখনও সুনীল ছেত্রীর পর নতুন স্ট্রাইকার উঠে আসেনি। যখন অবসর নিয়েছিলাম, তখন ভারতের র‍্যাঙ্কিং ছিল ১০০–র নীচে, এখন আমরা ১৩৩।' বাইচুংয়ের কথায়, 'আইএসএল থেকে কেউ কিছু পায়নি। এফএসডিএল বলছে, আমরা প্রচুর টাকা ক্ষতি করেছি। আইএসএলের ক্লাবগুলো বলছে, প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করেছি। আর ভক্তরা কাঁদছে, আমাদের ফুটবলটা হারিয়ে গেল।' কিন্তু কী সমস্যা? বাইচুংয়ের বক্তব্য, 'আমাদের ফুটবলের সার্বিক কাঠামোয় বড়সড় গলদ আছে। আমি বহুদিন ধরেই সেটা বলছি। এফএসডিএল, এআইএফএফ ও বাকিরা যেন তাড়াহুড়ো করে ভুল চুক্তি না করে। তাতে যদি কয়েকমাস দেরিও হয়, কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু আমি নিশ্চিত সঠিক কাঠামো তৈরি হবে। যেখানে সবাই লাভবান হবে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে ভারতীয় ফুটবল।'

গোথিয়া কাপ জয় মিনার্ভার ছোটদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের জাতীয় দলে জয় নেই, এখন কোচও নেই, র‍্যাঙ্কিংয়ে ক্রমশ পিছিয়ে চলেছে। ভারতীয় ক্লাব ফুটবলে সর্বোচ্চ লিগ আইএসএল আপাতত স্থগিত ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। তবে এরমধ্যেই যেন ফুল ফুটিয়ে আশার সম্ভাবনাটুকু বাঁচিয়ে রাখল ছোটরা। সুইডেনে গোথিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়ল ভারতের ক্লাব। দ্বিতীয়বারের মতো গোথিয়া কাপ জিতে নিল মিনার্ভা অ্যাকাডেমি এফসি। ফাইনালে আর্জেন্টিনার সিইএফ ১৮ তুচামেনকে ৪–০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে দেশের সেরা হল মিনার্ভার যুবরা। ২০২৩ সালে প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে গোথিয়া কাপ জিতে নজির গড়েছিল মিনার্ভা। এবার ফের একবার মেসির দেশের ক্লাবকে হারিয়ে গর্বিত করল মিনার্ভা। অনুর্ধ্ব ১৪ এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে মিনার্ভার হয়ে গোলগুলি করেন রিথাম,

ইয়োহেনবার, রাজ ও ডেনামনি।

গোটা টুর্নামেন্টেই এবার অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখায় মির্নাভার ছোটরা। গোথিয়া কাপের নকআউটে প্রবেশ করে রেকর্ড তৈরি করেছিল মিনার্ভা। একটাও না হেরে তারা নকআউটে প্রবেশ করে। গ্রুপস্তরে তারা তিন ম্যাচে করেছিল ২২ গোল। আবার শেষ ৩২ ও শেষ ১৬ তে তারা গোল করে যথাক্রমে ৯ ও ৫। কোয়ার্টার ফাইনাল তারা জেতে ৩–১ গোলে, সেমি ফাইনাল জেতে ২–০ গোলে। এবার ফাইনালে করলো ৪ গোল। সব মিলিয়ে বিশ্ব যুব কাপ অর্থাৎ গোথিয়া কাপের সাত ম্যাচে ৫১ গোল করে অনন্য নজির গড়েছে মিনার্ভা। তারা গোল হজম করেছে মাত্র একটা।

ফাইনালে ১৫ মিনিটে রিথামের গোলে এগিয়ে যায় মিনার্ভা। ১ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় ভারতীয় ক্লাব। দ্বিতীয়ার্ধে দাপটের সঙ্গে শুরু করে মিনার্ভা। ৪০ মিনিটের এই ম্যাচে ২৯ থেকে ৩৫ মিনিট, এই পাঁচ মিনিটে পরপর তিন গোল করে আর্জেন্টিনা ক্লাবের ডিফেন্সকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ২৯ মিনিটে গোল করেন ইয়োহেনবার। ৩২ এবং ৩৪ মিনিটে গোল করে যথাক্রমে রাজ এবং ডেনামনি। ম্যাচ শেষ হতেই উল্লাসে মেতে ওঠে ভারতের খুদে প্রতিভাবানরা।

অর্ণবের আফশোস, জাতীয় শিবিরে ডাক এলেও দেখে যেতে পারলেন না মা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অর্ণব দাস, ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে বুক ফেটে গিয়েছিল, কিন্তু হাত কাঁপেনি। তাতেই তাঁর ক্লাব পাঠচক্রকে যেমন জয় এনে দিয়েছে, তেমনই ম্যাচের সেরা করে তুলেছিল ৪৮ ঘণ্টা আগে মাতৃহারা গোলকিপার অর্ণব দাসকে। তাঁর ইস্পাতকঠিন মানসিকতা, তাঁর অদম্য ইচ্ছে, তাঁর আত্মত্যাগকে কুর্নিশ জানিয়েছিলেন কলকাতার ফুটবলপ্রেমীরা। আরও বড় পুরস্কার পেলেন সেই অর্ণব। তাঁর অসাধারণ পারফরম্যান্সের পর ডাক পড়ল আসন্ন এএফসি অনুর্ধ্ব–২৩ এশিয়ান কাপের কোয়ালিফায়ারের জন্য জাতীয় শিবিরে। অর্ণব দাস ছাড়াও ডাক পেয়েছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের দীপেন্দু বিশ্বাস, সুহেল ভাট, আদিত্য মণ্ডল এবং ইউনাইটেড স্পোর্টসের সাহিল হরিজন। আগামী ১ আগস্ট থেকে বেঙ্গালুরুতে শুরু হবে এই শিবির। বাড়িতে শোকের আবহ, এমন খবরে চোখ ছলছল করে উঠেছে অর্ণবের মায়ের জন্যই। জাতীয় শিবিরে ডাক এল, কিন্তু মা যে দেখে যেতে

পারলেন না। শিমুরালীর ২৩ বছর বয়সি গোলরক্ষক বলেন, 'স্বপ্নপূরণ হল। একটাই আফসোস মা–বাবা দেখে যেতে পারলেন না।' শুধু তো কলকাতা লিগেই নয়, সদ্য সমাপ্ত আইলিগ দ্বিতীয় ডিভিশনেও অনবদ্য পারফরম্যান্স করেছেন শিমুরালীর গোলকিপার অর্ণব, তারজন্যই জাতীয় শিবিরে ডাক পড়েছে তাঁর। তিনি বলেন, 'এমন একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। খবরটা পেয়ে খুবই খুশি। প্রস্তুতি শিবিরে নিজেকে আরও ধারালো করে তোলাই লক্ষ্য।' পাশাপাশি সাহিল হরিজনও প্রতিভার বিচ্ছুরণ দেখাচ্ছেন কলকাতা লিগে। ইস্টবেঙ্গলকে হারানোর জন্য পাঠচক্রের অন্যতম কারিগর তিনি।

অনুর্ধ্ব–২৩ এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে কঠিন গ্রুপে পড়েছে ভারত। কাতার, বাহরিন এবং ব্রুনাই দারুসসালামের মুখোমুখি হতে হবে ভারতীয় ফুটবল দলকে। গ্রুপ এইচে রয়েছে ভারত। এএফসি অনুর্ধ্ব–২৩ এশিয়ান কাপ ২০২৫–এর বাছাইপর্ব সেপ্টেম্বর মাসের ১ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এই বাছাইপর্বে ১১টি গ্রুপে মোট ৪৪টি দল অংশ নেবে এবং প্রতিটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও সেরা রানার্স–আপ দল মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে।

ইস্টবেঙ্গলের ভরসা সাগরের সন্ধ্যা

সৌরভ নস্কর : ছোটবেলা থেকে ফুটবলের প্রতি বিশ্বাস আগ্রহ ও অনুশীলন তাকে পৌঁছে দিয়েছে সাফল্যের সিঁড়িতে। মহিলা হিসাবে ফুটবল খেলার কারণে পাড়া প্রতিবেশীর কাছে কম কথা শুনতে হয়নি এই সন্ধ্যাকে। কিন্তু নিজের অদম্য জেদ এবং নিজের লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে গিয়েছে সন্ধ্যা। এখন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা গঙ্গাসাগর দ্বীপের মহিলাদের কাছে ইনস্পিরেশন হল সন্ধ্যা মাইতি। ছোটবেলা থেকে ফুটবলের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা ছিল সন্ধ্যার। ছোটবেলা থেকেই গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল মাঠে দেখা যেত সন্ধ্যার কঠোর অনুশীলন এবং নিজের অদম্য জেদের কাছে অবশেষে হার মানে পরিস্থিতি। বর্তমানে কলকাতার অন্যতম নামি ফুটবল ক্লাব ইস্টবেঙ্গল মহিলা টিমের সদস্য সন্ধ্যা মাইতি। সম্প্রতি আইডব্লুএলসিইউপি ও কন্যাশ্রী কাঁপে ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন করার জন্য অন্যতম ভূমিকা পালন করেছিল সন্ধ্যা। তার বাবা সুশান্ত মাইতি পেশায় একজন ব্যবসায়ী বাড়িতেই ছোটখাটো একটি ব্যবসা রয়েছে। মেয়ের এই সাফল্যের খুশি বাবা–মা। এ বিষয়ে সন্ধ্যা মাইতি বলেন, মামার হাত ধরে ফুটবল মাঠে প্রথম যাই এবং প্রথম ফুটবল খেলা শিখি তার কাছ থেকেই। মেয়ে হিসাবে ছেলেদের সঙ্গে আমি প্রথম ফুটবল খেলতাম। এলাকার মানুষগুলো আমার ফুটবল খেলা নিয়ে প্রথম প্রথম অনেক কথা বলেছিল কিন্তু যখন একটু একটু করে সাফল্যের সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করি তখনই এলাকার মানুষেরা আমাকে সাপোর্ট দিয়েছিল। আমি চাই আমার মতন সাগরদ্বীপের বহু মহিলারা ফুটবল খেলাকে ভালোবেসে মহিলা ফুটবলার হয়ে উঠুক এবং দেশের নাম উজ্জ্বল করুক। মা পার্বতী মাইতি বলেন, মামার হাত ধরে ফুটবল মাঠে প্রথম গিয়েছিল সন্ধ্যা এরপর ফুটবলের প্রতি আগ্রহ জন্মায় সন্ধ্যার। প্রথমে এলাকার মানুষেরা বলতো মেয়ে হয়ে ফুটবল খেলবে হাত–পা ভেঙে যাবে। বিয়ে হবে না প্রথমে মানুষ প্রতিবাদ করত। কিন্তু যখন জেলাস্তর থেকে রাজ্যস্তরে পৌঁছায় সন্ধ্যা তখন এলাকার মানুষজনেরাই তাকে বাহবা দিত এবং পাশে থাকতো। মেয়ের এই সাফল্যে খুশি আমরা আমরা চাই আরো বড় জায়গায় যাক সন্ধ্যা। সাগরদ্বীপের মানুষেরা এখন সন্ধ্যাকে নিয়ে গর্ববোধ করে।

'কবাডি গ্রাম' নামের ঐতিহ্য হারাচ্ছে কালীনগর

দেবাশীস রায় : একসময় বিকেল হতে না হতেই দামাল ছেলেদের কবাডি.. কবাডি.. কাবাডি ছন্দবদ্ধ রবে প্রত্যন্ত গ্রামটির একাধিক এলাকা মশগুল থাকত। এখান থেকেই উঠে আসা অসংখ্য কবাডি খেলোয়াড় দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। কিন্তু, প্রায় দেড় দশক হতে যায় সেই কবাডি..কবাডি ছন্দ প্রায় শোনা যায় না বললেই চলে। খেলাধুলায় নিরুৎসাহী তরুণ প্রজন্ম। তাই সুবিশাল জনপদের মাটি থেকে কবাডি খেলাটাই বেমালুম উধাও। যে কারণে 'কবাডি গ্রাম' নামের ঐতিহ্যও হারিয়ে ফেলেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালীনগর গ্রামটি। কালীনগরের কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে ভাগীরথী। ধাত্রীগাম পঞ্চায়েতের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সুবিশাল গ্রামটি নদীর অপর

পাড়ে অবস্থান করছে। ধাত্রীগ্রাম স্টেশন থেকে অদূরবর্তী পিয়ারীনগর ঘাট। সেখান থেকে নৌকায় নদী পেরিয়ে কালীনগর। ইনসান আলি শেখ, আনজার আলি শেখ, জবুর আলি, ইজাল মোল্লা, মঞ্জিল শেখ, অঞ্জিল শেখ, নকির শেখ, জাকির শেখ, ফিরোজ শেখ, জবুর আলি শেখ, জামশেদ শেখ, হাজি মহম্মদ শেখ, ইজাবুল মোল্লা প্রমুখ কালীনগরের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং কবাডিতে দেশকে সমৃদ্ধ করেছেন। একটা সময় ছিল যখন অন্যতম প্রাচীন এই খেলার সঙ্গে বেড়ে উঠত গ্রামবাংলার শত শত তরুণ। তাঁদের অবদানের জন্যই কালীনগর একসময় 'কবাডি গ্রাম' নামে রাজ্যজুড়ে পরিচিতি লাভ করেছিল। কিন্তু, সেই নামের ঐতিহ্য আর নেই। তরুণ প্রজন্ম শরীরচর্চার জন্য এখন গায়ে মাটি মেখে কবাডি খেলতে চায় না। তাদের বেশিরভাগই স্মার্ট ফোনে মুখ গুঁজে নানারকম গেম খেলার নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছে। ফলে তারুণ্যের শরীর মেদবহুল হচ্ছে, বাসা বাঁধছে নানা রোগ। কালীনগরের প্রবীণ বাসিন্দা তথা দেশের প্রাক্তন কাবাডি খেলোয়াড় নকির শেখ বাড়িতে বসে তাঁদের একদা ঐতিহ্যবাহী 'কবাডি গ্রাম' প্রসঙ্গে নানান কথা শোনালেন। শতাধিক বছর আগে ভাগীরথী নদীর ডানতীরে বিজয়গঞ্জ গ্রাম ছিল। কিন্তু, নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে প্রায় আট দশক আগে সেই বিজয়গঞ্জ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং নদীর অপর পাড়ে নতুন চর মাথা তোলে। যার নাম হয় কালীনগর। সেখানেই ধীরে ধীরে বিশাল জনবসতি গড়ে ওঠে। তিনি আরো বলেন, আনুমানিক ১৯৬৪ সালে ইনসান আলি শেখের হাত ধরেই সর্বপ্রথম আমাদের গ্রামে কবাডি খেলার প্রচলন হয়েছিল। তারপর তো গ্রামের অসংখ্য কবাডি খেলোযাড় আমাদের রাজ্যের হয়ে দেশের বিভিন্ন টুর্নামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আনজার আলি শেখ বেজিংয়ে ভারতের প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন এবং গোল্ড মেডেল লাভ করেন। আমিও একাধিকবার রাজ্যের হয়ে জাতীয় স্তরে কবাডিতে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, এখনকার প্রজন্ম কবাডি খেলে না। তবে, গ্রামে কবাডির সেই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা যায় কিনা ভাবছি। স্থানীয় বাসিন্দা তথা গৃহশিক্ষক নাসিরুদ্দিন শেখ বলেন, বর্তমানে ঘোরতর আর্থ–সামাজিক প্রেক্ষাপটে তরুণ প্রজন্ম নানাবিধ সঙ্কটের মুখে পড়ে খেলাধুলায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। তবে, আমাদের গ্রামে কবাডির সেই ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে গেলে সবার আগে তরুণদের মধ্যে চেতনা জাগাতে হবে।

অদিতির অবসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের অদিতি চৌহান ফুটবল থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। গতকাল সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম ইনস্টাগ্রামে এক বার্তায় অদিতি নিজের অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। ৩২ বছর বয়সী এই গোলকিপার ভারতের হয়ে মোট ৫৭ টি ম্যাচ খেলেছেন। তিনি ভারতে মহিলা দলের হয়ে ৩ বার সাফ কাপ চ্যাম্পিয়ন ও ২বার সাউথ এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছেন। তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা ফুটবলার হিসেবে ২০১৫ সালে ইংলিশ ক্লাব ওয়েস্ট হ্যামে যোগ দেন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com